প্রহসন।

অন্ধপতি ... ... একজন ব্রাহ্মণ।
গৃহিণী ... ... তস্য স্ত্রী।
প্রতিবাশিনী দ্বয়।
জগৎ ... ... গৃহিণীর সতীত্ব পথের কণ্টক।
প্রতিবাসী, কবিরাজ ইত্যাদি।

এই নাটক অভিনয় বা পাঠ উভয় প্রকারে সাধারণের সন্তোষ-বর্দ্ধন করে এই উদ্দেশে রচিত হইল। অভিনয়ের পক্ষে যে যে কথা 'অধিক' বোধ হইবে তাহা আমি সংক্ষেপ করিয়া দিতে স্বীকার আছি।

শ্রীদ্বারকানাথ সরকার।

সৈরিন্ধ্রী নাটক

প্রথমাঙ্ক

নৈমিষারণ্য।

(যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা, দ্রৌপদী সহিত
বনবাসিবেশে এবং ধৌম্য পুরো-
হিত ও শৌনকাদি কতিপয়
ব্রাহ্মণের প্রবেশ।)

যুধিষ্ঠির। হে ভ্রাতৃবৃন্দ! আগামী প্রাতঃকাল হইতে আমাদিগের অজ্ঞাত বৎসর আরম্ভ হইবেক। শ্বাপদকুলপূর্ণ ভয়ঙ্কর কাননে ব্যাধ-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া অতি কষ্টে দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করিলাম, এক্ষণে ভক্তবৎসল বাসুদেবেচ্ছায় এই সম্বৎসরকাল শত্রুর অজ্ঞাত-সারে যাপন করিতে পারিলেই নিষ্কলঙ্কে প্রতিজ্ঞা হইতে মুক্ত হই।— কিন্তু কোন্ স্থানে — কি উপায়ে আমরা এই নির্দ্দিষ্ট সময় নির্ব্বিঘ্নে অতিবাহিত করিব :— কোন্ জনশূন্য প্রদেশে এক বৎসর কাল লোকের অনবগত হইয়া বাস করিব; আমি চিন্তা করিয়া পৃথিবীর এমন কোন স্থানই পাই না, যেখানে তোমাদিগকে রক্ষা করিলে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি শত্রুচরেরা অনুসরণ করিতে অক্ষম হইবেক। —হায়! কি উপায়ে প্রজ্বলিত অনলকে ভস্মাচ্ছাদিত রাখিব? কি প্রকারেই বা আদিত্য তেজকে বস্ত্রমধ্যে

লুক্কায়িত করিব? হিতাহিত বিবেচনার অগোচরে ধর্ম্ম বর্জ্জিত কার্য্য সাধন যেরূপ অসম্ভব, তোমাদিগকে, জনলোকের অপরিচিতে স্থাপনের চেষ্টাও তদ্রূপ, সন্দেহ নাই; যেহেতুক ভাই বৃকোদর! তুমি কি নীতি আশ্রয় পূর্ব্বক শত্রুকে প্রতারিত করিবে? তুমি অমানুষিক গুণে সর্ব্বত্র বিখ্যাত, সর্ব্ব প্রধান পুরুষের প্রকৃত লক্ষণ তোমার শরীরে দেদীপ্যমান রহিয়াছে: কোন প্রকার অন্যায় আচরণ করিয়া কেহ তোমার নিকট পরিত্রাণ পায় না; ক্রুদ্ধ হইলে কালসদৃশই তোমার মূর্ত্তি জ্যোতিষ্মান্ হয়; তুমি মহা মহা বীরপুরুষের ভয়োৎপাদন করিয়া রণক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া থাক; সকল মনুষ্যই তোমার অমিত বাহুবলের প্রসংশা করিয়া থাকেন; তুমি শ্রেষ্ঠ বীরগণের দৃষ্টান্ত স্বরূপ; দক্ষিণ দিগস্থ মহা-পরাক্রমশালী নৃপকুল অদ্যাবধি তোমার নামে ভয়প্রদর্শন করিয়া থাকেন; তোমার যুদ্ধ দর্শন আশায় বীরপ্রসবিনী মাতা ভারত-ভূমির প্রধান সন্তানেরা ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করিতেন:— সুতরাং পৃথিবী মধ্যে অমিত বাহুবল দ্বারা তুমি সকলের নিকটেই পরিচিত হইয়াছ; হে ভ্রাতঃ! প্রচ্ছন্নবাস তোমার পক্ষে ত সম্ভব নয়। বিশেষতঃ ভাই ধনঞ্জয়, পাণ্ডবজীন! পৃথিবী অপেক্ষা বহু-সহস্রাংশে বৃহৎ মার্ত্তণ্ডদেবকে করতলে লুক্কায়িত করিবার চেষ্টার ন্যায় তোমাকে জনলোকের অপরিচিত ভাবে স্থাপনের যত্নও যে উপহাসাস্পদ; —তুমি অতুলরূপে ত্রিলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণ সদৃশ, গুণেতে তিনলোক বিখ্যাত: শুদ্ধাত্মা ঋষিগণ তোমাকে "নর" অবতার স্বরূপ বলিয়া বর্ণন করেন। তুমি সকল প্রকার যুদ্ধে গুরু দ্রোণাচার্য্যের সমুদায় শিষ্য অপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছ; অতীব অদ্ভুত কর্ম্ম-সম্পাদনরূপ খাণ্ডবদহন করিয়া সকলের নিকট প্রসংশা পাইয়াছ; মহাবল পরাক্রান্ত মায়াযোধী নিবাতকবচ-দিগের সংহার সাধন করিয়া অমানুষকর্ম্মক্ষম দেবতার নিকটে

ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইয়াছ; সংযমাত্মা মুনিগণ তোমার অলৌকিক চরিত গান করিয়া থাকেন; তুমি ধর্ম্মপথে দৃঢ়তা দেখাইয়া দেবেশ নারায়ণের দ্বারা "সখা" রূপে সম্বোধিত হইয়াছ; তোমার অভাবনীয়তা প্রভৃতি মহত গুণ সমূহে দেবতা এবং পবিত্রস্বভাব মহর্ষিদিগের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া থাকে; তোমার দুষ্কর অমানুষিক কার্য্য পরম্পরা জ্ঞাত হইয়া, এবং তোমার বিমল স্বভাবে মুগ্ধ হইয়াই দেবরাজ ইন্দ্র উৎকৃষ্ট বিচিত্র কার্য্যক্ষম দেবাস্ত্র সমূহ তোমাকে আহ্লাদের সহিত দান করিয়াছেন; এবং তজ্জন্য তুমি সর্ব্বত্র সুবিখ্যাত রহিয়াছ; অতএব, জনলোকের অগোচরে বাস করা, তোমার পক্ষে ত নিতান্ত সুকঠিন। আর,— হে কুসুম সুকুমার কুমারদ্বয়! তোমাদিগকেই বা কিরূপে অজ্ঞাত রাখিব; কোন্ অনন্য স্থানে তোমাদিগকে রাখিয়া, পাঞ্চালী সহিত আমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিব? পরমপূজনীয়া মাতা বিশেষ অনুরোধ করিয়া তোমাদিগকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন; তোমরা নিরুপমরূপে দেব কন্দর্পকেও লজ্জিত করিয়াছ; রূপ ও প্রতাপ সমভাবে মিলিত হইয়া দেবকুমার সদৃশ তোমাদের শোভা এবং যশঃ বিকীর্ণ হইয়াছে; শান্ত স্বভাব এবং নম্রতা গুণে তোমরা পূর্ব্ব পশ্চিমাঞ্চল স্বহস্তে পরাজিত ভূপালদিগের নিকটও ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইয়াছ; শত্রুগণও একতান মনে তোমাদের গুণ গান করিয়া থাকেন, এবং তোমাদিগকে দর্শন করিলেই মনুষ্যের হৃদয় স্নেহরসে আপ্লাবিত হয়; অতএব আমার বোধ হয়, শত্রু-চরের পক্ষে তোমাদের অনুসন্ধান করা অতীব সহজ;—এবং কৃষ্ণে! পাণ্ডু নন্দনদিগের সাবিত্রি! তুমিই বা কি প্রতারণা অবলম্বন করিয়া এক বৎসরকাল অজ্ঞাত বাস করিবে। প্রিয়ে! তোমার গন্ধর্ব্বগর্ব্বহর, দেবযুবতি সদৃশ রূপ এবং গুণ বিশেষের ব্যাখ্যা করিতে মনুষ্যমাত্রেই অক্ষম হয়েন; তোমার অমৃত পূর্ণ "যাজ্ঞসেনী" নাম

নিজন স্থানেও পরিকীর্ত্তিত হইতেছে, তোমার অনুপম রূপ এবং গুণের বার্ত্তা জ্ঞাত হইবার কারণ তীর্থপর্য্যটকেরাও উদ্দেশ্য পরিত্যাগ পুরঃসর পাঞ্চাল রাজ্যে আগমন করিতেন, তোমার পবিত্র প্রীতি সঞ্চারক ধর্ম্মনিষ্ঠতা গুণ সমূহে মোহিত হইয়া পরম ঈশ শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে সখীত্বে বরণ করিয়াছেন, তুমি সাধ্বীকুলের দৃষ্টান্ত স্বরূপা, রাজসূয় যজ্ঞকালে তোমাকে সকল প্রকার কমনীয় রূপ ও সুমহৎ গুণের আশ্রয় স্থান দর্শন করিয়া সংসারবিরাগী ঋষিগণও তোমার প্রতি ধন্যবাদ দিয়াছেন, তোমাকে গৃহিণীরূপে প্রাপ্ত হইয়াই আমরা ভারতভূমে ধন্য হইয়াছি। অয়ি জীবিতেশ্বরি! তুমি সকল কলাপূর্ণ নিষ্কলঙ্ক শশী সদৃশ, দেবী কুন্তীনন্দনদিগের জীবনস্বরূপ, এবং তুমি ভারতরাজ্য সুশোভিত করিয়াছ; সুতরাং, আমার আশঙ্কাকেই বা কিরূপে অমূলক বলিব। হায়! আমার কি দুর্ব্বুদ্ধি! আমি ক্রোধ রিপুর পরবশ হইয়া কি অসম্ভব প্রতিজ্ঞাতেই আবদ্ধ হইয়াছি! কিরূপে ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে পারিব? কি সদুপায়ে সত্য হইতে মুক্ত হইব। হা! মনুষ্যের কর্ত্তব্য যে, তিনি প্রাণপণ করিয়াও আত্মা, বন্ধু, সহোদর এবং প্রণয়িনীকে রক্ষা করেন, কিন্তু আমা দ্বারা তোমরা উপর্য্যুপরি শঙ্কটে পতিত হইতেছ।

ধৌম্য। মহারাজ! ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া অনুতাপ করিবেন না। সংসারে বিপদ ও সম্পদ সকলকেই আলিঙ্গন করে; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানীরা তাহার অস্থায়িত্ব এবং অমূলত্ব জ্ঞাত আছেন, এজন্য কদাচ তদ্দ্বারা, বিচলিত হয়েন না। আপনি মহাজ্ঞানী, সংসার চক্রের গতি অবগত হইয়াছেন, অতএব বিপদে কাতর হওয়া আপনার অকর্ত্তব্য। উপস্থিতে প্রতিজ্ঞা হইতে যদ্দ্বারা নির্ব্বিঘ্নে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হন তাহার সৎপরামর্শ করাই উচিত।

নকুল। দেব! আমাদের জন্য আপনি চিন্তিত হইবেন না। আমরা

আপনা ভিন্ন কাহাকেও জ্ঞাত নহি, আপনি ভিন্ন আমাদের গতি নাই। আমরা শিশুকালে পিতৃহীন হইয়াছি বটে, কিন্তু আপনার অপার স্নেহ মধ্যে অবস্থান করাতে তাহা কখনও উপলব্ধি করি নাই। মহাত্মন! আপনার ধর্ম্ম পালনার্থে আমরা সামান্য বৃত্তি অবলম্বন স্বীকার ও শ্লাঘ্য বিবেচনা করিব।

যুধি। অহো! এমন সুশীলশান্ত ভ্রাতারা আমার জন্যই দুঃসহ ক্লেশে পতিত হইয়াছেন। এমন সর্ব্বগুণভূষিত প্রাণোত্তম সহোদরদিগকে, নিরন্তর সুখসচ্ছন্দে কাল প্রতিবাহন করিতে দেখিয়া, নয়ন যুগকে সার্থক করিতে পেলাম না।

শনক। মহারাজ! আপনি ধীমান, বেদজ্ঞ, বহুদর্শী এবং মনুষ্যতত্ত্বে জ্ঞানী; অতএব সুখ দুঃখ যে সকল মনুষ্যকেই সমানরূপে আলিঙ্গন করিয়া থাকে, তাহা পরিজ্ঞাত আছেন। পৃথিবীতে এমন কেহই নাই যিনি বিপদে আক্রান্ত হয়েন নাই, এবং প্রত্যেক জীবই এ জীবনে কোন প্রকার সম্পদ উপভোগ করিয়া থাকেন। হে ভরত কুলচন্দ্রম! সর্ব্বত্র সমদর্শী লোকনাথ পরম পিতা, তাঁহার অমিত তেজোৎপন্ন সন্তানদিগের মানসিক বলকে বীর্য্যবন্ত করিবার কারণেই সকলকে সমসূত্রপাতে এই উভয়বিধ অবস্থা আপন্ন করান। সুতরাং কেহই আজন্ম সুখ বা দুঃখ অবিচ্ছেদে অনুভব করেন না। এবং আরো দেখুন, নিতান্ত দরিদ্র ব্যক্তি যে সুখ ভোগ করেন, পৃথিবীপতি নরেন্দ্রকেও তাহাতে অনেক সময় অভাবিত থাকিতে হয়। চক্ষুর অগোচর অতি সামন্য ক্ষুদ্র কীটকে যেরূপ সচ্ছন্দে বাস করিতে দেখা যায়, তাহাতে পশুরাজ সিংহেরও ঈর্ষা হওয়া সম্ভব। হে সুবিদ্বন্! এই সকল গভীর অর্থযুক্ত সূক্ষ্ম উপদেশ আপনকার অবিদিত নাই। সংসারে সুখ দুঃখ নিয়ত ভ্রমণ করিতেছে, এবং তাহা অনিত্য। আপনি ম্রিয়মাণ হইবেন না, সংসারচক্রের গতি অনুসারে নিশ্চিতই মুক্তি

লাভ করিবেন। হে গৌরব! ব্রাহ্মণের ভবিষ্যদ্বাক্য শ্রবণ করুন; "আপনকার এই অবস্থার শীঘ্রই সুপরিবর্ত্তন হইবেক, পৃথিবীতে কেহই আপনকার শত্রু বর্ত্তমান থাকিবেক না।" ধর্ম্মরাজ! ভারত-মাতা, যে মহাবীরদিগকে গর্ব্বে ধারণ করায় ত্রিলোক সম্মানিত হই-তেছেন, সেই সকল মহাত্মগণ আপনকার একান্ত বশম্বদ, এবং অনু-জরূপে বর্ত্তমান; বিশেষতঃ সর্ব্বভূমিবিজয়ী মহাপ্রাজ্ঞ নরোত্তম পার্থ আপনকার শুভপ্রার্থী। আপনি চিন্তিত হইবেন না। অল্প-কাল মধ্যেই আপনার সর্ব্ব বিষয়ে কল্যাণ হইবেক। ধীমন্! চিন্তাকে দূর গত করুন। চিন্তা নিতান্ত অনিষ্টকর, ইহাতে বুদ্ধিকে স্ফূর্ত্তি বিহীন করে এবং শরীরের বীর্য্য নষ্ট করে। এক্ষণে ধৌম্য গুরুর সহিত পরামর্শ দ্বারা উপস্থিত বিষয়ের সৎপন্থা উদ্ভাবন করুন। নিষ্ফল সময় ক্ষেপণ করা উচিত হইতেছে না।

যুধি। [ধৌম্য প্রতি]। ভগবন! আপনিই পাণ্ডবের পথপ্রদর্শক আপনিই তাঁহাদের গুরু? কি উপায়ে সুযোধনকে প্রতারিত করিতে সক্ষম হইব, তাহা আপনারই বিবেচ্য। রাজা সুযোধন নিশ্চিতই দূরদর্শী চর সকল চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করিবেন। তাহারাও নগর উপনগর, পল্লী অরণ্য এবং পর্ব্বত গুহা প্রভৃতি, পৃথিবীর গুহ্যতম প্রদেশ সমূহ অন্বেষণ করিতে ত্রুটি করিবে না। সেই সকল অধ্যবসায়নিরত চরগণকে প্রবঞ্চনা করা দুঃসাধ্য সুতরাং আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই মহৎ সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইবার কোন পন্থাই দৃষ্ট হয় না।

ধৌম্য। পাণ্ডবপতে! ধর্ম্ম—বিপন্ন, ও পাপের জয়, এ সংসারে অদ্যা-বধি কেহ দর্শন করেন নাই। যদিও কোন স্থানে কর্ম্মফল হেতু এরূপ বিপর্য্যয় ঘটনা কখন কখন দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা পরিবর্ত্তন-শীল এবং ক্ষণস্থায়ী। মহারাজ! আপনি সত্যের দিকে আছেন, সত্যই আপনাকে রক্ষা করিবেন। হে মহাত্মন! সত্যই পরম পদার্থ,

সত্য অপেক্ষা আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই। সত্যের তুলনা একমাত্র সেই পূর্ণসনাতন পুরুষে ভিন্ন আর কিছুতেই দেওয়া যায় না; অতএব সত্যই ঈশ্বর এবং ঈশ্বরই সত্য:—ইহা অমূল্য শিক্ষা। আপনি সত্য পালনার্থে এ পার্থিব শঙ্কটে যদিও কিছু দিনের জন্য পতিত হইয়াছেন, কিন্তু সত্যস্বরূপ পরমপুরুষ আপনাকে রক্ষা করিতেছেন। সেই একমাত্র পূর্ণমঙ্গল পরমেশ্বরেতে নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্তে অবস্থান করুন; আপনাদের মঙ্গল তিনিই সংসাধন করিবেন।—রাজন! অনন্তস্বরূপ সচ্চিদানন্দ বিপদ সম্পদের মধ্যবর্ত্তী মনুষ্যকে ভবিষ্যৎ জ্ঞানে অভাবিত রাখিয়া কেমন সুচারুরূপে আপনার পূর্ণজ্ঞান অথচ অসীম করুণাত্বের পরিচয় দিয়াছেন। হে ধীমন! মনুষ্য যদ্যপি জীবনে অবশ্যম্ভাবী বিপদ আগমনের পূর্ব্বেই তাহা জ্ঞাত হইতেন, তবে তাহাকে (অর্থাৎ ঐ বিপদকে) অপরিহার্য্য বোধে, তাঁহার কত মনঃকষ্ট হইত, কত দুঃসহ মানসিক যন্ত্রণা তাঁর চিত্তকে অনবরত দগ্ধ করিত;—তাহা হইলে (অর্থাৎ এই বিপদ আগত, অথচ ইহা পরিহারের উপায় নাই, ইহা জ্ঞাত হইলে) বোধ হয়, তিনি আত্ম হত্যাদি পাপে দূষিত হইতেও শঙ্কিত হইতেন না। মহারাজ! এই জন্যই (অর্থাৎ মনুষ্যের পূর্ণরূপে ভবিষ্যৎ জ্ঞান অভাব হেতুই) বেদবিৎ পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞ মহাজনেরা কহিয়া থাকেন, যে মনুষ্য পরে কি হইবে, এইরূপে চিন্তিত থাকিয়া যন্ত্রণা পায় মাত্র, যিনি সমুদ্রের বালুকণার সংখ্যা অবগত আছেন, তিনি তাহার জন্য পূর্ব্ব হইতেই সমস্ত প্রস্তুত রাখেন।— হে মহীপতে! যিনি পৃথিবীকে বায়ুপূর্ণ করিয়াছেন, কারণ জীব ক্ষণমাত্রও তদভাবে জীবিত থাকিতে পারে না, যিনি সামান্য বৃক্ষ পত্রস্থ চলচ্ছক্তি বিহীন ক্ষুদ্র কীটের আহার উপস্থিত করিয়া দেন, তিনি যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জন্তুমধ্যে প্রধান মানবজাতিকে নিয়ত রক্ষা করেন, তাহাতে সন্দেহ কি? ভূপতে! তাঁহার অপার মঙ্গলপূর্ণ জ্ঞান আমাদের নিজ প্রকৃতিতেই স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে; দেখুন,—

আমাদের স্বভাবের বশ্বন যাহা অভাব হয়, তাহা আমরা সহজ জ্ঞান দ্বারা তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি করিয়া থাকি, এবং সেইঅভাব পূর্ণ হইবার উপায় ও আপনাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান আলোচনা দ্বারা অনায়াসে প্রাপ্ত হই। —হে নরেন্দ্র! জগৎসংসার অতি সূক্ষ্ম পরমাণুযোজনা দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার সুপাট্য ও মঙ্গল পূর্ণ সুশৃঙ্খলতা দৃষ্টে একজন পরম করুণাময় এবং নিত্য জীবের মঙ্গল বিধান কারী, নিয়ন্তার স্বত্তা সহজেই প্রতীয়মান হয়। কুন্তীসুত! ন্যায় শাস্ত্রবিৎ মহাত্মারা কহিয়া থাকেন, যে ঐ সমূহ পরমাণু নিত্য এবং অনন্তকাল স্থায়ী; —কিন্তু এস্থলে পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞ মহর্ষিগণ এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন, যে, যদ্যপি পরমাণুরই ধ্বংশ দৃষ্ট হইতেছে না; সুতরাং "আমি" ইত্যাদিরূপে কথিত হইতেছে যে, আত্মা তাহার নশ্বরত্ব কোনমতেই সম্ভবে না; —কারণ, তাহা অনন্তস্বরূপ সৃষ্টিকর্ত্তার অংশ, এবং নিত্য উন্নতিতে উন্মুখ। ইহা বহুদর্শী মাত্রেই প্রতিপন্ন করিয়াছেন; যে এ পৃথিবীতে মনুষ্য জীবনের শৈশববাস্থামাত্র, সুতরাং এখানকার সুখে স্ফীত বা দুঃখে অবসন্ন হওয়া অকর্ত্তব্য। পার্থিব সুখই মানব জীবনের উদ্দেশ্য নয়, এবং সত্য অথবা ধর্ম্ম জন্য দেহ পরিত্যাগ হইলেও পরলোকে তাহার ফল ভোগ করিতে হয়। হে মহারাজ! এমন সকল সূক্ষ্ম জীবও দৃষ্ট হইয়াছে, যাহাদের পরমায়ু মুহূর্ত্তমাত্র এবং যাহারা সমস্ত জীবনেও বোধহয়, তাহাদিগের আবাস ভূমি ক্ষুদ্র বৃক্ষপত্রের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেও অক্ষম কিন্তু সেই অনন্তদেব বাসুদেবের ইচ্ছায় ঐ অত্যল্পকাল-জীবী, কীটচয়ও বাল্য, যুবা এবং বৃদ্ধ এই তিন দশা প্রাপ্ত হয়, পরিণয় কার্য্য সম্পাদন পুরঃসর সন্তানোৎপত্তি করিয়া পার্থিব সুখ উপভোগ করে এবং কালাগতে মৃত হয়। স্থিরচিত্ত যোগীগণ সর্ব্বত্র দর্শীশক্তি দ্বারা ইত্যাদি গূঢ় এবং সূক্ষ্ম বিষয় সন্দর্শন করিয়া এই পৃথিবীর সুখের অমূলত্ব জ্ঞাত হয়েন, এবং সেই মনের অগাম্য

পরম দেবকে আত্মা, মন সমর্পণ পূর্ব্বক বৈরাগ্য অবলম্বন করেন।
হে মহাত্মন্! সেই দেব দেব পরম পুরুষ এক হইয়াও এই জগতের
ন্যায় শূন্যে ভ্রাম্যমাণ কোটিকোটি জগতের নিয়ত পালন করিতে-
ছেন; তিনি স্বয়ং নিরবলম্ব এবং নির্লিপ্ত হইয়াও অনন্ত প্রাণীর
সৃষ্টি সংহারাদি মনের অগম্য কার্য্য সমূহ সাধন করিতেছেন;
তাঁহা হইতে কেহই বিচ্ছিন্ন নহে, কিন্তু তিনি সকল হইতে পৃথক্।
মহামতে! এইরূপে, যিনি সম্বন্ধবিহীন অথচ যাঁহার সহিত
সম্বন্ধ না থাকিলে কেহই জীবিত থাকিত না; যিনি পিতার ন্যায়
গম্ভীর অথচ প্রেমদৃষ্টিতে সকলকে রক্ষা করিতেছেন; কিন্তু ধর্ম্ম-
জন্য ত্যাগ স্বীকার ভিন্ন যাঁহার দর্শন পাওয়া যায় না; সেই
পরাৎপর পরম পিতা বাসুদেব আপনাদের সখা এবং নিত্য-
শুভপ্রার্থী। আপনি অধীর হইবেন না, নিশ্চিতই রাহুমুক্ত শশীর
ন্যায়, নিষ্কলঙ্কে সত্বর হইতে পার হইবেন। উপস্থিত বিষয়ে আপ-
নাদের প্রত্যেকের মত প্রকাশ করুন, তৎপরে আমি কর্ত্তব্য যাহা
শিক্ষা দিব।

য। ঋষিবর! আমার মত এই যে, যে হেতু জগতীতলে সকল প্র-
কার উৎকৃষ্ট গুণে বিখ্যাত এই ভ্রাতাদিগকে গোপন রাখা সুকঠিন
এবং সর্ব্বলোকললামভূত, সতীকুলের দৃষ্টান্ত স্বরূপা যাজ্ঞসেনীকে
অজ্ঞাত রাখা কোনমতেই সম্ভবে না; সুতরাং সে চেষ্টা করাও
বৃথা। আমি সঙ্কল্প করিয়াছি যে, এইস্থানে উপরত হইয়া এ পর-
হিতে অসমর্থ প্রাণ পরিত্যাগ করিব। আপনি ইহাদিগকে মহাত্মা
শ্রীকৃষ্ণের হস্তে আমার অনুরোধের সহিত সমর্পণ করিয়া দিবেন;
তিনি অবশ্যই ইহাদের জন্য কোন সদুপায় উদ্ভাবন করিবেন সন্দেহ
নাই। — আমি আর অনুজগণের দুঃসহনীয় ক্লেশের কারণ হইতে
চাই না! আমার জীবনে, উহাদের বিপৎপাত হইতেছে মাত্র! —
আমার আত্মহত্যাই শ্রেয়!

ভীম। মহারাজ! আপনি ক্ষত্রিয়োচিত বাক্য কহিলেন না। ভীরুতা ক্ষত্রিয়ের স্বভাব নয়, আত্মহত্যা কাপুরুষতা মাত্র; বিশেষতঃ আপনার এরূপ অনুতাপের কারণ কি? রাজর্ষি উপম যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞা এবং ভীমার্জ্জুন একত্র হইলে, এ পৃথিবীতে কোন্ দুরূহ কার্য্য অসংসাধিত থাকে। নরপাল! উৎকণ্ঠার আবশ্যক নাই; আপনি এই স্থানে স্বচ্ছন্দে অবস্থান করুন, এবং আমাকে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক অনুজ্ঞা করুন, আমি এখনই মদোন্মত্ত দুর্য্যোধন এবং মন্দমতি কর্ণের মস্তক ছেদন করিয়া আপনার সম্মুখে আনয়ন করি; এইরূপে প্রধানশত্রু নিপাত হইলে, আমরা নিষ্কণ্টকে এই নির্দ্দিষ্ট কাল যাপন করিতে সক্ষম হইব, এবং অবশেষে নির্ব্বিবাদে অশেষ রত্নের আকর ভারত-রাজ্যকে করতলে করিতে পারিব। ধর্ম্মরাজ! যদি যুদ্ধে পরাভূত হইয়া রাজ্যচ্যুত হইতাম, তবে আমার ক্রোধের কারণ বিনাশ পাইত।— আহো! আপনার আজ্ঞা করিবারও বল নাই? বিপদে কি আপনকার মানসিক বলও অপহরণ করিয়াছে? আমার বাহুবলে ধিক্! অর্জ্জুনের বহুকাল তপস্যাদ্বারা দুর্লভ অস্ত্রপ্রাপ্তিও নিষ্ফল! (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ ও উপবেশন) ক্রোধাগ্নি মর্ম্মভেদ করিয়া হৃদয় দগ্ধ করিতেছে, তজ্জন্যই এরূপ অশ্লীল বাক্য আমার প্রমুখাৎ শ্রুত হইলেন।

অর্জ্জুন। (ভীমপ্রতি) পূজ্যপাদ ভ্রাতঃ! ধর্ম্মরাজের মানসিক বল নাই, এইরূপ কঠোরবাক্য উচ্চারণ করা আপনকার পক্ষে অনুপযুক্ত। দেব যুধিষ্ঠির সত্যে বদ্ধ আছেন, নচেৎ ইনি কোপিত হইলে ত্রিলোক সন্তপ্ত হয়, কর্ণ দুর্য্যোধন ত সামান্য মনুষ্য। আপনি বিবেচনা করিবেন না, যে অপমানানল কালকূটের ন্যায় আমার অন্তরকেও জর্জ্জরীভূত করে নাই; যখন আমি আপনাদের দুরবস্থা প্রতি দর্শন করি; যখন প্রাণসমা কৃষ্ণার মুক্তবেণী

নয়নগোচর হয়, তখন আশীবিষের ন্যায় ক্রোধবিষোদ্গারে সমুদ্যত হই, কিন্তু মহামতি জ্যেষ্ঠ ধর্ম্মে বদ্ধ সুতরাং বাধ্য হইয়াই কাল অপেক্ষা করিতেছি। (যুধিষ্ঠির প্রতি) মহারাজ! এক্ষণে উপস্থিত বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, কোন অরণ্য অথবা নির্জ্জন প্রদেশে লুক্কায়িত থাকা সুকঠিন। শত্রুপ্রেরিত চরেরা নিশ্চিতই সে সকল স্থান অগ্রে অনুসন্ধান করিবেক; অতএব, কোন ধার্ম্মিক এবং দীনবৎসল রাজসমীপে, দাসবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক কথঞ্চিৎ এক বৎসরকাল যাপন করা যাউক; পরে সত্য হইতে নির্ব্বিঘ্নে মুক্ত হইলে যুদ্ধ বিক্রম প্রকাশ পুরঃসর শত্রুশোণিতে লক্ষ্মী-স্বরূপা পাঞ্চালীর বেণী বন্ধন করিয়া অপার আনন্দ লাভ করিব।

নকুল। ধর্ম্মরাজ! মহামতি ভীমসেন যাহা আজ্ঞা করিলেন আমার মতেও তাহা বটে; কিন্তু আপনকার অনুমোদনক, যেহেতু আমি তাহা অনুসরণে নিরস্ত। আপনি আমাদের পিতা, মাতা এবং ভ্রাতা, আমরা আপনার দাস, আপনার যাহা অভিমত, আমার তাহাই শিরোধার্য্য।

সহদেব। মহারাজ! যে মুহূর্ত্তে এই প্রশ্ন উত্থাপন হইয়াছে তাহা নিতান্ত শুভ ফলপ্রদ; আপনি নিশ্চিন্ত হউন, আমরা অতি সহজে এই অজ্ঞাতবাস যাপন করিব। উপস্থিত বিষয়ে মহাত্মা ধনঞ্জয় যে আজ্ঞা করিলেন, তাহাই আমার বুদ্ধিতে উচিত এবং কর্ত্তব্যরূপে প্রতীয়মান হইতেছে।

ভীম। চতুরচূড়ামণি, মর্য্যাদাবান্ পার্থের অভিপ্রেত বিষয় অগ্রে বিচার হওয়া আবশ্যক।

যুধি। ভ্রাতঃ কিরিটি! তুমি শান্ত, প্রত্যুৎপন্নমতি এবং ভূতত্ত্ব বিদ্যায় সম্যক খ্যাতি লাভ করিয়াছ, অতএব তুমিই এই ভারতবর্ষের নৃপতিগণের নাম উল্লেখ পূর্ব্বক তাঁহাদের বিমল চরিত্র বর্ণন কর এবং তন্মধ্যে কাহার নিকট আমাদের গমন করা

উচিত, তাহাও বোধ হয়, তোমাদ্বারা সুক্ষ্মরূপে নির্দ্ধারিত হইবেক।

অর্জ্জুন। মহীপতে! ভারতবর্ষ অতি বিস্তীর্ণ রাজ্য। ইহাতে বিস্তর রাজ্যখণ্ড ও তাহাতে অনেক ন্যায়বান, সত্যপরায়ণ, শরণাগত-প্রতিপালক পুণ্যকর্ম্মা রাজগণ নিজ নিজ রাজ্য পিতৃপৈতামহিক-ক্রমে সুনিয়মে শাসন করিতেছেন। তন্মধ্যে যাঁহারা প্রধান, অথচ মেদিনী পবিত্র করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন সেই সকল গুণনিধান শ্রেষ্ঠ লোকপালদিগের নাম এবং চরিত আমি অগ্রে কীর্ত্তন করি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন: পশ্চিমে পঞ্চালরাজ্য ;— সকলেই অবগত আছেন, পাঞ্চাল একণে দ্রুপদরাজ শাসন করিতেছেন ; তাঁহার গুনগ্রাম আমি এক মুখে বর্ণন করিতে অক্ষম ; তিনি সত্য-নিষ্ঠ, সারগ্রাহী, পক্ষপাতিশূন্য এবং বহুদর্শী ; নৃপকুলের কোন বিশেষ সভা হইলে তাঁহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপ সভাপতি পদ প্রদান করা হয় ; তিনি নিরপেক্ষতা গুণে সকল মহীপতির নিকটেই শ্রদ্ধা ভক্তি প্রাপ্ত হয়েন ; প্রজাবৎসল বৃদ্ধরাজ দ্রুপদ আত্মত্যাগ করিয়াও প্রজাপালনে সদা নিরত থাকেন ; তাঁহার অযোনিসম্ভব দুর্ভেদ্যকবচী পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া, প্রজাগণ সুখ-সচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেছে এবং তিনিও তদ্ধেতু নিত্য-সুখী। দক্ষিণে বিদর্ভনগর— বিদর্ভরাজ প্রবীণ ভীষ্মক সুবিচারক, সুক্ষ্মদর্শী, পরহিতচিকীর্ষু এবং দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত মহাবীর-পুরুষ ; তাঁহার রাজ্যে শত্রুর উৎপীড়ন নাই, তিনি শিষ্ট পালন ও দুষ্ট দমনে তৎপর, প্রজারা সকলেই তাঁহার পদানত ; তিনি সৌহার্দ্দ গুণে করদ রাজগণকে সাতিশয় বশম্বদ করিয়াছেন ; তিনি পরের উপকারের জন্য অকাতরে নিজ প্রাণও বিসর্জন দেন ; আত্মীয়গণ সর্ব্বথা তাঁহার অনুগত এবং তিনি নিত্য লোক সমূ-হের হিতসাধনে প্রস্তুত। বিদর্ভরাজ এইরূপে সকলের নিকট

যশোলাভ করিয়া আনন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। এই বর্ষের উত্তরসীমার পরে বাহ্লীক রাজ্য।— বাহ্লীকাধিপতি রাজনীতিদর্শী এবং শান্তপ্রকৃতি; তিনি নিজ অসাধারণ গুণে প্রজা সকলকে এমনি বশীভূত রাখিয়াছেন যে তাহারা তাঁহার জন্য আহ্লাদের সহিত প্রাণ সমর্পণ করে; তাঁহার রাজ্যে অন্তর্বিদ্রোহ জনিত অনিষ্টপাতের শঙ্কা দূরীভূত হইয়াছে এবং অন্য কোন প্রধান নরপতির সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইলে প্রজারাই তাঁহার সৈনিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে; তিনি যজ্ঞ দ্বারা দেবতাগণকে তুষ্ট রাখাতে তাঁহার রাজ্যে দুর্ভিক্ষ বা অকালমৃত্যু আক্রমন করিতে পারে না। রাজেন্দ্র! প্রবল প্রতাপাপন্ন বাহ্লীকরাজ এইরূপে লোক সমূহকে নিজ অসামান্য ধীশক্তি ও গুণেতে মুগ্ধ করিয়া সুপ্রণালী মতে রাজ্য শাসন করিতেছেন এ কারণ তিনি বিশেষ প্রসংশার পাত্র। উত্তরপশ্চিমাংশে শাম্বরাজ্য;—মহাবাহু শাম্বনাথ সাতিশয় দাম্ভিক, আত্মম্ভরী কিন্তু পরধন স্পৃহা শূন্য; তিনি নিজ অদ্বিতীয় বীরত্বে নির্ভর করিয়া চক্রধারী মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণকেও যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিলেম; দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার নিকট ভীত থাকিয়া কালেযথাযথ বৃষ্টি দেওয়াতে প্রজা সকল কেহই নির্ধনতার কষ্ট কিরূপ, জানিতে পারে না; তদ্রাজ্যে প্রজারা সকলেই ধনী সুতরাং তিনিও দ্বিতীয় কুবের সদৃশ অন্যান্য রাজগণকে উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন; তাঁহার সভামণ্ডপে লক্ষ রাজা করযোড়ে দণ্ডায়মান থাকেন; দশসহস্র যোদ্ধা নিয়ত সুসজ্জিত থাকিয়া তাঁহার সভার শান্তি ও দ্বার রক্ষা করে; দ্বিতীয় ইন্দ্রপুরীসদৃশ রাজদ্বারে শতসহস্র ভীষণকায় শ্বেত হস্তী বৃংহিত রবদ্বারা তাহার অসাধারণ ধন ও বীর্য্যের পরিচয় দিতেছে; রাজনীতি শিক্ষায় তাঁহার সমকক্ষ কেহই নাই, অনেক স্বাধীন রাজপুত্রেরাও, তাঁহার সভাতে নীতি, রাজধর্ম্ম এবং রাজ্যপালনের সুপদ্ধতি শিক্ষা

কারণ বাস করিতেছেন। শাম্বরাজ এইরূপে নিজ বীর্য্য ও শিক্ষা-বলে দিক্ সকলকে জয় করিয়া রাজ্যের প্রজাসমূহের সুখসম্বর্দ্ধন-পূর্ব্বক সচ্ছন্দে রাজ্য ভোগ করিতেছেন। পশ্চিমে মগধরাজ্য।— উক্ত উৎকৃষ্ট সৌভাগ্যান্বিত রাজ্যখণ্ড এক্ষণে অদ্বিতীয়বীর জরা-সিন্ধুর পুত্র কুমার সহদেব উপভোগ করিতেছেন; ইনি প্রশান্ত-বুদ্ধি এবং ব্রহ্মপরায়ণ; ইঁহার রাজপুরীতে প্রতি প্রহরে সহস্র ব্রাহ্মণ সেবিত হইয়া থাকেন; ইনি দরিদ্রদিগের স্নেহময়ী মাতা-নিরাশ্রয়ীদিগের পিতা স্বরূপ। রাজেন্দ্র! ইনি আপনকার শিষ্য এবং একান্ত বশম্বদ; সুতরাং তাঁহার গুণাধিক্যের পরিচয় দেওয়া বাহুল্য মাত্র; ফলতঃ যুবাবয়সে যেরূপ প্রভাব ও প্রশংসার সহিত রাজ্য পালন করিতেছেন তাহাতে বোধ হয় মগধাধিপ কুমারসহ-দেব আমাদিগের পূর্ব্বপিতামহ পরম পূজনীয় ভরতের ন্যায় যশস্বী হইবেন এবং সর্ব্বথা মগধ রাজ্যের প্রজাকুলকে সর্ব্বপ্রকারে সুখী করি-বেন। সর্ব্বদক্ষিণে কলিঙ্গরাজ্য।—কলিঙ্গরাজ ধর্ম্ম এবং সাধুসেবা-নিরত, অসাধারণ দাতা; তাঁহার অক্ষয় ভাণ্ডারের দ্বার দিবারাত্র মুক্ত থাকে; ভূরি ভূরি ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ এবং দীন পিতৃমাতৃহীন বালকেরা তথায় আশাতিরিক্ত অর্থ প্রাপ্ত হইয়া হস্তোত্তলন পূর্ব্বক তাহাকে মনের সহিত আশীর্ব্বাদ করিতেছে; বন্দীগণ তাঁহার দাতৃব্যতার নিত্য নূতন উদাহরণ সমন্বিত গীত প্রস্তুত করিয়া গান করিয়া থাকে; ভূমণ্ডলের প্রধান শনকাদি ঋষিগণ সর্ব্বদা তাঁহার সভা পবিত্র করিয়া অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন; তিনি সচিবগণ অপেক্ষা নির্ব্বি-কারচিত্ত ব্রাহ্মণ সমূহের পরামর্শে রাজকার্য্য সম্পাদন করেন; কলিঙ্গ রাজমহিষীও অতিশয় বুদ্ধিমতী এবং ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠা, রাজ-রাণী প্রত্যহ সহস্রাধিক ব্রাহ্মণ কুমারীকে নিজ হস্তে ভোজন করান; তিনি সর্ব্বদা ব্রতনিষ্ঠ ও স্বামী সেবায় নিযুক্তা থাকাতে রমণীকুলের গরিমা স্বরূপা হইয়াছেন; রাজাধিরাজ পুণ্যকর্ম্মা

কলিঙ্গরাজ এবং তাঁহার পবিত্র স্বভাবা মহিষীর দৃষ্টান্তে প্রজা-সমূহেরও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি এত প্রবল, যে অতি সামান্য প্রজাও ব্রাহ্মণ এব অতিথিসেবায় সন্তোষলাভ করে ; এইরূপে কলিঙ্গাধিপতি পাপসমূহকে যেন রাজ্য হইতে দূরীকৃত করিয়া দেব ও ব্রাহ্মণ প্রসাদাৎ আনন্দে স্বরাজ্যে রতি করিতেছেন। পূর্ব্বদক্ষিণাঞ্চলে শূরসেন-রাজ্য :—তথাকার নরপতি সুশীল, দান্ত, ধীমান্, এবং অনেক উৎকৃষ্টগুণের আধার স্বরূপ হইয়াছেন ; তাঁহার ব্রতনিষ্ঠ ও যজ্ঞ পরায়ণগুণেতে পৃথিবীর মঙ্গলকারী দেবতারাও তাঁহার বশীভূত আছেন : তাঁহার গুণগণ্ডে অপেক্ষরাও কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ; তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞোপলক্ষে পৃথিবীকে একচ্ছত্রা করিয়া সমস্ত প্রধান নরপালের নিকটেও করগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যদিও রাজবৃন্দকে তৎকালে তাহার নিকট নত হইতে হইয়াছিল কিন্তু তাঁহার সরলতা ও শীলতা ব্যবহারে তাঁহারা সকলেই বাধ্য হইয়া আছেন ; এমন কি, পৃথিবীতে কেহই তাঁহার শত্রু নাই বলিলেও দোষ হয় না। ধর্ম্মরাজ ! এইরূপে বৈরিহীন শূরসেনরাজ নিজ প্রজা সমূহের সন্তোষ বর্দ্ধন পুরঃসর নিষ্কণ্টকে স্বরাজ্য উপভোগ করিতেছেন। তৎপর, উত্তরে বিরাটরাজ্য। ভ্রাতৃগণ ! পবিত্রাত্মা মৎস্যরাজের গুণকীর্ত্তন শ্রবণে অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হয়, মানসে ধর্ম্মরস উচ্ছ্বাসিত হয়, এবং হৃদয় প্রশস্ত হয়। আমি ক্রমানুসারে যাহা বর্ণন করি তোমরা একতানমনে শ্রবণ কর ;—এই সমস্ত উল্লিখিত রাজশ্রেষ্ঠ গণেতে যে সকল গুণ বর্ত্তমান, সেই সমুচয় রাজচক্রবর্ত্তী বিরাটরাজেতে মিলিত হইয়াছে : তাহার গুণ সৌরভে মেদিনী প্রফুল্ল এবং আমোদিত হইয়া রহিয়াছে। ধর্ম্মরাজ ! আপনি পৃথিবীতে উপস্থিত না থাকিলে বিরাটনৃপতি সকলের আদর্শস্বরূপ অথবা প্রায় সকল প্রকারে অদ্বিতীয় হইতেন : আর কোন রাজা বা প্রধান জনের সহিত তাহার তুলনা হয় না : বোধ

হয়, ভারতভূমিকে অপবিত্রতা হইতে প্রমুক্ত করিবার জন্যই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন: রাজমণ্ডলীমধ্যে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভিন্ন তাঁহার ন্যায় শান্তপ্রকৃতি, বদান্য স্বভাব, গভীর ধীশক্তিসম্পন্ন মহাপ্রবল প্রতাপবান এবং অপত্যনির্ব্বিশেষে দরিদ্র ও প্রজার মঙ্গলানুষ্ঠান নিরত, অর্থাৎ সমূহ সদ্গুণের আকর স্বরূপ কেহই বর্ত্তমান নাই; তাঁহার যশালোকে সূর্য্যকিরণাচ্ছাদিত নক্ষত্র মণ্ডলীর ন্যায় অন্যান্য রাজগণ বিবিধ গুণ সম্পন্ন হইয়াও সর্ব্বজন সমীপে এককালে সকল বিষয়ে সমানরূপে প্রশংসা কিম্বা কৃতজ্ঞতা প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই: প্রজাগণ তাঁহার যশঃস্তোত্র পাঠ করিয়া প্রাতে গাত্রোত্থান করে, এবং পুরস্ত্রীকুল স্বীয় স্বীয় সন্তান-দিগকে রাজার নির্ম্মল চরিত্র সম্বন্ধীয় নিত্য নূতন গাথা প্রস্তুত করিয়া শিক্ষা করায়: সুকোমল শিশুরা প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে মাতৃক্রোড়ে শয়ান থাকিয়া বাল-নিঃসৃত মধুর ধ্বনিতে তাহা গান করিয়া থাকে: আহা! সেই সুধাপূর্ণ মধুর ধ্বনিই কি স্বর্গে উত্থিত ও পরে অমৃতরূপে বর্ষিত হইয়া তদ্রাজ্যের প্রজাসমূহকে প্রকৃতরূপে পরম সুখী করিয়াছে। কিন্তু, হে ভ্রাতৃগণ! মনুষ্য প্রকৃতির অসম্পূর্ণতা অবলোকন কর। বিরাটনৃপতি সকল উৎকৃষ্ট গুণের আকর স্বরূপ হইয়াও সামান্য দৈন্যগত দোষরূপ কলঙ্ক হইতে পরিত্রাণ পান নাই! সে যাহা হউক, মহারাজ! রাজসূয় যজ্ঞকালে নিমন্ত্রণার্থে মৎস্য রাজ্যে গমন করিয়া তাঁহার অমানুষ গুণগ্রামে এমনই মুগ্ধ হইয়াছিলাম, যে পৃথিবীতে দুই জন ধর্ম্মের অবতার স্বরূপ ধর্ম্মরাজ বর্ত্তমান আছেন বলিয়া আমার ভ্রম হইয়াছিল। এই সভাস্থ ব্রাহ্মণেরাও তাঁহার শ্রেষ্ঠগুণ বিষয়ে বিশেষ পরিচিত আছেন, সন্দেহ নাই। আর্য্য! আমি ভারতবর্ষের রাজকুল চূড়ামণি দিগের বিষয় যত দূর জ্ঞাত, তাহা সাধ্যানুসারে বর্ণন করিলাম কিন্তু কাহার নিকট আমাদের গমন করা যুক্তি সিদ্ধ

করিবেন না। আমি পৃথিবীর সমস্ত পরিত্যক্ত হইয়াও আপনাদের সহবাস জনিত আনন্দে সুখী সুতরাং আপনারা আমায় পরিত্যাগ করিলে দুর্ব্বিষহ শোকদাবানলের ন্যায় আমায় দগ্ধ করিবে। আপনারা সন্নিধান থাকাতে অরণ্যবাস ক্লেশকেও তুচ্ছ করিয়াছি, এবং আপনাদের সহিত থাকিয়াই বনবাসও রাজ্য সুখ বিবেচনা হইয়াছে। আমার ব্রাহ্মণের নিকট গোপন করিবার কিছুই নাই। আমি ব্রাহ্মণ ও অরণ্য ভিন্ন আর কিছুই ত্যাগী করিতে দুঃখিত হই না। কুলপ্রদীপ, মহামতি, যুদ্ধে নকুলের অনুজ, মুনিবরপূজিত ও দেবপ্রশংসিত এই সকল বন্ধুগণ সোদরগণ হইতে বিচ্যুত হওয়াতে আমার মন এরূপ কাতর হয় নাই [illegible] ভগবতী নারায়ণীর দুষ্কৃত স্বরূপা [illegible] পরাজিত হইয়াও এরূপ বাক্যবিভাষিত বিলাপ [illegible] উচ্চারিত হয় নাই। তপস্বিগণ! আমি অতি দুঃখী এবং পৃথিবীর মধ্যে [illegible]! আপনারা রাজ্য [illegible] পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনবাস ক্লেশকে সামান্য বিবেচনা করিয়া, আমার প্রতি অপত্যের ন্যায় স্নেহের সহিত আলাপ করিতেছেন। আমি [illegible] স্নেহময়ী জননীর ন্যায় আপনারা আমাকে সান্ত্বনা করিয়া থাকেন, আপনাদের অনুগ্রহ বলেই আমি এতাবৎকাল কোন ক্লেশ অনুভব করি নাই; আপনারা উপদেশ [illegible] দ্বারা আমার তাপিত হৃদয় শীতল করিয়া থাকেন — কিন্তু যদি এক্ষণে আমাকে আপনারা ত্যাগ করেন, তবে আমার কি দশা হইবেক? সর্ব্বদা শাস্ত্রালাপ ও ধর্ম্মকথা দ্বারা কে আমার হৃদয়কে উৎফুল্ল করিবে? আহা! ভাগ্যহীন জনের মিত্রই প্রধান অবলম্বন! বিশেষতঃ, আমার সমান বিপদাপন্ন ব্যক্তির বন্ধুবিচ্ছেদ নিতান্ত অসহনীয়।—হায়! অন্যান্য আপনারা বিশেষ উপকৃত না হইয়াও উপর্য্যুপরি আমার উপকার সাধনে তৎপর আছেন, কিন্তু আমি

আপনাদিগের ... অকৃত্রিম হৃদয় মিত্রদিগকেও নিস্তার করিতে পারিলাম না। হে বিধাতঃ! শেষ কি এই করিলে? আমি নিদারুণ দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াও এই বিষম বিপদ ভার সহজে বহন করিতে ছিলাম! আমি ইঁহাদের পবিত্রসহবাসজনিত আনন্দে তাহা উপলব্ধিও করি নাই।—ইহারা আমার বন্ধু অথচ শরণ্য; আমার প্রতি নির্ভর করিয়াই রাজাধিরাজ দুর্য্যোধনকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন; ইঁহারা আমাকে পরম আত্মীয় জ্ঞান করেন! নিদারুণ—বিধে! আজ আমার শরণ্য দিগকেও পরিত্যাগ করিতে হইল? অহো! আমার একান্ত আশা ছিল যে, যে কোন অবস্থায় থাকি, সাধুসঙ্গ বা সাধু-সেবা-জনিত আনন্দ হইতে কখনই বিচ্ছেদিত হইব না! হে নিষ্ঠুর অদৃষ্ট! তুমি তাহাও কাড়িলে? তুমি আমার সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করাইয়াও শান্ত নহ? আচ্ছা! তোমারই অভিলাষ সিদ্ধ হউক।

[ভূতলে পতন ও মূর্চ্ছা।]

দ্রৌপদী। মহারাজ! শান্ত হউন, শান্ত হউন, অহে! শীতল বারি এস; অহে, ব্যজন লয়ে এস; অহে, সুবাসিত শীতল জল ধর্ম্মরাজের মস্তকে ক্ষেপণ কর। (সকলে তাহাই করে)

দ্রৌপদী। কৃষ্ণ! সখে! পাণ্ডবনাথ! অথবা এ নামই বা আর কেন করি? সেই পূর্ণব্রহ্ম সনাতন যাঁহাদের বন্ধু তাঁহাদের কি বিপৎপাত জনিত নিরানন্দ ভোগ করিতে হয়? ত্রিলোকনাথ, রুক্মিণী হৃদয়বল্লভ সহায় থাকিলে কি আজ আমার ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে ভূপৃষ্ঠে লুণ্ঠিত দেখিতে হয়? যে রাজাধিরাজ সুবর্ণ পর্য্যঙ্কে শয়ান থাকিলে এবং শত শত দাসী চামরাদি ব্যজন করিলেও আমি নিশ্চিন্ত থাকিতাম না; যাঁহাকে স্বহস্তে অতি কোমল শয্যা

য়াছিলাম। সে সময় শ[illegible]কর্ত্তৃক [illegible] আমাকে বিস্মৃত হইতে হইয়াছিল। মহাভাগগণ! বিচ্ছেদকালে যখন আপনাদের এই সকল অকৃত্রিম প্রণয়বৃত্তান্ত স্মৃতিপথে উদিত হইবে, তখন আপনাদিগের তরুণা[illegible] শ্রীচরণ না দেখে কিরূপে সুস্থির হইব? "আমি এরূপ অকপটি মিত্রদিগের অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়াছি।" এই অনুতাপ আমার হৃদয়কে অতিশয় দগ্ধ করিবে সন্দেহ নাই; — এক্ষণে যদি নিতান্তই গমনে স্থিরমানস হইয়া থাকেন তবে আমায় মার্জ্জনা করুন, আমি অধিক কিছুই বলিতে পারিলাম না! আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, আমরা যেন নির্ব্বিকার চিত্তে সত্য প্রতি দৃষ্টি করি এবং নির্ব্বিঘ্নে প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হই! আপনারা আশীর্ব্বচন দ্বারা সর্ব্বদা বলুন, যেন ধর্ম্ম ও সত্য হইতে আমার মন কদাপি বিচলিত না হয় এবং নিত্য যেন সেই পরম কারুণিক শ্রীকৃষ্ণের পদারবিন্দ প্রাপ্তি হেতু জীবনের উদ্দেশ্য সাধন [illegible] সার্থকতা সম্পাদন করি।

[illegible]। মহারাজ! ধর্ম্ম কিরূপে অনুষ্ঠান করিতে হয়, সত্যের জন্য কত আত্মত্যাগ স্বীকার করিতে হয় তাহা আপনি বিলক্ষণ পরিজ্ঞাত হইয়াছেন। ধর্ম্মপথ নানা[illegible] কণ্টকে [illegible] হইয়াছে, কিন্তু দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া তৎপথে [illegible] হইলে তাহাতে যে আত্মপ্রসাদরূপ কত সুধা প্রাপ্ত হওয়া যায় ও ধর্ম্মকার্য্য যে কি মধুর, এবং তৎ-কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত হৃদয়ে বিমলানন্দ লাভ হেতু তাহার অনুরাগ, আপনিই প্রমাণের সহিত উপলব্ধি করিয়াছেন। আপ-নাকে সাক্ষাৎ ধর্ম্মের অবতার স্বরূপ বলিয়া জনলোকে বিশ্বাস করে। অধর্ম্ম আপনকার মনে কখনই স্থান প্রাপ্ত হয় না। সত্য-পরায়ণ ও ধর্ম্মনিষ্ঠতা আপনাতেই বর্ত্তমান। ধর্ম্ম আপনকার স্বভাবসিদ্ধ ও চিরকাল তাহাতেই অভ্যাসিত হইয়াছেন। "ধর্ম্মে মতি থাকুক, আত্মা পবিত্র হউক এবং হৃদয় প্রশস্ত থাকিয়া

লইলাম। (হস্তোত্তলন পূর্ব্বক) আশীর্ব্বাদ [যুধিষ্ঠিরাদি প্রণাম করিলে] কল্যাণমস্তু! ভগবান হৃষীকেশ আপনাদের সর্ব্ববিষয়ে মঙ্গল করুন। সর্ব্বত্র পাণ্ডুপুত্রের জয়পতাকা বিদ্যমান থাকুক এবং পৃথিবীর সকল স্থানেই তাঁহাদের জয়ধ্বনি উত্থিত হউক।

যুধি। আমি যতদূর বাক্যস্ফূর্ত্তি করিতে পারিয়াছি, ততদূর বলিয়াছি; অধিক কিছুই বলিতে সক্ষম হইলাম না। আপনারা ধ্যান প্রভাবে সূক্ষ্ম শরীর প্রাপ্ত হইয়া সকলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন সুতরাং আপনারাই অন্তর্যামী। আমি প্রণত হইলাম; ব্রাহ্মণের আজ্ঞা হেলনে আমি অসমর্থ।

শনকাদি। "জয়োস্তু পাণ্ডুপুত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ।" হে পাণ্ডুসুতগণ! আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, স্বচ্ছন্দে সত্য হইতে পার হইবেন।

[সঙ্গীত করিতে করিতে প্রস্থান।

রাগিণী— তাল জৎ।

হরি বিনে গতি নাহি আর। ভবের বাজারে মনরে আমার! পূর্ণব্রহ্ম সনাতন সংসারের সারাৎসার।
"ইন্দ্রিয়ের অগোচর, কিন্তু ব্যাপ্ত চরাচর," সকলেরি মূলাধার, আদি অন্ত নাহি যার।

যুধি। (ভ্রাতৃগণ এবং দ্রৌপদী সহিত উপবেশন করিয়া) অহো! আমি কি কৃতঘ্ন! এই অকৃত্রিম হৃদয়বন্ধুদিগকে অনায়াসে পরিত্যাগ করিলাম। আমি কি নৃশংস! ইহারা সকল ত্যাগ করিয়া আমার আশ্রয় লইয়া ছিলেন, কিন্তু আমি অম্লানমুখে ইহাদের

বিদায় দিলাম। হায়! পূর্ণচন্দ্র সদৃশ, সকল কলাপূর্ণ, আমার প্রাণতম অনুজদিগকে পরিত্যাগ করিলেও, এতাদৃশ আত্মানুশোচনারূপ অন্তর্বিষ দ্বারা হৃদয়ে জর্জ্জরিত হইতাম না!!

ধৌম্য। যুধিষ্ঠির! উক্ত বিষয়ে চিন্তা করিবার আবশ্যক বা অবকাশ নাই। উঁহারা উভয়কুল হিতার্থেই আপাততঃ স্থানান্তরিত হইলেন। এক্ষণে কর্ত্তব্য বিষয় পরামর্শ দ্বারা স্থির করা উচিত। মহাত্মা কিরীটি যে যে নৃপতিগণের নাম উল্লেখ করিলেন ইঁহাদের মধ্যে কাহার নিকট গমন করা আপনকার অভিমত হয়, প্রকাশ করুন।

যুধি। গুরো! আপনিই পাণ্ডবের উপদেশক এবং দূরদর্শীতা হেতু আপনিই সকল অপেক্ষা সূক্ষ্ম বিচারে সক্ষম, অতএব আপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন আমার তাহাই মত।

ধৌম্য। বিরাটরাজ দয়া, দাক্ষিণ্য, শরণাগত বৎসলতা এবং উদারতা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠগুণে সকল নরপাল অপেক্ষা প্রধান অতএব তাঁহার আবাসেই আপনারা প্রচ্ছন্নবেশে এই কাল অতিবাহিত করুন; আপনি চিন্তিত হইবেন না, নিশ্চিতই আপনাদের মঙ্গল হইবে। মহারাজ! যিনি নিয়ত সকল প্রাণীর মঙ্গল সাধন করিতেছেন, তিনি আপনাদের বন্ধু, সেই সর্ব্বদেবশ্রেষ্ঠ পরম পুরুষ আপনাদের বিশেষ সুহৃদ্ সুতরাং আপনাদের বিপদ কোন মতেই সম্ভবে না। এক্ষণে কে কিরূপ বেশ বা ব্যবসা গ্রহণ পুরঃসর তথায় বাস করিবেন এবং কিরূপে তথায় পরিচয় দিবেন, তাহা বিবেচনা করিয়া লওয়া উচিত।

পাণ্ডবগণে! অগ্রে আপনার বিষয় স্থির হওয়াই আবশ্যক।

যুধি। আমি রাজচূড়ামণি বিরাট সমীপে কহিব। “আমার নাম কঙ্ক, আমি অক্ষক্রীড়ায় সুনিপুণ; আমি পূর্ব্বে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আত্মসম সখা ছিলাম; তাঁহার উক্ত ক্রীড়ায় প্রবৃত্তি থাকাতে

আমাকে অত্যন্ত যত্ন করিতেন; মন্ত্রণাকার্য্যও অনেক আমা দ্বারায় সম্পন্ন হইত; তিনি আমায় ভিন্ন ভাবিতেন না এবং আমার নিকট কিছুই গোপন করিতেন না, আমি তাঁহার বিশেষ বিশ্বাসের পাত্র ছিলাম। ভ্রাতঃ! ইত্যাদিরূপে বিরাট রাজার নিকট পরিচয় দান করিয়া কহিব, যে "মৎস্যরাজ, আমাকে নিযুক্ত করুন, আমি যথাসাধ্য আপনাকে সন্তুষ্ট করিব"।

ভীম। আমি মৎস্যরাজ বিরাট সন্নিধানে বল্লভ নামে পরিচয় দিব। ধর্ম্মরাজ! আপনকার রন্ধনশালায় প্রধান পাচকদিগের নিকট সূপকারকার্য্য উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছি। বিরাট সমীপে কহিব যে, "পূর্ব্বে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পুরীতে আমি প্রধান পাচকরূপে নিযুক্ত ছিলাম; ধর্ম্মরাজ আপনার উদারতাগুণে আমায় ভ্রাতৃভাবে স্নেহ করিতেন; আমি মল্ল যুদ্ধেও অভ্যাসিত আছি। হে বিরাট! আমায় গ্রহণ কর, আমি সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র বন্য পশু সকলের সহিত সংগ্রাম করিয়া, আপনার ও রাজমহিষীগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিব"।

অর্জ্জুন। ভ্রাতৃগণ! আমি নপুংসকবেশে গমন করিয়া [illegible] বিরাটকে কহিব যে, "মৎস্যরাজ! আমি নপুংসক, আমার
"নাম বৃহন্নলা; আমি নৃত্যগীতবাদ্য প্রভৃতি সকল প্রকার সঙ্গীত
"বিদ্যায় পারদর্শী। পূর্ব্বে রাজাধিরাজ যুধিষ্ঠির ভবনে সৌভাগ্য-
"বতী সুভদ্রা প্রভৃতি রাজমহিলাদিগের সঙ্গীত বিদ্যায় শিক্ষক
"ছিলাম। কল্যাণী দ্রুপদকুমারী এবং অর্জ্জুন প্রণয়িনী সুভদ্রা
"আমাকে গুরু বিশেষে মান্য করিতেন। এক্ষণে তাঁহারা নির্ব্বাসন-
"অবস্থায় কোথায় বাস করিতেছেন, কেহ জ্ঞাত নহেন। মৎস্য-
"নাথ! রাজকুমারী বিদ্যাবতী উত্তরাকে উক্ত বিদ্যা শিক্ষা দিবার
"কারণ আমাকে নিযুক্ত করুন, আমি অল্প কাল মধ্যেই উঁহাকে
"সঙ্গীত বিদ্যায় সুনিপুণা করিয়া দিব।" ধর্ম্মরাজ! আমা-

এইসময় একটীকথা স্মরণ হইল; তাহা উপস্থিত অবস্থায় কল্যাণকর বোধ এবং কি জন্য আমি ক্লীবভাবে বিরাট অন্তঃপুরে বাস করিতে সাহস করিতেছি, আপনাদিগের নিকট তাহার মর্ম্মভেদ কারণ, সংক্ষেপে ব্যক্ত করি, শ্রবণ করুন। আমি যৎকালে অস্ত্র শিক্ষার্থী হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রালয়ে বসতি করিলাম, তৎকালে একদিন গভীর নিশাযোগে, দিব্যে যে সকল মনুষ্যদুর্লভ ধনুর্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলাম, তাহা পুনঃপুনঃ দ্বারা অভ্যাস করিতেছি, এমত সময় দেবদ্বাররক্ষক [illegible] আসিয়া কহিলেন, যে, "ধনঞ্জয়! ভগবান্ আখণ্ডলের আজ্ঞানুসারে, অপ্সরাবন্দিনী উর্ব্বশী এই নিশীথ সময়ে তোমার নিকট আগমন করিয়াছেন, অনুমতি হইলে ভিতরে আইসেন," আমি ইহা শ্রবণে আশ্চর্য্য ও কুণ্ঠিত হইয়া "লইয়া আইস" দ্বাররক্ষককে এই কথা মাত্র বলিয়া অপার চিন্তায় মগ্ন হইলাম; ভাবিলাম, "অমরাবতীর অপ্সরাকুলগর্ব্ববর্দ্ধিনী উর্ব্বশীদেবীর এস্থানে আগমনের অভিপ্রায় কি? না জানি, কি আদেশই বা করিবেন? কিন্তু যদি তাঁহার আদিষ্ট কর্ম্ম সাধ্যায়ত্ত হয়, তবে প্রাণপণে তাহার কার্য্য সাধন করিব।" এইরূপ ভাবনায় মুগ্ধপ্রায় আছি, এমত সময়ে, অপ্সরাশিরোমণি উর্ব্বশী নানামত বেশ ভূষণে মোহন বিলাস প্রকাশ করিতে করিতে, আমার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ভ্রাতৃগণ! যদিও ঐ চারুহাসিনী অপ্সরা, [illegible], চিরজীবন ইন্দ্রিয়সংযম নিরত, মহাতপস্বী মুনিগণের মনঃকপাট বিচলিত করিতে সক্ষম হয়েন, কিন্তু জগদীশ্বরইচ্ছায় আমার মনে সে সময় কোন বিকার উপস্থিত হইল না। তাঁহাকে সম্মুখে দর্শন করিয়া, আমি শশব্যস্ত হইয়াই করযোড়ে নিবেদন করিলাম, "মাতঃ! দাসের প্রতি কি অনুমতি হয়, বলুন। তাহা অসাধ্য হইলেও আমি সাধন করিতে যত্নবান হইব। অয়ি দেববিহারিণি! আমি শ্রুত আছি, আমার পূর্ব্বপুরুষেরা মর্ত্তলোক

ত্যাগানন্তর পুণ্যফলহেতু এই দেবলোকে আগমন পুরঃসর আপনকার সহিত ক্রীড়া করিয়া স্বর্গসুখ উপভোগ করিতেছেন। দেবি! ভরতবংশ আপনকার গর্ভ হইতেই উদ্ভব হইয়া সমস্ত পৃথিবীতে যশঃ বিস্তার করিতেছে; পুরাণই তাহার প্রমাণ। আপনি আমাদের পিতামহী; যশস্বিনী কুন্তি ও মাদ্রী অপেক্ষাও গরীয়সী। হে মাতঃ! দাস উপস্থিত, কি আজ্ঞা হয় প্রকাশ করুন।" মহীপতে! আমি এইরূপে সম্বোধন করিলে, তিনি প্রথমত যেন আমার বাক্যে বিশেষরূপে কর্ণপাত না করিয়াই, প্রেম কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, "সুভদ্রানাথ! তুমি যাহা কহিলে তাহা সত্য বটে; আমরা স্বৈরিণী সুতরাং ইচ্ছামতে সকলের সহিত বিহার করিয়া থাকি; কিন্তু, তোমার আমাকে সেই জন্য অথবা উপযাচিকা দেখিয়া অগ্রাহ্য করা কর্ত্তব্য নয়। হে ইন্দ্রসুত! আমি তোমাকে প্রথম দর্শনাবধি কামানলে দগ্ধ হইতেছি; দুরাত্মা মন্মথ আমার মনকে অতিশয় প্রতাড়িত করিয়াছে; আমি স্ত্রীস্বভাবিত লজ্জায় দুঃসহ বিরহানল সহ্য করিতেছিলাম, অন্তরে দগ্ধ হইয়াও ঐ বহ্নি হৃদয়ে বহন করিতে ছিলাম; এক্ষণে তোমার পিতা দেবরাজ শচীকান্তের আদেশক্রমে অবসর প্রাপ্ত হইয়াছি; আমাকে চরিতার্থ কর তোমার মঙ্গল হইবে। হে উলূপীমনোমোহন! লোকে বহুকাল তপস্যা দ্বারাও যে সুখ প্রাপ্ত হয় না, তাহা অনায়াসে লাভ হইল বিবেচনায়, অবহেলা করিয়া মনুষ্যজনোচিত নিকৃষ্ট প্রকৃতি প্রকাশ করিও না; দেখ অনেক পুণ্য না থাকিলে কেহই আমাদের সহবাস জনিত অপারসুখ উপভোগ করিতে পায় না।" মহারাজ! আমি, মহাতপস্বী বিশ্বামিত্র চিত্তবিকারিণী অপ্সরা কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া তাহার চরণ ধারণপূর্ব্বক বিনয় বচনে কহিলাম, "মাতঃ! আপনি আমাকে মার্জ্জনা করুন!" "উহা

ভিন্ন সকল বিষয়ে আমি আপনার দাস। আপনি আমাদের পরম মাতা, অতএব ঐরূপ বাক্য আমাকে আর শুনাইবেন না।"
নৃপেন্দ্র! তড়িতপ্রভাধিকশিনী বিদ্যাধরী, নানামত দেববাঞ্ছিত, মুনিমনোবিমর্দ্দক প্রলোভন দ্বারাও কোন ফল দর্শিল না দেখিয়া, ক্রোধে কন্দর্পায়ুধসদৃশ অতীব কমনীয় জযুগ বিস্তৃত ও মৃগাক্ষ বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন। "হে পার্থ! তুমি নশ্বর, সুতরাং তোমার
"স্বর্গ সুখভোগের অদৃষ্ট কোথায়? যাহাহউক আমি স্ত্রীলোক
"উপযাচিকা হওয়াতেও তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান দ্বারা অবমাননা
"করিলে, এইপাপে তোমায় নপুংসক হইতে হইবে।" ভ্রাতৃবৃন্দ!
এই কথা মাত্র বলিয়া, তিনি ক্ষণ প্রভার ন্যায়, রোষভরে অন্তর্হিত হইলেন। আমি অন্যমনস্কতা হেতু তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে বিস্মৃত হইলাম; কিন্তু দুর্ভাবনায় সে রাত্রি আমার নিদ্রা হইলনা। পরদিন প্রাতে মহামতি ইন্দ্রদেব এই সমাচার পরিজ্ঞাত হইয়া আমার প্রতি ভূরি ভূরি প্রসংশাবাদ দিয়া কহিলেন, বৎস! এই অভিশাপের জন্য চিন্তিত হইও না, ইহা তোমার পক্ষেই কল্যাণকর হইয়াছে। দ্বাদশবৎসরান্তে যখন তোমাদিগকে অজ্ঞাতবাস করিতে হইবে সেই এক বৎসর তুমি ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। এবং ঐ বৎসরান্তে পুনশ্চয় আমার বরে পুংত্ব লাভ করিবে।" মহারাজ! আগত কল্য হইতেই আমার ক্লীবযোনি প্রাপ্ত হইবেক সুতরাং নিঃশঙ্কে বিরাট রাজনন্দিনী উত্তরার মহলে বাস করিতে পারিব এবং শত্রুরা কেহই আমার সন্ধান পাইবেক না।

নকুল। আমি ভগবান্ ধৌম্য গুরুর শ্রীপদে প্রণিপাত করিয়া ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদিগের চরণ বন্দনাপূর্ব্বক, আপনি মন্ত্রণা দ্বারা যাহা স্থির করিয়াছি, তাহা, ব্যক্ত করি, শ্রবণ করুন। অশ্ব চিকিৎসা শাস্ত্র আমি যথাবত শিক্ষা করিয়াছি; অতএব বিরাট সভায় কহিব যে, "রাজন্! আমি অশ্ব চিকিৎসক; দুর্দ্দমনীয় হয় সমূহকে বশীভূত

করিতে পারি; আপনকার বহুতর অশ্ব আছে, তাহাদিগের সুপাল-নার্থে আমাকে নিযুক্ত করুন। হে ভূপাল! আপনকার অশ্বশালা ত্বরায় ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবা সদৃশ বাজিরাজ সমূহে পরিপূর্ণ হইবেক”। ভ্রাতৃগণ! বিরাটরাজার নিকট ইত্যাদি বাক্য দ্বারা দাসত্ব যাচ্ঞা করিলে, তিনি অবশ্যই আমাকে কৃতার্থ করিবেন, সন্দেহ নাই।

সহ। মহারাজ! আমি তথায় গোচিকিৎসক বলিয়া পরিচয় দিব। অর্থাৎ “আমি গো সমূহের বিশেষঃ লক্ষণ সকল জ্ঞাত হইয়াছি, কোন প্রকার গাভীর পুরীষ আঘ্রাণে বন্ধ্যার সন্তান হয় তাহাও বহু আয়াসে শিক্ষা করিয়াছি এবং জ্যোতির্ব্বিদ্যাতেও আমার কিঞ্চিৎ জ্ঞান আছে;”— পুরুষপ্রধান বিরাটরাজার নিকট এইরূপ বিজ্ঞাপন করিয়া উপজীবিকা বাঞ্ছা করিব, তাহা হইলে বোধ হয় তিনি আমারও প্রার্থনা পূর্ণ করিতে অস্বীকার হইবেন না।

দ্রৌপদী। স্বামীই স্ত্রীর গতি, স্বামী ধনেই স্ত্রী ধনী, স্বামীই তাহার গৌরবান্বিত সম্পত্তি; তিনি যে অবস্থায় থাকেন কুলকামিনীকেও সেই দশায় সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে; ইহাই পতিব্রতাচারী অবলা-জাতির পরম ধর্ম্ম। মহামতি পতিগণের সহিত যদি অপরিসীম সৌভাগ্য আলিঙ্গনে অপেক্ষা না করিয়া থাকি, তবে এক্ষণে তাহা-দের বিপদের অর্দ্ধ ভাগিনী হইতে কেনই বা কুণ্ঠিত হইব? হে শ্রীমান স্বামীগণ! আপনারা যখন দাসবৃত্তি অবলম্বনে স্বীকৃত হই-লেন তখন আমিও দাসী জীবিকা গ্রহণ করিব। মহাভাগ্যবতী যশস্বিনী বিরাটমহিষী সুদেষ্ণার নিকটে গিয়া কহিব; যে “রাজ্ঞি! আমি স্বৈরিণী, আমার নাম সৈরিন্ধ্রি; আমাকে দাসীত্বে গ্রহণ করুন। পূর্ব্বে পাণ্ডবপ্রণয়িনী রাজবালা দ্রৌপ-দীর পরিচারিকা রূপে তাঁহাদের আবাসে বসতি করিতাম। ধর্ম্ম-রাজ মহিষী পাঞ্চালী অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে সখীবলিয়া সম্বোধন

করিতেন এবং নিজ উদারতাগুণে এত স্নেহ করিতেন, যে তাঁহাতে ও আমাতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই বলিলেও দোষ হয় না।" দ্রৌপদীপ্রাণবল্লভগণ! আমি এইরূপ কহিয়া অতি নম্রভাবে এবং নীচকুলজাত কামিনীর স্বভাব রাজপুরী মধ্যে সংগোপনে অবস্থান করিব: কিন্তু অবকাশ মতে আপনারা দর্শন দান করিয়া দাসী পাঞ্চালীর পিপাসার্ত্ত নয়নকে পরিতৃপ্ত করিবেন;—মহামতি স্বামীগণের চরণে কৃষ্ণপ্রিয়সখীর এই ভিক্ষা।

যুধি। কৃষ্ণে! পাণ্ডবলক্ষ্মি! তোমাকে প্রণয়িনীরূপে প্রাপ্ত হইয়াই পাণ্ডুপুত্রেরা অধিকতর শ্লাঘনীয় হইয়াছেন। আমরা তোমার ন্যায় সাধ্বী গৃহিণী লাভ করিয়াই এ জগতে সর্ব্বাপেক্ষা ভাগ্যবান ও শ্রীসম্পন্ন হইয়াছি। হে ভ্রাতৃগণ! অনার্য্যবুদ্ধি শত্রুরা ইহা জ্ঞাত হইয়াই মহাপাপ জতুগৃহ দ্বারা আমাদিগকে শ্রীভ্রষ্ট ও লক্ষ্মীত্যাগী করিতে উদ্যত হইয়াছিল, যাহা হউক আমি বিমলচরিতে! এ লোকে নির্ম্মল প্রীতি তোমাতেই বর্ত্তমান, সতীকুলের দৃষ্টান্ত স্বরূপে তুমিই ভারত পবিত্র করিলা নারী জাতির গরিমা স্বরূপ হইয়াছ, দময়ন্তী চিন্তা ও সাবিত্রী প্রভৃতি দেবীগণের সহিত তোমার নাম লোকে কীর্ত্তন করিবে। সম্পদ কালে প্রভুর অনুরাগিনী এবং সুখভোগ কালে স্বামীর প্রণয়িনী এইরূপ ভার্য্যাই এ জগতে অধিক দেখা যায়, কিন্তু সম্পদ ও বিপদ উভয় অবস্থাতেই স্বামীর অনুগামিনী থাকিয়া সমসূত্রপাতে তাহাকে ভক্তিভ্রষ্ট না করে এরূপ পবিত্র হৃদয়া 'জায়া' এই অসংস্কৃত কালে দুর্লভ; সুতরাং তুমিই এই কালকে গৌরবান্বিত করিয়াছ! হে অনুজগণ! হে প্রিয়ে! আমি যখন তোমাদের দুরবস্থা স্মরণ করিয়া ম্রিয়মান এবং অবসন্ন হই তখন কেবল তোমাদেরই অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ ও নিঃস্বার্থ বিমল প্রণয় অবগত হইয়া স্নিগ্ধ ও সুস্থিরচিত্ত থাকি; নচেৎ এতদিন——

ধৌম্য। এক্ষণে রাত্রি অধিক হইয়াছে, অতস্পূর্ণ চন্দ্রমা কেন্দ্রের

মধ্যপথে আগমন করিয়া আমাদের মস্তকোপরি হইতে, নৃপযোগ্য গম্ভীর মূর্ত্তিতে জগতীতল নিরীক্ষণ করিতেছেন। আহা! দেব-শশধর, যেন মানবকুলকে দুরাত্মা নিশাচর জাতি হইতে রক্ষা-কারণ স্বীয় প্রভাব বিকীর্ণ পুরঃসর শূন্যোপরি স্থিত হইয়া, নিদ্রা-চেতনান্বিত রক্ষণীয়দিগকে পিতার ন্যায় গম্ভীর অথচ প্রীতিপ্রফুল্ল চক্ষে দর্শন করিতেছেন। কুন্তীদুলাল! এই ভয়ঙ্কর কালে অদৃশ্যচর মহাপ্রাণীসমূহ সুশ্রাব্য মধুর স্বরে সেই দেবদেব সনাতনের স্তুতি-পাঠ করিয়া থাকেন। এই জন্যই, এই নির্জ্জন সময় ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ মহর্ষিরা 'মহাপ্রাণীর অধিকার, বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এক্ষণে সকলে বিশ্রামার্থ কুটীরে গমন করুন, নিদ্রাদেবী আপনা-দের প্রতি প্রসন্না থাকুন এবং তাঁহার শান্তিময় ক্রোড়ে দুঃসপ্ন আপনাদের মনে স্থান না পাউক- প্রাতেই গমনের উদ্যোগ করা যাইবেক। আপনাদের কল্যাণ হউক, আমি রাত্রের জন্য বিদায় লইলাম।

[ধৌম্যের আশীষ পূর্ব্বক প্রস্থান।

যুধি। হে সহোদরগণ! আমি দুঃখিত থাকিলে তোমাদের মুখকমল ম্লান হয়, এই কারণেই বাধ্য হইয়া আমাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছে সে যাহা হউক, এক্ষণে চল সকলে বিশ্রামার্থ কুটীরে গমন করি, অতিপ্রত্যুষেই বিরাটরাজ্যে প্রস্থান করা যাইবেক।

[সকলের প্রস্থান।

নেপথ্যে, মহাপ্রাণী দ্বারা দক্ষিণ দিক হইতে, প্রথমগীত।
রাগিণী বাগেশ্বরী। তাল চৌতাল।

হে ভ্রাতৃবৃন্দ! সকলে মিলে এস করি তাঁর গুণগান।

হৃদয় হবে প্রফুল্ল,আত্মা হবে পবিত্র, করিয়ে তাঁহায়,মন প্রাণ দান॥ সত্যরূপ সত্যভূষণ, জগত মনমোহন, যে রচে এমন সুন্দর, বিচিত্র কারুকার্য্য খচিত, নভো-মণ্ডল; মঙ্গল স্বরূপ তিনি, তিনি বিশ্বজীবন। শোভা হেরি, উথলিলা প্রেমবারি, হৃদয় হইল ভারি, কহিতে নাহিক পারি, অনন্তভার ধারন॥

পুনঃশ্চ নেপথ্যে, বামদিকে মহাপ্রাণীর সঙ্গীত।

রাগিণী বেহাগ। তাল ঝাপতাল।

আমরি! কি শোভা হেরি জগতেরি; আজ।
মন পুষ্প প্রস্ফুটিত, জ্বলিল আগুণ, বিরহীরি।
বিশদ চন্দ্রমা, ভাতিছে গগণে, সুধা বরিষণে, জগজনে, কত সুধা নাথ হে তোমারি। কিবা সুনিয়মে চলে এই বিশ্বযন্ত্র, গাইতে তোমারি গুণ,উথলে, হে, প্রেমবারি। কে বা বুঝিতে পারে, তোমার কি তন্ত্র? অনন্তলীলা তোমারি; গাইছে সকলে মিলে, তোমারি মধুর নাম, পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণব্রহ্ম, পূর্ণমঙ্গলকারী॥

[প্রথমাঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্ক সমাপ্ত।]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

[বিরাট নগরের দূরবর্ত্তী-]

(প্রান্তর)

(ধৌম্য এবং যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা ধনুরস্ত্রহস্তে দ্রৌপদী সহিত প্রবেশ।)

ধৌম্য। মহারাজ! আপনারা স্থিরসঙ্কল্প করিয়াছেন, যে বিরাট সভাতেই প্রচ্ছন্ন বেশে এবং অজ্ঞাত ভাবে এই সম্বৎসরকাল যাপন করিবেন; এক্ষণে আমার বক্তব্য যাহা শ্রবণ করুন-আমি এই দ্বাদশ মাসের নিমিত্ত আপনাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতেছি; আপনারা রাজকুমার ও রাজা,রাজসমীপে কিরূপ নম্রভাবে অবস্থান করিতে হয় এবং কিরূপ ব্যবহারে প্রভুকে সন্তুষ্ট রাখাযায় তাহাতে অনভ্যাসিত; অতএব তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ উপদেশ যাহা কহি, তাহাতে কর্ণপাত করুন। হে কুন্তীসুত! তোমাদিগকে বিরাটরাজ সন্নিধানে প্রীতিপাত্রের ন্যায় অবস্থান করিতে হইবেক; রাজ সম্মুখে কদাচ উদ্ধত স্বভাব প্রকাশ করিবে না। তিনি কোন কথা উত্থাপন করিলে তাহা যদ্যপিও ন্যায়ত অসঙ্গত হয় তত্রাচ তাঁহার সহিত তর্ক করিবে না; বরং আপাততঃ তিনি ভালই বলিতেছেন, এইরূপ কহিবে। রাজার প্রতি প্রখরদৃষ্টি করিবেক না; বাহ্য ও অন্তর উভয়েতেই বিনয়পূর্ণ শীলতা প্রকাশ করিবে। প্রভু ক্রোধিত হইলে তাঁহার সহিত বাক্যব্যয় করিবেক না; কিন্তু পরে প্রশান্ত হইলে তাঁহার সেই ক্রোধ অপনোদনের চেষ্টা করা উচিত। তাঁহার কোন প্রবৃত্তির

অধিক উত্তেজনা দেখিলে কার্য্য ও অবসর ক্রমে অতি সাবধান পূর্ব্বক তাঁহাকে দৃষ্টান্ত দ্বারা উহার অশুভ ফলোৎপাদিকা শক্তি দেখাইয়া দিবে। রাজার সম্মুখে উপবেশন বা গমন করিবেক না। রাজা এবং ধনবান ব্যক্তি মাত্রেই তোষামোদ প্রিয়; তাঁহার সম্মুখে ও পশ্চাতে সর্ব্বদাই তাঁহার প্রসংশাবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য। তাঁহার নিকট আপনার বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় দিয়া প্রাগল্‌ভতা প্রকাশ করিবেক না। আমোদকালে অধিক উৎসাহান্বিত হইবে না, এমন কি, কোন প্রবৃত্তিরই বাহুল্যরূপে উত্তেজনা করা উচিত নয়। হে পাণ্ডব! যখন মনুষ্য সর্ব্বপ্রকার পার্থিবসুখ ভোগ করেন, তখন নিশ্চতই মাৎসর্য্য নাম্নী এক রাক্ষসী তাঁহাকে গ্রাস করিয়া থাকে; অতএব তিনি যাহাতে সন্তুষ্ট থাকেন তাহাই অধীন ব্যক্তিদের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়; তিনি যদিও কোন বিষয়ে অভাবিত থাকেন এবং যদ্যপি তাহা নিজ মুখেও সর্ব্বদা প্রকাশ করেন তত্রাচ উপজীব্যদিগের তাঁহার সন্মুখে, "আপনার ইহা নাই" ইত্যাকার বাক্য কহা কদাচ উচিত নয়। বিনা অনুমতিতে তাঁহার সম্মুখে কাহারও সহিত গোপনে পরামর্শ করিবেক না, কিন্তু তাঁহার কর্ণ গোচর হয় এরূপ ভাবে, অপ্রকাশ্য রূপে, কেবল তাঁহারই ধন্যবাদ সূচক বাক্যোচ্চারণে সময় এবং অবস্থানুসারে দোষ নাই। 'সভামধ্যে উদ্গার বা নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ করিলে অসভ্যতা প্রকাশ হয়।' হে রাজকুমার! পুরুষকে অসভ্য ও অভদ্রতারূপকলঙ্ক কদাপি স্পর্শ না করে; মনুষ্যের অসামাজিকতা দোষ নিতান্ত নিন্দাকর। তোমরা সামাজিক নিয়ম এবং সৌজন্যতা অতি সতর্ক হইয়া রক্ষা করিবে; রাজসভা প্রবেশ কালে সিংহাসন প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া রাজাকে যথাবিহিত অভিবাদন, আশীর্ব্বাদ বা নমস্কার পূর্ব্বক পশ্চাতে কিম্বা বাম পার্শ্বে উপবেশন করিবে এবং সর্ব্ববিধায়ে অশ্লীলতা ও

কারিতা দোষ পরিহার করত প্রভুর অনুগামী থাকিয়া তাঁহার অধীনস্থ সকলের সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপন পূর্ব্বক প্রশান্ত হইয়া অবস্থান করিবে। হে যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃগণ। এই সকল বাক্য অতিশয় সারার্থজনক, তোমাদিগকে সংক্ষেপে কহিলাম; এইরূপ অনুষ্ঠান দ্বারা বিরাট সভায় এই বৎসরকাল যাপন কর। তোমাদের মঙ্গল হউক, আমি এক্ষণে বিদায় হই।

যুধি। ভগবান ধৌম্যের শিক্ষা আমাদের শিরোধার্য্য। —গুরো! শুনিয়াছি যে, এই প্রান্তরমধ্যে দেবমাতা মহাদেবীর এক অসামান্য প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন; আমার ইচ্ছা, মঙ্গলকামনায় বরদা ভবানীকে বিধিবিহিতে পূজা করিয়া গমন করি। হে ভগবন! করুণাময়ী মাতা, দীন সন্তানদিগের প্রতিই সমধিক স্নেহ করিয়া থাকেন।

ধৌম্য। অবশ্যই তাহা কর্ত্তব্য। ভগবতী কালী পূর্ণসনাতনী, তিনি সমস্ত জীবের মঙ্গলোদ্দেশে নিত্য পিনাকপাণি প্রলয়কারী রুদ্রদেবকে সন্তুষ্ট রাখিয়াছেন। সেই জগন্মাতাই "মহান্ পুরুষের" সহিত প্রকৃতি রূপে সংশ্লিষ্ট হইয়া বিচিত্র কারুকার্য্য খচিত মস্তক নভোমণ্ডল ধারী এই বিস্তৃর্ণ জগৎ প্রসব করিয়াছেন এবং তাঁহারই অমৃতপূর্ণ বক্ষ হইতে সুধাক্ষরিত হইয়া সমূহ প্রাণীকে জীবিত রাখিয়াছে। তিনি নিরাকারা হইয়াও জীবের মঙ্গলহেতু উপর্য্যুপরি পৃথিবীতে অবতার গ্রহণ করিয়া দৈত্যদলনাদি বিবিধ অলৌকিক অথচ লোকহিতকারি কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। — মহারাজ! এই যে সম্মুখেই দেবীমন্দির দৃষ্ট হইতেছে। আহা! তাপসকুলপরমদেবতা ভগবান ত্রিশূলধারী, দেব মন্মথকে ভস্মীভূত করিয়াও সর্ব্বলোকললামভূতা, ভুবনমোহিনী দেবী পার্ব্বতীর প্রেমদৃষ্টিকে উপেক্ষা করিতে সক্ষম হন নাই! হে

পাণ্ডু নন্দন! চল, সেই ব্রাহ্মণকে বিধিমতে পূজা করিয়া দেহ মনে পবিত্র হই।

[সকলের প্রস্থান।

(নেপথ্যে সঙ্গীত)

রাগ টোড়ি। তাল একতালা।

জগত তারিণী। মা! সর্ব্বভূতে দয়া হেতু
বিপদ ভঞ্জিনী॥ মঙ্গল দায়িনী, দুর্গতি হারিণী,
আনন্দবর্দ্ধিনী, রিপুভয় নাশিনী: ব্রহ্মসনাতনী,
ত্রিলোকমোহিনী, শিবহৃদিবিলাসিনী দৈত্য দলনী।
শিবানী সর্ব্বানী, পতিত পাবনী, ত্রিলোকবন্দিনী,
সম্পদদায়িনী॥ সারদপার্ব্বনী, শাধুধরাননী, ত্রিগুণ
ধারিণী, মহেষমোহিনী। দীনমাতা দয়াময়ী, দীনগতি
কৃপাময়ী, দীনজনে তার গো, মা, দীন জননী॥

[ধৌম্য বিনা যুধিষ্ঠিরাদির ধনুর্ব্বান হস্তে প্রবেশ।]

যুধি। রাজ্যভ্রষ্ট এবং আত্ম কুটুম্ব পরিত্যজ্য হইয়াও নির্ম্মলচিত এবং পবিত্র আত্মা ব্রাহ্মণ সমূহে পরিবৃত থাকাতে অরণ্যবাস ক্লেশকেও সামান্য বোধ করিতাম; পরমসুহৃদ অথচ বেদবিদ্যাবিশারদ মহাত্মাগণ সমভিব্যাহারী থাকিয়া সর্ব্বদা আমাদের দুঃখানলেতে উপদেশ বারি সেচন করিতেন; আমাদের মুখম্লান সন্দর্শন করিলে নানামত ইতিহাসবাক্য এবং দৃষ্টান্ত দ্বারা সান্ত্বনা করিতেন; অতঃপর তাহাদের হইতে বিচ্যুত হইয়া আমাদিগের কি দশা হইবেক! [দীর্ঘনিশ্বাস] যাহাহউক, এক্ষণে ভগবান্ ধৌম্য যে সকল হিতার্থজনক নীতিবাক্য শিক্ষা দিলেন, তাহা আমাদিগের সকল

থাকুক এবং ভগবতী পূর্ণাননা দেবী মহামায়ার দৈববাণী সফল হউক।

অর্জু। মহারাজ! 'অধিজ্যকার্মুক' হওয়াতে আপনকার সূর্য্যের ন্যায় প্রভাব বিকশিত হইয়াছে এবং মহামতী ভীম এই নরলোক দুর্লভ গদা হস্তে যেখানে গমন করিবেন তথাকার লোকেরাই উহার পরিচয় জ্ঞাত হইবার জন্য ব্যস্ত হইবে; বিশেষতঃ আমাদের এই সমস্ত ধনুরস্ত্র অতি অসামান্যহেতু জগতে পরিচিত: অতএব ইহাদিগকে কোন নিভৃত অথচ নিরাপদ স্থানে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াই উচিত, যেন আপৎকালে অনায়াসে প্রাপ্ত হই। হে দেব! আপনকার এই অমূল্য সরাশন ও খড়্গ, রাজস্য় মহাযজ্ঞ কালে প্রধান বীরপুরুষদিগের দ্বারাতেও প্রসংশিত হইয়াছিল ও অদ্বিতীয় বীর ভীমসেনের এই স্বর্ণঘন্টালঙ্কৃত অমানুষকর্ম্মা গদা, ইহা দর্শনমাত্রে রিপু সমূহের ভয় হইয়া থাকে: অধিক কি, জ্ঞান বিহীন অশ্ব-হস্তীরাও ইহার ভীষণরূপ দৃষ্টে মলমূত্র পরিত্যাগ করে। এবং আমার হস্তস্থিত এই গাণ্ডীব, ইহা দ্বারা আমি তিনলোক পরাজয় করিয়াছি সুতরাং ইহা দেবগণের নিকটেও পরিচিত; ইহার টঙ্কার ধ্বনিতে ভূধর কম্পিত এবং এই ষোড়শ শত যোজনব্যাসিত সপ্তদ্বীপময়ী নার পূর্ণা পৃথ্বীদেবীও প্রতিধ্বনিত হয়েন। ইহা প্রলয়কারী মহাদেবের পিনাক, ভগবান্ বিষ্ণুর শার্ঙ্গ এবং দৈত্য দমনকারী দেবরাজ ইন্দ্রের বিজয় এই তিন মহাধনুর সহিত দেব ও নর দ্বারা স্তূয়নমান্ হইয়া থাকে; আর, দেবপ্রসাদে প্রাপ্ত এই মহান অস্ত্র সমূহ, ইহাদের অসাধারণকার্য্য দেবাসুরগণ একতান মনে গান করিয়া থাকেন, ইহারা উদ্দেশ্য কার্য্য সাধন করিয়া দেবরাজের বজ্রসদৃশ পুনশ্চয় আমার নিকট প্রত্যাগত হয়, তৎকালে আমিই ইহাদের অদ্ভূত কার্য্য পরম্পরায় মুগ্ধ হইয়া বেদোক্ত কটকার এবং অস্ত্রস্তোত্র পাঠ করিয়া থাকি—আরও,

কুমারদ্বয় এই দুই অমূল্য শরাসন ধারণ করিয়াই পূর্ব্বপশ্চিমাঞ্চলে আপনকার জয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন, এ হেতু এই আয়ুধ-দ্বয়ও বহুজন সম্মানিত। ধর্ম্মরাজ! এতাদৃশ সুবিখ্যাত, সর্ব্ব-জন পরিচিত অস্ত্রশস্ত্র সকল গোপনে সংস্থাপন করিয়া যাওয়াই উপস্থিত অবস্থায়, আমার মতে যুক্তি সিদ্ধ।

যুধি। মহাবাহো! তুমি নরপ্রধান এবং তোমার বুদ্ধি অতি গম্ভীর; তুমি দূরদর্শীতাগুণে সকল মানব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যে কথা প্রস্তাব করিয়াছ, তাহা নিতান্তই যুক্তিযুক্ত। আমার মত এই যে, বিরাট সভায় আমরা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিব, অত-এব ক্ষত্রিয় লক্ষণ যাহাতে কোনরূপে প্রকাশ না পায়, তাহা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়;—কিন্তু, হে সর্ব্ববিজয়িন্! তুমি কিরূপে ঐ সকল সুচিহ্ন গোপন করিবে? তুমি উভয় হস্তে সমতেজে অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া থাক, একারণ পরমগুরু দ্রোণাচার্য্য তোমার নাম 'সব্যসাচী' রাখিয়াছেন এবং তোমার হস্তদ্বয়ে স্পষ্টাক্ষরে জ্যাচিহ্ন প্রকটিত রহিয়াছে। ভ্রাতঃ! ঐ পাশুপত প্রভৃতি দেবাস্ত্রব্যব-হারী এবং ত্রিলোক পরিচিত গাণ্ডীবচিহ্নাঙ্কিত সুকঠিন করদ্বয় অপ্রকাশ রাখা নিতান্তই অসম্ভব, উহা দ্বারা ত নিশ্চিতই ক্ষত্রিয় অথচ মহাপুরুষ লক্ষণ জ্ঞাত হইবেক।

অর্জু। মহারাজ! আমি নটীবেশ ধারণ করিলে অনায়াসে শঙ্খ বলয় দ্বারা এই সুদৃঢ় হস্তদ্বয় আচ্ছাদিত করিতে পারিব; অতএব আপ-নকার সে চিন্তা দূর হউক। এক্ষণে এই প্রান্তর মধ্যে অদূরে যে একটী শমীবৃক্ষ দৃষ্ট হইতেছে, উহাতেই ধনুরস্ত্র সমূহ বন্ধন করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। যদি জনলোকের দৃষ্টিপথে পতিত হই, তবে তাহা-দের কহিব, যে— "আমাদের বৃদ্ধা মাতা সঙ্গে ছিলেন তিনি হঠাৎ কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় এবং উপযুক্ত সমাধিকার্য্যে সারকাশ বা ক্ষমতা না থাকায়, এই নির্জ্জন অথচ দুরারোহ বৃক্ষে তাঁহার

শব বন্ধন করিয়া রাখিলাম। এবং যেহেতু আমরা ভিক্ষাজিবী, তদ্দ্বারা কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চিত হইলে, প্রত্যাগমন করিয়া সৎকার কার্য্য সমাধা করিব”। সন্নিকটস্থ পল্লীতেও এই কথা প্রচার করা যাইবেক এবং তাহা হইলে অন্য কেহই ইহার নিকট আগমন করিবেক না।

যুধি। ভ্রাতঃ! তাহাই হউক, এই স্থানে ঐ গুলিন বস্ত্রে বন্ধন করিয়া লও— (কুমারদ্বয় প্রতি দেখিয়া) আহা! সুকুমার কুমারদ্বয় এবং রাজকুমারী যাজ্ঞসেনী অত্যন্ত পরিশ্রান্ত• হইয়াছেন; ইহাঁরা আমার নিকট উপবেশন করিয়া শ্রান্তি দূর করুন, তোমরাই ঐ কার্য্য সম্পন্ন কর।

[উত্তরীয় বস্ত্রে ভীমার্জ্জুন দ্বারা ধনুর্ব্বাণ সমূহ বন্ধন।]

(দুই জন রাখালের প্রবেশ।)

১ম, রাখা। হেঁগা মশাই আপনি কারা গা? এখানে তোমরা কোথা যাচ্চ গা? (দ্বিতীয়ের স্কন্ধ ধারণ করিয়া) ওরে, এতে বাঁদা কিরে? আপনারা বামন্ বটে গা? পেন্নাম হই মশাই। ওহো! আপনারা নেমন্তন্ন গেছ্লে বুঝি গা?— ওরে বাপ্রে! এত জিনিষ নিলে কেমন্ করে গো? ধন্য জাত্ তোমরা বাবু!

২য় রাখা। তাইত রে, কত রে! আমরা ভাই এমন ২।৪ খানা নিলেই অমনি চোর বলে ধোর্ত্তে।

যুধি। বৎসগণ! আমরা ব্রাহ্মণই বটে; তোমাদের কল্যাণ হউক, আশীর্ব্বাদ করি। আমরা ভিক্ষাজিবী, ইহা আমাদের বৃদ্ধামাতার মৃত দেহ। এক্ষণে আমরা ইহাঁর অগ্নিদাহ কার্য্যে অক্ষম; সুতরাং ঐ বৃক্ষে বন্ধন করিয়া রাখিলাম। (ভীমার্জ্জুন প্রতি) তোমরা তবে ঐ কার্য্য সমাধা করিয়া আইস।

ভীমার্জ্জুন। যে আজ্ঞা।

[বন্ধন পূর্ব্বক প্রস্থান।

যুধি। গোপাল! তোমরা কি এতৎস্থ গ্রামেই বাস কর?— রাজবাটী এস্থান হইতে কত দূর হইবে, বলিতে পার?

১ম, রাখা। আমাদের বাড়ী ঐ যে দেখা যাচ্চে। আমরা মুখুয্যে মহাশয়ের গরু চরাই। আপনারা কি রাজবাড়ীতে অতীত্ হবে? ঐ যে মাট পার হলেই রাজবাড়ী দেখা যায়।

যুধি। হাঁ, অন্ন যাচ্ঞা জন্যই যাওয়া বটে।

(নেপথ্যে। হে গ্রামবাসীগণ! তোমরা শ্রবণ কর। ঐ বিজনস্থিত বৃক্ষে আমাদের মৃতা মাতার শব বন্ধন রহিল। সাবকাশ মতে আসিয়া ইহাঁর ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পন্ন করিব। ইহাকে কেহ স্পর্শ দ্বারা অপবিত্র না করে। আমরা ব্রাহ্মণ, আমাদের এই আদেশ ও অনুরোধ জানিবা।)

২য়, রাখা। ও কেরে মাঠের মাঝখানে হাঁকাহাঁকি কচ্চে? (ভীমার্জুন পুনঃপ্রবেশ) ওঃ! তারাই রে! আপনি কি বলছেলে গা মশাই?

অর্জু। ঐ বৃক্ষে (ইত্যাদি)

১ম, রাখা। আপনাদের কথা সব বুঝতে পাল্লুম না। যাহগ্, হেঁ গা? তোমরা সবাই কি রাজবাড়ী যাচ্চ? (দ্বিতীয়ের প্রতি) ওরে ভাই! এত বড় সন্দর মেয়েমানুষ নিয়ে বামনরা নেমন্তন্ন যাচ্চে দেখ্? কি আচ্চয্যি ছি, ছি, ওরো একটু লজ্জা নাই? ভাল খাবার গন্ধ পেলে বামনগুলো কোলের মাগ্‌কেও বার করে দেয়। আমাদের মুখুয্যে মশাই অমনি নেমন্তন্ন পেলে বড় বড় সমস্ত মেয়ে গুলো শুদ্ধো যেন মেচে বেড়ায়। যাহগ্ ভাই, ওঁরা বামন্ বলে সব সেজে যায়!— ওঁদের আবার রাগ হলেই সর্ব্বনাশ! দুদিন যদি ঘরের খেতে হল, তবে রেগেই আছেন; ঘরে গিন্নিরাও (দেখ্‌চিস তো? শুনছিস তো?) ভাই, হাসি যেন ভুলে গেছেন। বরং কর্ত্তা যতক্ষণ ঘরে না থাকেন ততক্ষণ কিছু ঠাণ্ডা, কিন্তু সে, চৌকাটে মাথা গলালেই

আপনি রেগেই আছেন, মুখ সরেই থাকেন। কর্ত্তাকে যেন, ভাই, বাঁদর নাচুয়ে বেড়ায়।

ভীম। তোমরা কেহই ঐ বৃক্ষের নিকটে যাইও না। কোন কোন সময় মৃত দেহও পুনরায় জীবিত হয়।

২য়, রাখা। সে সত্যি কথা। ঐ যে ওপাড়ার চাটুয্যেকে দানো পেয়েছেল। আমরা তা ঠাকুমায়ের কাছে শুনেছি। ওরে ভাই! এখানে থাকা নয়, আমরা পালাই চ! আমি তো এদিকে আর কক্‌খনো গরু আনব না!

১ম, রাখা। গাঁয়ে ঐ কথা বলিগে চ। আমার ভাই একটা কথা মনে পড়েছে। বাপ্‌রে!!!

[দ্রুত প্রস্থান।

যুধি। আহা! ইহাদের কোমল এবং সহজ বিশ্বাসী প্রকৃতিই স্বভাবের আদর্শ স্বরূপ। নিত্য উন্নতিতে উন্মুখ বুদ্ধিবৃত্তি অপরিমার্জ্জিত থাকিলে, ক্রমাগত ভ্রমে পতিত হইতে হয়। কিন্তু উহারা ভবিষ্যৎ চিন্তার দাস নয়, এহেতু সংসারের সুখদুঃখ বিষয়ে এক প্রকার উপেক্ষিত থাকে। এবং বর্ত্তমান প্রাপ্তেই সন্তুষ্ট থাকায় উহারাও একভাবে সুখী। যাহাহউক, এক্ষণে রাজপুরী সন্নিকট, আমাদের এস্থান হইতেই পরস্পর বিদায় লওয়া কর্ত্তব্য। ক্রমে ক্রমে রাজসভায় উপস্থিত হওয়া যাইবেক; এবং 'কেহ কাহারও বিশেষঃ সম্বন্ধীয়' এমত, কেহ উপলব্ধি করিতে না পারে, এরূপ ভাবে তথায় সকলকে অবস্থান করিতে হইবেক। জগদীশ্বর না করুন, যদ্যপি কখন কাহারও কোন বিপদ উপস্থিত হয়, তবে, 'জয়, বিজয়, জয়ন্ত, জয়ৎসেন, জয়ৎবলভ' এই নাম স্মরণ বা উচ্চারণ মাত্র পঞ্চজনে মিলিত হইব। ভ্রাতৃগণ! এক্ষণে এই স্থানে আর অধিকক্ষণ অপেক্ষা করা অনুচিত।

ভীম। মহারাজ! আপনকার আজ্ঞা শিরোধার্য্য। অগ্রসর হউন,

এই নির্জ্জন স্থানে উপযুক্ত বেশবিন্যাস করিয়া ক্রমে রাজসভা গমনের উদ্যোগী হওয়া যাউক্।

[সকলের প্রস্থান।

প্রথমাঙ্ক সমাপ্ত

দ্বিতীয়াঙ্ক।

[প্রথম গর্ভাঙ্ক।]

(বিরাটসভা, রাজা, রাজকুমার উত্তর, মন্ত্রী ও অন্যান্য সচিবগণ এবং কতকগুলি রাজপুত্র আসীন। রাজকর্ম্মচারী ও দ্বারবানেরা যথাস্থানে, এবং রাজপশ্চাতে দুইজন পরিচারিকা ব্যজনজন্য দণ্ডায়মান।)

বিরাট। মন্ত্রিন্! আমি তোমার কার্য্যে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। শাস্ত্রে গাভীগণকে ভগবতী কাত্যায়নী স্বরূপা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। তুমি সর্ব্বদা তাহাদের তত্ত্বাবধারণ দ্বারা আমার বিশেষঃ আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছ। আমি মানস করিয়াছি, শীঘ্রই উত্তর ও দক্ষিণ গোগ্রহ দর্শনে যাত্রা করিব। সচিববর! আমি অবগত হইলাম, যে, তুমি রাজকার্য্য পর্য্যালোচনার পর যতক্ষণ অবসর পাও তাহা গোসমূহের মঙ্গল সাধনোদ্দেশেই ব্যয়কর। আমি তোমার এইব্যবহারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। এবং তুমি ইহাতে বিশেষঃ রাজপ্রসাদের পাত্র হইয়াছ। (উত্তরের প্রতি)

রাজকুমার! তুমি নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ধর্ম্ম পালনের যে সকল সূক্ষ্ম এবং গূঢ় পন্থা শিক্ষা করিয়াছ এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের সারার্থ অবগত হইয়া তদনুষ্ঠানের যে সকল সুপদ্ধতি ও সদুপায় পরিজ্ঞাত হইয়াছ, তন্মধ্যে গোসেবা একটী গুহ্য এবং পরমপথ জানিবে। যুবরাজ! এই অমূল্য উপদেশ জ্ঞাত হও। (যুধিষ্ঠির কঙ্কবেশে প্রবেশ; দেখিয়া, সভ্যগণের প্রতি) অহো! ইনি কে হে? পবিত্র স্বভাব দেবতার ন্যায় রাজসভা দর্শন করিতে করিতে আগমন করিতেছেন?—প্রশান্ত মাতঙ্গের ন্যায় গভীর মূর্ত্তি, শরীরে রাজচক্রবর্ত্তী লক্ষণসমূহ স্পষ্টাক্ষরে প্রকটিত, তপ্তকাঞ্চনসদৃশ উজ্জ্বল মূর্ত্তি; আমার সভা যেন আলোকময় হইল! আহা! এরূপ সুকোমল পবিত্র দেহ ত কুত্রাপি মনুষ্য লোকে দৃষ্ট হয় নাই! বাহ্য আকার সন্দর্শনেই বোধ হইতেছে, যে, উহার অভ্যন্তরস্থিত মন অতি নির্ম্মল; বাল্যাবধি পাপালাপ দ্বারা যেন, তাহা কখনই দূষিত হয় নাই। ইহাঁর অতীব সৎভাবব্যঞ্জক অমানুষরূপ দর্শনেই আমি মুগ্ধ হইয়াছি এবং আমার মনে ভক্তি রসের সমুদয় হইয়াছে। কি আশ্চর্য্য! ঐরূপ অসম্ভব কমনীয় সুকোমলতার সহিত বীরলক্ষণও কেমন সুন্দররূপে প্রকাশ পাইতেছে? মন্ত্রিবর! তুমি প্রত্যুদ্গমন করিয়া উহাঁকে সভামধ্যে আনয়ন কর—যদিও উনি রাজাধিরাজযোগ্য গভীর দৃষ্টিতে সভাপ্রতি নিরীক্ষণ করিতেছেন; কিন্তু উহাঁর রাজদণ্ডাঙ্কিত শীর্ষযুক্ত মুখকমলে কাতরচিহ্ন লক্ষিত হওয়ায়, আমার বিশ্বাব হইতেছে, যে আমাদের নিকট উহাঁর কিছু প্রার্থনা আছে। যদ্যপি ইহা সত্য হয়, তবে উনি যাহা যাজ্ঞা করেন, তাহা অদেয় হইলেও আমি অকাতরে দান করিব।—আহা! দেখ, স্বল্পবুদ্ধি দ্বারবানেরাও উহাকে দেবতা বা রাজর্ষি ভাবিয়া ভক্তির সহিত প্রণাম করিতেছে।

মন্ত্রী। (অগ্রসর হইয়া) মহাশয়! এদিকে আসুন। নৃপশার্দ্দূল অথচ

দৌবারিক। মহারাজ বিরাটের সহিত সাক্ষাৎকারণ যদি আগমন হইয়া থাকে, নির্ভয়ে সম্মুখস্থ হউন।

যুধি। (রাজ সম্মুখে অগ্রসর হইয়া) রাজচক্রচূড়ামণি বিরাট নৃপতি নিয়ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউন্। মহারাজ! আপনকার সুমহৎ যশঃপ্রভাবে দিক্ সমূহ শুভ্র তথা প্রসন্ন হইয়া রহিয়াছে। ভগবান্ হৃষীকেশ আপনার মঙ্গল করুন্; "ইন্দ্র, চন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা নিত্য আপনকার শুভপ্রার্থী হউন্। আপনি প্রতাপে আদিত্য, রিপুদমনে ইন্দ্র ও ধর্ম্মরাজ, বুদ্ধিতে দেবগুরু বৃহস্পতি, সহিষ্ণুতায় বরুণদেব ও পৃথিবী এবং ধনেতে কুবের সদৃশ; সমুদায় মহৎগুণ আপনাতে আশ্রয় করিয়াছে এবং আপনিই এ জগতে প্রধান কুলীন। অসাধুভাববর্জ্জিত বৃদ্ধমন্ত্রী এবং পরীক্ষিত বন্ধু দ্বারা পরিবৃত থাকিয়া আপনি নিয়ত প্রজাকুলের সৌভাগ্য বৃদ্ধি করিতেছেন, সর্ব্বদা পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া স্বয়ং ধর্ম্ম পথে নিত্য উন্নতি লাভ করিতেছেন এবং বিশ্বস্ত সচিবগণ দ্বারা রাজকার্য্য সাধন পুরঃসর সুশৃঙ্খলে রাজ্যশাসন করিয়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভূপালদিগকে উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছেন। বসুধাপতে! সর্ব্বত্র আপনকার জয়পতাকা উড্ডীয়মান হউক। আমি ব্রাহ্মণ, আমার প্রার্থনা শ্রবণ করুন। আমার নাম কঙ্ক, আমি পাশক্রীড়াতে নিপুণ, আপনকার ঐ ক্রীড়াতে বিশেষ আসক্তি আছে, শ্রুত হইয়া সমীপে উপস্থিত হইয়াছি; ইচ্ছা, যে চিরকাল আপনার সভাতে অবস্থিতি করি এবং উক্ত ক্রীড়া দ্বারা মহা রাজের সন্তোষ বর্দ্ধন করিয়া প্রীতিপাত্রের ন্যায় জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করি। নরনাথ! আমি পূর্ব্বে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সভাতে তাঁহার সহিত এই ক্রীড়া করিয়া বসতি করিতাম। পুণ্যকর্ম্মা যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রবৎসল গুণে আমাকে বিশেষঃ স্নেহ করিতেন। বহুকাল তৎসঙ্গে আমি একত্র অবস্থিতি করিয়াছি। রাজ-

নীতিদর্শী ধর্ম্মরাজ নিজ উদার প্রকৃতিতে আমাকে বিশেষঃ অনু-গ্রহ করিয়া থাকেন এবং আত্মসমসখা বিবেচনায় আমার সহিত অতি গুহ্য ব্যাপারেরও মন্ত্রণা করিয়া আমাকে শ্লাঘনীয় করিয়াছেন। কিন্তু, এক্ষণে সেই মহাত্মা পাণ্ডুনন্দন প্রতিজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া কোন্ স্থানে অজ্ঞাত বাস করিতেছেন কেহ জ্ঞাত নহেন; তজ্জন্য এবং নৃপশ্রেষ্ঠ বিরাট সকল গুণে তৎসদৃশ বা তদপেক্ষা অধিক ইহা পরিচিত হইয়াই তাঁহারি নিকট আগমন করিয়াছি। মহারাজ! আপনকার মঙ্গল হউক, দীন ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করুন। আমি সাধ্যমতে কর্ত্তব্য কার্য্য সাধনে ক্রটী করিব না এবং সর্ব্বদা আপনকার কল্যাণ কামনায় নিষ্ঠাচিত থাকিব। আমি কোন বেতন প্রার্থনা করি না, কিন্তু উপযুক্ত পাত্রে দান করা আমার স্বভাবসিদ্ধ, আবশ্যক মতে তৎপ্রাপ্তেই চরিতার্থ বোধ করিব। এক্ষণে অধিক বাক্য ব্যয় করায় কোন ফল নাই, কার্য্যে পরিণত হইলেই আমার উপযুক্ত অনুপযুক্ততা প্রকাশ পাইবেন।

বিরা। হে কঙ্ক! তুমি দর্শনমাত্রেই আমার সকল অধিকার করিয়াছ। তুমি সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বর হইবার যোগ্য। তোমার দিব্যশরীরে রাজচক্রবর্ত্তী লক্ষণ সকল বিরাজমান্ দর্শনে আমি বিস্মৃত হইয়াছি, ব্রহ্মন্! তুমি প্রার্থনা করিবে কি? আমার ইচ্ছা হইতেছে, তোমাকে রাজসিংহাসনে উপবেশন করাইয়া, আমিই প্রার্থিতের ন্যায় তোমার সম্মুখে করযোড়ে দণ্ডায়মান থাকি। তুমি আমার আলয়ে সচ্ছন্দে বাস কর; অদ্যাবধি তুমি আমার সহযোগী বা সহোদর তুল্য হইলে। আমার যাহা কিছুতে অধিকার আছে সে সকলই তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকিবে। তুমি নিজ স্বাধীন ইচ্ছাতে আমার রাজভাণ্ডার ব্যবহার কর। অদ্যাবধি একলতা দুই বৃক্ষে আরোহণ রূপ আমার ন্যায় রাজশ্রী তোমাতেও আশ্রয় করি-বেক। হে মন্ত্রিবর্গ! হে সভাসদগণ! হে প্রজাসমূহ! তোমরা

শ্রবণ কর। অদ্য হইতে ভ্রাতা কঙ্ক, আমার সমতুলরূপে তোমাদের দ্বারা সংকৃত ও পুজিত হইবেন। ইনি যখন যাহা ইচ্ছা করিবেন, তোমরা অবাধে তাহা সম্পন্ন করিবে। কোষাধ্যক্ষ প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারিগণ! সখা কঙ্ক যখন যাহা অনুমতি করিবেন, তাহা সম্পাদনে তোমরাও আমার অপেক্ষা করিবে না। ইহাকে আমার সহযোগী, সহোদর বা তদপেক্ষাও অধিক করিয়া দেখিবে; বিরাটের এই ইচ্ছা ও আদেশ জ্ঞাত হও—এক্ষনে ইহাঁকে সম্মান সহিত উপযুক্ত আসনে অভিষেক কর।

মন্ত্রী। মহারাজ! আপনি নিজে মহৎ ও পুণ্যশীল, অতএব সাধু ব্যক্তি যে আপনার নিকট যথোপযুক্ত সম্মানিত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ কি? সাধু সাধুরই অনুগামি হয়, মহতেরা মহৎ সঙ্গেই মিলিত হয়েন। এই মহাত্মা কঙ্ক ব্রাহ্মণ, পবিত্র স্বভাব; ইহার দেব উপম, মহাপুরুষ-লক্ষণযুক্ত আকার বিচার করিয়া, বোধ হইতেছে, যে ইনি কোন অতি মহৎবংশ সম্ভুত; অতএব আপনি যে ইহার উপকারে আনন্দ লাভ করিবেন, তাহা বিচিত্র নয়। (যুধিষ্ঠির প্রতি) ব্রহ্মণ! আপুনি এই শ্রেষ্ঠ আসনে আসীন হউন, আমরা প্রণত হই, আশীর্ব্বাদ করুন—যেন সদা যত্নবান হইয়া রাজা ও ধর্ম্মকে পরিতুষ্ট রাখিতে পারি—আসুন আমরা আপনাকে যথাবিহিত সৎকার করিয়া কৃতার্থ হই।

যুধি। সচিবপ্রধান! তোমার মঙ্গল হউক। পাণ্ডবনাথ শ্রীকৃষ্ণ তোমার সর্ব্ব বিধায়ে কল্যাণকরুন। মন্ত্রীই রাজ্যের প্রধান, তিনি প্রজাদিগের মুখ ও রাজার বাক্যস্বরূপ, তিনি প্রজাগণের হিতকামনায় সর্ব্বদা রাজাকে প্রসন্ন রাখেন। মন্ত্রীর স্বভাবেই রাজপ্রকৃতি প্রকাশ পায়; দর্পণের ন্যায় মন্ত্রীর চরিত্রেই রাজার প্রকৃতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। পুণ্যবন! প্রজাদিগের শুভ কামনায় রাজাকে সদা সন্তুষ্ট রাখিয়া আপুনি সর্ব্বদা তাহাদের ধন্যবাদ প্রাপ্ত হউন; আপনার দ্বারা সকল প্রকারে উপকৃত হইয়া কৃতজ্ঞহৃদয়ে তাহারাও আপনাকে

মঙ্গলান্বিত করিবার জন্য ব্রতী হউক্। (বিরাট প্রতি) মৎস্যরাজ! আমরা ফলমূলাহারী, ব্রতাচারি ব্রাহ্মণ, গৃহত্যাগী হইয়াও রাজদর্শনে ও রাজসঙ্গলাভে বিশেষ পুণ্য আছে জ্ঞাত হইয়া, আপনকার সভাতে উপস্থিত হইয়াছি। আমরা সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত নয়। (কক্ষ হইতে কুশাসন বাহির করিয়া) মহীপতে! ইহাই আমাদের উপযুক্ত ও উৎকৃষ্ট আসন ; ইহাতেই আমাদিগের পরম সৌভাগ্য প্রকাশ পায়। (উপবেশন)

কেলে। মহারাজধিরাজ নৃপশার্দ্দূল বিরাটের জয় হউক্, মহামতি কঙ্কের জয় হউক,। কঙ্কদেব! আপুনি দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত বিরাট নৃপতিকে আনন্দিত রাখিয়া আমাদের শুভ কামনায় নিত্য ব্রতী হউন্।

[illegible]। সুবুদ্ধিমন্ত সভাসদগণ, রাজভক্তি পরায়ণ প্রজাবর্গ! তোমাদের কল্যাণ হউক্। আমা হইতে তোমরা নিয়ত মঙ্গলই প্রত্যাশা কর। আমি জন্মাবধিই দেব দেব নারায়ণের জীবকুলের মঙ্গল সাধনে ব্রতী রহিয়াছি। (বিরাট প্রতি) ভূপাল! আমার অন্য একটী ভিক্ষা আছে, আমাকে কোন প্রকার নীচকার্য্য সংসাধনে নিযুক্ত না করিলে, পরমঅনুগৃহীত হইয়া, আমরণ পাণ্ডব সখা বাসু-দেবের নিকট আপনকার শুভকামনায় ব্রতী থাকিব ও আশীর্ব্বাদক রূপে আপনকার পরহিতাকাঙ্খী সহবাসে জীবিকা নির্ব্বাহ করিব।

বিরাট। ভ্রাতঃ কঙ্ক! তাহাই হউক্। তোমার যাহা কিছু প্রার্থনা, তাহা সর্ব্ব বিধায়ে পুর্ণ হউক্" আমার চিরজীবন এই কামনা হইল। (ভীমসেনকে দূরে দেখিয়া) অহো! আর এইযে মত্তমাতঙ্গোপম, [illegible] আশীবিষের ন্যায় নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে, ক্রোধিত সিংহ [illegible] প্রভাতীয় মার্ত্তণ্ড সদৃশ আরক্তিম ঘূর্ণিত লোচনে সভাদ্বার দৃষ্টি করিতেছেন, ইনি কে? ইহার অমানুষ ভীমকায় দর্শনে [illegible] স্তম্ভিতপ্রায় দণ্ডায়মান রহিল? কি আশ্চর্য্য! মহাবীর

লক্ষণে অঙ্কিত আকার দেখিয়া, ইঁহাকে ভগবান মুষলী রূপে ভ্রম হই-তেছে ? অথবা, এই গজস্কন্ধ, বিপুলবাহু, গজরাজসদৃশ যুবা কে ? ইহার শরীরে শাস্ত্রোক্ত বীরচিহ্ন সমূহ স্বভাবের অপূর্ব্ব লেখনী দ্বারা অঙ্কিত রহিয়াছে ? ইনি সূপকার বেশে আগমন করাতে ভগবান সুর্য্যদেবের অসীম তেজ বালকরাচ্ছাদিতের ন্যায় অনুমান হইতেছে ? অহো ! এতাদৃশ বীর লক্ষণযুক্ত পুরুষত মনুষ্য লোকে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই। ইনি যেন প্রাণি সমূহের ভয় উৎপাদন করিয়া অবস্থিতি করি-তেছেন। সভ্যগণ! আমরা পুরুষত্বের প্রকৃত লক্ষণ শাস্ত্রে অব-গত হইয়াছ ; কিন্তু, দেখ, ইঁহারশরীরেই তাহা বিশ্বকর্ম্মা খোদিত অবি-নশ্বরঅক্ষরে মুদ্রিত রহিয়াছে। এরূপ পুরুষ সিংহ যাহার আলয়ে বাস করেন তাহাকে কদাপি শত্রু কর্ত্তৃক ভীত হইতে হয় না। মন্ত্রিবর ! তুমি অগ্রসর হইয়া যথাবিধি সৎকার সহিত ইহাঁকে আগমন কুশল প্রশ্ন কর। আর ইনি কি প্রার্থনা করেন তাহাও জিজ্ঞাসা কর—সেই রাজাই ভাগ্যবান, যাহার সভাতে ইহাঁর মত মহোদয়েরা সর্ব্বদা রতি করেন।

মন্ত্রী ॥ পুরুষর্ষভ ! নৃপকুলগর্ব্ব বিরাটরাজ কুশল প্রশ্ন সহিত আপন-কার আগমন কারন জিজ্ঞাসা করিতেছেন। আপনার কি প্রার্থনা প্রকাশ করুন ?

ভীম। (রাজ সম্মুখে অগ্রসর হইয়া) বিরাট ! আমার প্রার্থনা আপনিই শুনা উচিত, আমি উৎকল শ্রেণীয় ব্রাহ্মণ। আমার নাম বল্লভ; আমি সূপকার কার্য্যে বিলক্ষণ পারদর্শী। পূর্ব্বে রাজচক্রবর্ত্তী, অশেষ গুণের আকর যুধিষ্ঠিরের আলয়ে, প্রধান পাচক রূপে নিযুক্ত ছিলাম ; তাঁহার রন্ধন শালায় প্রতি প্রহরে সার্দ্ধ দ্বাদশ সহস্র পাচক ব্রাহ্মণ অবস্থিতি করিতেন, কিন্তু, তিনি আমার হস্তপ্রস্তুত অন্ন ব্যঞ্জনাদি ভোজন করিয়া পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। সেই উদার চরিত, দরিদ্রবৎ-সল যুধিষ্ঠির নিজ সহোদর ভাবে আমাকে স্নেহ করিয়া থাকেন।

আমি মল্লযুদ্ধও অভ্যাস করিয়াছি; পাণ্ডব প্রণয়িণী দ্রুপদ কুমারী ও চারুদৃশ্যা সুভদ্রা সম্মুখে সিংহ ব্যাঘ্র ইত্যাদি পশুর সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদের সন্তোষোৎপাদন করিতাম। এক্ষণে ইন্দ্রপ্রস্থাধিপতি পাণ্ডুপুত্রগণ সৌভাগ্যবতী সাধ্বী দ্রৌপদী সহ অজ্ঞাত বাসার্থে জনলোকর অপরিচিতে বাস করিতেছেন; সেইজন্য আপনকার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। নরপাল! আমায় গ্রহণ করুন, আপনকার বহুতর কার্য্য আমাদ্বারা সম্পাদিত হইবেক। আপনকার জয় হউক, আমার প্রার্থণা আমি জ্ঞাত করিলাম।

বিরাট। বল্লভ! তুমি আমার নিকট প্রার্থী হওয়ায় আমি ধন্য হইলাম। আমার যে দশসহস্রাধিক পাচক ব্রাহ্মণ আছেন, অদ্যাবধি তুমি তাহাদের প্রভু হইলে। তুমি যখন যাহা অনুমতি করিবে, তাঁহারা আমার আজ্ঞা অপেক্ষা না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা নিঃসন্দেহে সম্পাদন করিবেক। (মন্ত্রীর প্রতি) মন্ত্রীণ। তুমি স্বয়ং রন্ধনশালায় উপস্থিত থাকিয়া, তন্মধ্যে এইরূপ ঘোষনা প্রচার করাইয়া দিবে, যে, যেকেহ বল্লভকে সন্তুষ্ট রাখিবে, যেকেহ ইহার বিশেষঃ বাধ্য থাকিবে, আমি তাহার প্রতি পরম সন্তুষ্ট হইব। (ভীমসেন প্রতি) পুরুষসিংহ! তুমি সচ্ছন্দে তাহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে থাকহ; তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া অদ্য আমি কতই আহ্লাদিত হইলাম বলিতে পারি না। সভাসদ্ গণ! তোমরা মনোযোগ পূর্ব্বক আমার বাক্যেতে কর্ণপাত কর। যদিও ইঁহার নিজ কামনায় ইঁহাকে আমি সূপকার কার্য্যে নিযুক্ত করিলাম, কিন্তু আমার ইচ্ছাতে অদ্যাবধি ইনি আমাদের অতি প্রিয় সভ্যপদে আরূঢ় হইলেন। তোমরা সকল বিষয়ে ইঁহার সহিত মন্ত্রণা করিয়া কার্য্য করিবে, সর্ব্বপ্রকার রাজকার্য্যে ইঁহার মত অপেক্ষা করিবে। কিজন্য জানি না? আমার ইহাকে পুরুষোত্তম বলিয়া মনে ধারণা হইতেছে। যিনি ইহার প্রিয় হইবেন তিনি আমার বিশেষঃ স্নেহের পাত্র, যিনি ইহার প্রতি

কোনরূপে অপ্রিয়াচরণ করিবেন, তিনি তোমাদের যুবরাজ হইলেও আমার অপ্রিয় হইবেন; এমন কি, তাহাকে পরিত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হইব না।

ভীম। বিরাটরাজ! এরূপ অনুগ্রহ আপনকার উপযুক্তই বটে। আমি মহৎ ব্যক্তির মুখে আপনার অসাধারণ গুণ বিষয়ের কীর্ত্তন শুনিয়া ছিলাম; এক্ষনে স্বয়ং তাহার পরিচয় পাইয়া যার পরনাই চমৎকৃত ও আনন্দিত হইলাম, নরনাথ! কৃতজ্ঞতা চিহ্নস্বরূপ, আপনকার সর্ব্ববিধায়ে কল্যাণ হউক এই অকপট আশীষ গ্রহণ করুন, আমরা ব্রাহ্মণ, আশীর্ব্বাদ বাক্যই আমাদের পরমধন ও সর্ব্বস্ব। সমস্ত পৃথিবী দান পাইলেও শুভ আশীষ ব্যয়ায় অন্যরূপে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনে অক্ষম।

বিরাট। ব্রহ্মণ! শান্তস্বভাব ব্রাহ্মণদিগের প্রভাবেই জগত্ সুনিয়মে পরিচালিত হইতেছে! আপনারা তপস্যাবলে, ইন্দ্র, চন্দ্র প্রভৃতি ভূভারতের মঙ্গলকারী দেবতাদিগকে সন্তুষ্ট রাখেন সুতরাং রাজ্যে দুর্ভিক্ষ বা অকাল মৃত্যু আক্রমণ করিতে সক্ষম হয় না। আপনাদের ধর্ম্মবলেই সমস্ত প্রাণী রক্ষিত হয়, ভগবান বিষ্ণু আপনাদের দ্বারা সেবিত হইতেছেন বলিয়াই রুদ্রভাব পরিত্যাগ করিয়া সকলের রক্ষাকর্ত্তারূপে নিজ আনন্দ স্বরূপে বিরাজ করিতেছেন; অতএব আপনারা আমাদের বিশেষঃ নমস্য—সভ্যগণ! দেখ, সভাদ্বারে কোন দেবতা বুঝি আমার প্রতি কৃপান্বিত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন? (অর্জ্জুনের বৃহন্নলাবেশে সভা প্রান্তে দণ্ডায়মান দেখিয়া, অন্তরালে) এই ছদ্মবেশী মনোহর যুবা পুরুষ কে? আমি সমস্ত জগত্ স্মরণ করিয়াও এরূপ মহাবীর লক্ষণযুক্ত, অলৌকিক রূপবান পুরুষত কুত্রাপি দৃষ্টি করিয়াছি মনে হয় না? ত্রিলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণ বুঝি ভগবতী নারায়ণীর হৃদয়াসন পরিত্যাগ করিয়া আমাকে শ্লাঘনীয় করিতে অধিষ্ঠান হইয়াছেন? নতুবা, এরূপ দেবযুবার উপমাস্থান অতীবকমনীয় সুন্দর গঠনেতে মহাবীর পুরুষের লক্ষণ সমূহ স্পষ্টা-

ক্ষরে চিহ্নিত, ভারত মধ্যে প্রকৃতিমাতার সন্তানে কাহাতেও ত দেখা যায় নাই। কিন্তু, ইহঁার স্ত্রীবেশ কেন? এরূপ সুমহৎ শরীরে নারী চিহ্ন ধারণের অভিপ্রায় কি? লম্বিতবেণী পদচুম্বন করিতেছে; ক্ষত্রিয় লক্ষণে অঙ্কিত স্ফীতবান, সুদৃঢ় করদ্বয় শঙ্খবলয় দ্বারা আবৃত রহিয়াছে, ইহাকে দর্শন করিয়া আমার মনে শ্রদ্ধা ও স্নেহের উদয় হইল! কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। ইনি যদি কোন ছদ্মবেশী পুরুষ হয়েন, তবে যে ভাগ্যবতী ইহাকে গর্ভে স্থান দিয়াছিলেন, তিনিই রমণীকুলে গরীয়সী। ইহাঁর পিতা পরম পূজনীয় দেবরাজ ইন্দ্র সদৃশ প্রভাবশালী, সন্দেহ নাই। ইহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া, ইহার জন্মভূমি, না জানি, কতই গৌরবান্বিতা হইয়াছেন? ইহাঁর নিরুপম সুন্দরকান্তি বিশিষ্ট সুশরীর দর্শনে অদ্য আমার চক্ষু সার্থক হইল। আহা! মধুর জলদগম্ভীর স্বরে দ্বারবান্‌কে সান্তনা করিতেছেন, ঐ সুস্বর শ্রবণে আমার কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হইল। উহঁার সুলালিত্য প্রকাশক আকার দেখিয়াই আমি পরম পরিতোষ হইয়াছি। সভাগণ! ইহার যদি কোন কামনা থাকে, তাহা সিদ্ধ করিতে আমি আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিব; ইনি নিশ্চিতই কোন অতি মহত বংশের সম্পত্তি, তোমরা ইহাকে আমার সমীপে আনায়ন কর। আমি উহার সহিত আলাপ করিয়া, বোধ হইতেছে, যেন কতই বিমলানন্দ লাভ করিব।

অর্জ্জুন। (সম্মুখে অগ্রসর হইয়া) আমি মহারাজ বিরাটকে যথাবিধি সম্মান সহিত নমস্কার করি, তাঁহার সভাসদ সকলেও আমার দ্বারা উপযুক্ত অনুসারে সৎকৃত হউন্। আমার অভিলাষ আমি মহাযশস্বী বিরাট রাজার সম্মুখে প্রকাশ করি, কৃপাকরিয়া শ্রবণ করুণ—আমি নপুংসক; আমার নাম বৃহন্নলা। পূর্ব্বে রাজাধিরাজ রাজচক্রবর্ত্তী, ধর্ম্মের অবতার স্বরূপ যুধিষ্ঠিরের রাজভবনে তাঁহার পরম প্রণয়িণী গৌরবান্বিতা শ্রীমতী কৃষ্ণা ও মহাত্মা অর্জ্জুনের অর্দ্ধাঙ্গ-

ভাগিনী, প্রাণসমা সুভদ্রার, সঙ্গীত বিদ্যার শিক্ষকরূপে নিযুক্ত ছিলাম। আমি নৃত্যগীত বাদ্য প্রভৃতি প্রমোদ দ্বারা সর্ব্বদা তাহাদের মনোরঞ্জন করিতাম, ঐ যশস্বিনী পাণ্ডবদাসীরাও গুরু জানিয়া আমাকে অতিশয় মান্য করিতেন। এক্ষণে ধর্ম্মরাজ ভ্রাতৃগণ ও প্রণয়িণীসহ প্রতিজ্ঞা পালনার্থ বনগমন করাতে আমরা সকল অনুগত ব্যক্তি তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, মণি অপহৃত সর্পের ন্যায় প্রভু বিচ্ছেদে ভ্রমন করিতেছি। পূর্ব্বদিবস বিরাট রাজ্যে উপস্থিত হইয়া রাজকুমারী উত্তরার নিরুপম রূপ ও অতুল গুনের বিষয় অবগত হইলাম। নৃপতে! আপনকার যত্নে ও সুপালনে রাজনন্দিনী সকল বিদ্যায় পারদর্শিনী হইয়াছেন, শুনিয়াই সমীপে উপস্থিত হইয়াছি; মানস. যে রাজকুমারীকে আমি সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা দিই। আমি এক বৎসরের মধ্যে তাহাকে উক্ত উৎকৃষ্ট, মধুর বিদ্যায় এরূপ নিপুণা করিয়া দিব, যে, তাহাতে নিশ্চিতই যশস্বিনী রাজমাতারা সন্তুষ্ট হইবেন। পৃথ্বীপতে! কন্যাকে রূপবতী ও সর্ব্বগুণ সম্পন্না দেখিলে কোন্ পিতা মাতার হৃদয় আনন্দে প্লাবিত না হয়? পুত্রের ন্যায় কন্যাদিগকেও সুশিক্ষা দিবার নীতি শাস্ত্রে ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত সহিত লিখিত হইয়াছে; বিশেষতঃ আপনকার কন্যাই কোমল বয়সে অশেষ বিদ্যার সমূহ কলায় সুশিক্ষিতা হইবার উপযুক্তা।

বিরাট। (আত্মগতঃ) প্রকৃতিমাতা এরূপ সুমহত্ লক্ষণে গৌরবান্বিত শরীরে বিশেষ অভাব রাখিয়া কি অনায় নিষ্ঠুরতাই প্রকাশ করিয়াছেন? এইরূপ কারণেই সুবিদ্বান ব্যক্তিরা জননী প্রকৃতিকে অন্ধ স্বরূপে বর্ণন করিয়া থাকেন। (প্রকাশে) বৃহন্নলে! তোমার' মানস সফল হউক' এইকথা উচ্চারণ করিতে আমি আপনাকে আপনিই ধন্যবাদ দিতে উদ্যত হইয়াছি; অতএব, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। লক্ষণবিৎ বৃদ্ধা স্ত্রীর দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া, তুমি সচ্ছন্দে অন্তঃপুরে গমন কর। আমার প্রাণ তুল্যা, কুসুমনির্ম্মিত প্রতিমাসদৃশ কুমারী

উত্তরাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম। তুমি পিতার ন্যায় তাহার তত্ত্বাবধান কর; মাতার ন্যায় তাহাকে বর্দ্ধিত কর। তিনি স্বভাবতই গুরুকে মান্য ও ভক্তি করিয়া থাকেন অতএব তদ্বিষয় আমার তাহাকে শিক্ষা দেওয়া অনাবশ্যক। সচিববর! তুমি এখনই পরীক্ষা কার্য্য বিশেষঃ রূপে সমাধা করিয়া, ইহাকে অন্তঃপুরে প্রেরণ কর। ইহা রাজনীতি বিরুদ্ধ, নচেৎ আমার স্বয়ং উপযুক্ত সমাদর সহিত ইহাকে রাজপুরী মধ্যে প্রবেশ করান উচিত।

মন্ত্রী। (গাত্রোত্থাণ করিয়া) বৃহন্নলে! এদিকে আসুন॥

অর্জ্জুন। রাজচক্রবর্ত্তী বিরাটের জয় হউক। নৃপকুলচন্দ্র! এরূপ উদারতা ও বুদ্ধিমত্ততা মনুষ্য লোকে দুর্লভ, কিন্তু পরমজ্ঞানী বিরাটেরই উপযুক্ত। আমি মৎস্যরাজ ও তাহার সভাসদগণকে বিধিমত অভিবাদন করিয়া অনুমতি অনুসারে রাজপুরী মধ্যে প্রবেশ করি; সকলে আশীর্ব্বাদ করুন, রাজকুমারীকে সুশিক্ষিত করিয়া যেন কৃতার্থ হইতে পারি।

বিরাট॥ বৃহন্নলে। তোমার নম্রতাতে আমি পরম বাধ্য হইলাম; তুমি সচ্ছন্দে গমন করিয়া, কুমার উত্তরার পুরীতে অদ্যাবধি সম্পূর্ণ রূপে কর্ত্তৃত্ব করিতে থাকহ—ইহা আমার ইচ্ছা ও আজ্ঞা। (মন্ত্রী ও অর্জ্জুনপ্রস্থান করিলে) সভ্যগণ! এ পৃথিবীতে কোন বিষয়ে পূর্ণতা থাকা সম্ভব নয়, এজন্যই এই সর্ব্ব প্রকারে উৎকৃষ্ট, সুকান্তিযুক্ত পুরুষ নপুংসক হইয়াছেন; আমি উহার অসমান্য মনমোহনরূপ ও গুণে এরূপ চমৎকৃত হইয়াছি যে এখনও আমার উহাকে কোন ছদ্মবেশী দেবপ্রধান বলিয়া ভ্রম রহিয়াছে। যাহাহউক, সংসারে আমিই ধন্য, যেহেতু আমার সভাতে এতাদৃশ সর্ব্বজন প্রসংশিত রূপ ও গুণসম্পন্ন মহাত্মারা অদ্য অনুকম্পান্বিত হইয়া নিযুক্ত হইলেন। (সভাপ্রান্তে নকুল সহদেবক তিন্দীপাল ও গ্রন্থীপাল বেশে প্রবেশ করিতে দেখিয়া)

ভ্রাতৃগণ! তোমরা সকলেই শাস্ত্রে জমজ অশ্বিনীকুমার দেবদ্বয়কে পরিচিত হইয়াছ; কিন্তু স্বচক্ষে দেখ, আজ বোধ হয় তাঁহারাই আমাকে পবিত্র করিবার জন্য আবির্ভূত হইলেন। ঐ দেখ দ্বারপালগণ বিস্ময়বিস্ফারিতলোচনে উহাঁদের প্রতি নিরীক্ষণ করিতেছে—উহাঁরাও অকুতোভয়ে সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। (নকুল ও সহদেবের রাজার সম্মুখে উপস্থিত) কুমারদ্বয়! তোমরা কে? তোমাদিগের অসম্ভব কমনীয়তাপূর্ণ রূপ দেখিয়া, আমার বিশ্বাস হইতেছে যে দেবমান্য অশ্বিনী কুমারদ্বয়, কিম্বা দেবসেনাপতি কুমার দুই অংশে বিভক্ত হইয়া, ছদ্মবেশে আমাকে ভ্রমপূর্ণ করিবার জন্যই অধিষ্ঠান হইয়াছেন; নচেৎ "তোমাদের" এরূপ সামান্যবেশ কেন? ভিন্দিপাল ও গ্রন্থীপাল বেশে আমার নিকট আগমনের কারণ কি? শীঘ্র পরিচয় দিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন কর, যেন উপযুক্ত পূজা করিতে ত্রুটিজন্য পাপ আমাকে স্পর্শ না করে।

নকুল। মহারাজ! সর্ব্বত্র আপনার জয়ধ্বনি উত্থিত হউক। আমরা দেবতা নয়; কিম্বা কোন প্রধানবংশ সম্ভূত বলিয়া পরিচয় দিতেও পারিনা। আমরা সামান্য মনুষ্য, নীচবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করি। পূর্ব্বে চন্দ্রবংশীয় মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পুরীতে আমরা গাভি ও অশ্বসেবার প্রধান কর্ম্মচারিরূপে নিযুক্ত ছিলাম; আমি অশ্বচিকিৎসক ও অশ্ব লক্ষণবিৎ। যে সকল হ্রেষারবকারী পশুপ্রধানদিগের গৃহে রাখিলে গৃহস্তের মঙ্গল হয়; যে সমস্ত সুচিহ্ন থাকায়, পক্ষিরাজ সকল ঘোটকজাতি অপেক্ষা মহামূল্য শ্রেষ্ঠঘোটক মধ্যে গণ্য হয়েছে; তাহা আমি বিশেষরূপে জানি। যে সমূহ দুর্দমনীয়, বনমধ্যে নবধৃত অশ্ব নরছায়া দেখিলেই উল্লম্ফ প্রলম্ফিত হইয়া কোনমতে আরোহি গ্রহণ করে না, তাদিগেও আমি অনায়াসে বশ করিতে পারি। নৃপতে! অধিক বাক্যব্যয় অনাবশ্যক, আমাকে গ্রহণ করুণ; অতি অল্প সময় মধ্যেই আপনার অশ্বশালা উচ্চৈঃশ্রবাসদৃশ

উৎকৃষ্ট, অরোগী বাজিজাতিতে পরিপূর্ণ হইবেক—এক্ষণে আমার যাহা প্রার্থনা জানাইলাম, নৃপশ্রেষ্ঠ বিরাটের কি আজ্ঞা হয় প্রকাশ হউক।

সহদেব। নরপাল! আমি গোচিকিৎসক; আমার নামই গ্রন্থীপাল। পূর্ব্বে পাণ্ডুনন্দন রাজা যুধিষ্ঠিরের লক্ষগাভীর তত্ত্বাবধারণভার আমার উপর ছিল। আমি গাভীগণের সুলক্ষণ সকল জ্ঞাত হয়েছি— কোন প্রকার সুরভীকন্যার পুরীষ আঘ্রাণে বন্ধ্যার সন্তান হয়, তাহা প্রমাণের সহিত শিক্ষা করেছি, যেপ্রকার গোজাতি গৃহস্থের কল্যাণকর তাহাও বিশেষঃ রূপে জানিয়াছি। আমাকে নিযুক্ত করুণ; আমার জ্যোতির্ব্বিদ্যাতেও কিঞ্চিৎ জ্ঞান আছে। পূর্ব্বে রাজচক্রবর্ত্তী যুধিষ্ঠির, আমার উক্ত বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। এক্ষণে তিনি শত্রুর প্রবঞ্চনায় রাজ্যচ্যুত হয়েছেন। আমরা প্রভুবিচ্ছেদে এতকাল বহুতর রাজ্য ও প্রদেশ ভ্রমণ কর লাম—পরে আপুনি সমূহ উৎকৃষ্ট গুণে ও যশঃপ্রভাবে তাঁহার তুল্য অবগত হয়েই উপযীবিকা যাচিঞা কারণ উপস্থিত হয়েছি—আপনার যাহা অনুমতি হয় জ্ঞাত করিলে পরম অনুগৃহীত হই॥

বিরাট। যুবাদ্বয়! তোমাদের অভিলাষ অবিলম্বে পূর্ণ হউক। আমার লক্ষ ঘোটক ও দশসহস্রাধিক গাভি আছে; অদ্য হইতে তাহাদের তত্ত্বাবধারণ ভার তোমাদের উপর সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। পশুসেবা, বিশেষঃ গাভীপূজা আমি পরমধর্ম্মরূপে বিশ্বাস করি। তোমরা তাহাদের সুপালনে নিযুক্ত থাকহ। তোমাদিগকে দর্শন করিয়াই আমার হৃদয়ে প্রীতিপূর্ণ বাৎসল্য ভাবের উদয় হইয়াছে; তোমরা সন্তানের ন্যায় আমার পুরীতে বাস কর, আমি সর্ব্বদা স্নেহপূর্ণ গর্ব্বে তোমাদের পালন করিব। আমার বিশেষ ধারণা হইয়াছে যে তোমরা কোন সুক্ষত্রিয় অথবা পুরুষ প্রধানের বীর্য্যজাতঃ।

তোমরা যেন সেই মহত্ব অতি কষ্টে গোপন করিতেছ। খণিগর্ভে মুক্তা জন্মে বটে, গোপুরীষ মধ্যে উৎকৃষ্ট পদ্ম উৎপত্তি হয় সত্য, নীচবংশে রূপবান্ সন্ততিও উদ্ভব হইতে পারে; কিন্তু, মহৎ হইতে ভিন্ন মহতত্ত্ব সম্ভূত কদাচ সম্ভবেনা। যদি তোমাদের কোন গূঢ় মানস থাকে আমি তাহা অজ্ঞাত ; পূর্ণস্বরূপ অন্তর্যামি বাসুদেব আমায় মার্জ্জনা করিবেন। তোমাদের আপন আপন কামনা যে যেরূপে প্রকাশ করিয়াছ, তাহা আমি অকাতরে সিদ্ধ করিলাম। অদ্য আমার সুপ্রভাত্—অদ্য হইতে আমি আপনাকে ধনাতর করিয়া মানিব, কত পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছি, সেই ফলে তোমাদের তুল্য মহাত্মারা আমার সভাতে উপস্থিত হইলেন। এখন্ বোধ হয় আমি দেবসদৃশ, সকলগুণের আকর, নৃপশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের তুল্য হইব। এরূপ সর্ব্ব বিদ্যায় সুনিপুণ পুরুষেরা যাহার আলয়ে অবস্থিতি করেন, তাহার পুরী দেবরাজ ইন্দ্রের অমরাবতির ন্যায় যশঃসম্পন্ন হয়। সমাগত পুরুষ প্রধান চয়! তোমরা শান্তচিত্ত, নির্ব্বিকার আত্মা ধর্ম্মরাজের নিকট যে রূপে সম্মানিত হইতে, বিরাটরাজ্যে কোনমতে তাহাতে ত্রুটি হইলে, আমায় মার্জ্জনা করিবে। এক্ষণে আমার জগদীশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা--যে, তিনি যেমন অনুগ্রহ করিয়া, সত্যনিষ্ঠ, পাণ্ডুনন্দনের সভাগণকে আমার সমীপে প্রেরণ করিলেন, সেইরূপ আমার মনকেও সেই দ্বিতীয় ধর্ম্মরাজার তুল্য কলুষ বিহীন, শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ করুন; তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মভাব নিত্য আমার হৃদয়ে নিহত থাকুক। আমি যেন অমূল্যধন সত্যের জন্য তাঁহার দৃষ্টান্তে ত্যাগস্বীকারে অকুন্ঠচিত্ত থাকি; তাঁহারমত আত্মপ্রসাদ জনিত বিমলানন্দ লাভ করিয়া আমিও যেন চরিতার্থ হই। আমার বাসনা পূর্ণ হউক্, তাহা হইলে নিশ্চিতই পাণ্ডবসখা, ব্রণরহিত শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইব।

যুধি। মহামতি, ধার্ম্মিবর, রাজাধিরাজ বিরাটরাজার দয়া দাক্ষিণ্যতায়

পরম বাধ্য হইলাম। মহারাজ! ধর্ম্মে আপনার অচলাভক্তি, ধর্ম্মকে আপনিই রক্ষা করিতেছেন; অতএব অবশ্যই ভক্তাধীন পরমপুরুষ, ভগবান্ বিষ্ণু আপনাকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিবেন। তিনি পূর্ণমঙ্গল স্বরূপে অনন্ত জগতের হিত-সাধন করিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু, সংসারবিরাগী, ত্যাগ স্বীকার নিরত যোগীগণ ভিন্ন, দ্বৈতভাবাপন্ন, মর্ত্তসুখভোগীজীবকুল তাহা অ-নুভব করিয়া সদানন্দ লাভ করিতে পারে না। সংসারে অবস্থিতি ক-রিয়া বিরাগ অবলম্বন করা ও সর্ব্বত্র সমভাবে দৃষ্টি রাখা অতীব কঠিন, কিন্তু উদারচিত, দীনবৎসল বিরাটরাজার পক্ষেই তাহা সম্ভব হই-য়াছে। বিরাটনাথ! আমরা ব্রাহ্মণ; আপনার দ্বারা পরম উপকৃত হইলাম; কৃতজ্ঞতা উপহার স্বরূপ শুভআশীষ গ্রহণ করুণ। 'আ-পনার ধর্ম্মে মতি থাকুক্' 'সর্ব্বত্র আপনার জয়ধ্বনিসূচক মঙ্গল বাদ্য উত্থিত হউক্'।

(নেপথ্যে সভাভঙ্গ সূচক মঙ্গল ধ্বনি।)

প্র, ম, সভ্য। এক্ষণে সভাভঙ্গের কাল উপস্থিত, প্রবল পরাক্রান্ত বিরা-টরাজার যাহা আজ্ঞা হয়॥

বিরাট। অদ্য রাজকার্য্য অপেক্ষা এই সুবিজ্ঞ মহোদগণের অভীষ্ট-সিদ্ধি ও আশাপূর্ণরূপ কার্য্য সাধন করিয়া পরম আহ্লাদিত হইলাম। এক্ষণে বিশ্রামজন্য সকলে স্ব স্ব স্থানে সুখে গমন কর; আমিও শ্রান্তিদূরার্থে পুরীমধ্যে প্রবেশ কারণ সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। (সম্মুখস্থ একজন রাজকর্ম্মচারীকে) সচিব শ্রেষ্ঠকে ক-হিবে, যে ভ্রাতা কঙ্কের উপযুক্ত শুশ্রূষা হইতে কোন মতে ত্রুটী না হয়; তিনি যেন বিবেচনা করেন যে, ইনি সন্তোষিত হইলে আমি চরিতার্থ হইব। (স্বগত) অহো! আজ্ আমার ক্ষুদ্রহৃদয় বিমলানন্দ স্রোত ধারণে অক্ষম হইতেছে।

(কেহআশীর্ব্বাদ কেহ বা নমস্কার পূর্ব্বক সকলে প্রস্থান,

এবং রাজাওকুমার উত্তর অন্যদিকে দিয়া প্রস্থান)

(নেপথ্যে সভাভঙ্গ সূচক গীত।)

রাগিণী টোড়ি। তাল চৌতাল।

ভো, বিরাটরাজ, মহারাজধিরাজ, সকল গুণপূর্ণ, শান্তশীল। সভাভঙ্গকালে, বন্দীগণ মিলে, তব সুমহত গুণ গানে মাতিল। বিমলচরিত দয়াবান, শরণাগতপ্রতিপালক, দীনজনে পিতাসম করহ পালন; সত্যনিষ্ঠ, ধর্ম্মবান, প্রতাপপ্রবল। নৃপকুলচূড়ামণি, প্রবীণ পরমজ্ঞানি, সাধু-সেবা সাধুসঙ্গে সদাই আনন্দ; সাধুমতি, কৃপাময়, দীন-দয়াল।

দ্বিতীয়গর্ভাঙ্ক।

(প্রাসাদে, রাণী সুদেষ্ণা ও দুইজন পরিচারিকা)

(পরিক্রমণ)

প্র, মা,দাসী। রাজ্ঞি! রাজকুমারী উত্তরার পুরীতে একজন নপুংসক এসে-চেন্; শুন্‌লাম, তিনি না কি, সঙ্গীত বিদ্যার গুরুমহাশয়। আর, এক-বৎসরের মধ্যে রাজনন্দিণীকে ঐ বিদ্যায় পাকা করে দেবেন, মহারা-জার নিকট এইরূপ স্বীকার করেছেন—আপনি কি তাকে দেখে-চেন? মা! নপুংসকে যে এরূপ সুন্দর গঠন হয়, এমন বিদ্বান্ হয় তা ত কখনো শুনি নাই!

সুদেষ্ণা। হাঁ! উত্তরা তাকে সঙ্গে করিয়া লয়ে আমার নিকট এসেছিলেন। পরিচারিকে! আমি তার অসম্ভব মনোহররূপ দেখে এমনই মুগ্ধ হয়েছিলাম, যে, প্রথমে আমার তাঁকে কোন দেবতা বলে মনে হয়েছিল। আহা! ঐ নপুংসক যুবা অতি নম্রভাবে এসে, যখন্ আমাকে বিধিমতে অভিবাদন করে দাঁড়ালেন, আমি আশ্চর্য্য হয়ে কতক্ষণই তার প্রতি চেয়েছিলাম্—কি সুন্দর গঠন, কি মধুর মূর্ত্তি; শরীরের কোনস্থানে যদি একটুও দোষ্ আছে! আমার গৃহে রাধাবিনোদন শ্যামচন্দ্রের যে ভুবনমোহন প্রতিমূর্ত্তি আছে, অবিকল তাহাতে সেইরূপ দেখা গেল। ইহার জননী ইহাকে গর্ভেধরেছিলেন বলে, না জানি কত গর্ব্বই করেন? কিন্তু, ওঁরনভনপুরুষ, প্রধান অঙ্গে হীন হওয়াও, অতিশয় দুঃখের বিষয়। আমার বোধ হয়, ঐ অনুপম দেহের সকল প্রত্যঙ্গই অতি উৎকৃষ্টরূপে গঠন করে বিধাতা আপনার নির্ম্মাণ কৌশল দেখাতে গেছ্লেন, আর তাতে তাঁর কিছু তমঃ হয়ে থাক্বে, সেই কারণে দর্পহারী শ্রীকৃষ্ণই তাঁকে এই অসাধারণ ভ্রমে পাতিত করেচেন্; কিম্বা, মনুষ্যলোকে ঐরূপ কামিনী মনলোভা দেবযুবার গর্ব্বনাশক পুরুষ বর্ত্তমান্ থাক্লে, ভগবতী দেবীকুল ঈর্ষান্বিতা হবেন, সেই জন্যই হয়তঃ ঐ দৃষ্টান্তরহিত শরীর শ্রেষ্ঠ অঙ্গে অভাব হয়েছে। যদিও ক্লীব সত্য, কিন্তু মাতা অরুন্ধতী বল্লেন, যে উনি কোন অতি মহৎ বংশের সন্তান, সন্দেহ নাই। উহার সুন্দরকান্তিযুক্ত দেহে না কি? মহাবীর পুরুষের লক্ষণ সকল্ই স্পষ্ট দেখা যায়। যাহা হউক্, কিন্তু বিধাতার কি চাতুরী! এ পৃথিবীতে সর্ব্বরকমে উত্তম তিনি কাহাকেই দেখ্তে পারেন না; কেউ সম্পূর্ণ শ্রেষ্ঠ হলে, যে কোনরূপে হউক্, অম্নি তাতে একটী প্রধান দোষ দিয়ে বসেন্—তাহার বিচিত্র কার্য্যকৌশল বুঝা ভার।

দ্বি, য়া, দাসী। দেখুন মহারাণি! আজ্ মহারাজ্কে যে চামর ব্যজন

কর্‌ছিল, যে এসে বল্লে, দুটী যুবা পুরুষ রাজার নিকট এসেচেন্, আহা! তাঁদেররূপ নাকি তাঁদের গায়ে ধরে না। মহারাজ তাদিকে যুবরাজের অপেক্ষা আদর করে কাছে বস্‌য়ে, কত কথা কইলেন? আর, যদিও তারা অশ্বপাল, ও গোপাল বলে পরিচয় দিয়েচেন্, তবু মহারাজ তাদিকে বড়মানুষের ছেলে বলে বিশ্বাষ করেচেন্। আরো শুন্‌লুম, মা! সকালে একজন সূপকার বলে পরিচয় দিয়ে নিযুক্ত হএচেন্। তিনি ব্রাহ্মণ, কিন্তু রাজমহিলাদের সাক্ষাতে সিংহ, বাঘ, আরো ভয়ানক্ ভয়ানক্ জানোয়ারের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদিকে হার্‌য়ে দেবেন বলেচেন্—রাজবাড়ীতে কত রকম লোক্‌ই আসেন? আহা! পয়সার জন্যেই বামুনের ছেলে বাঘের মুখে যেতেও স্বীকার হল! ধনের আশায় লোকের বুকের পাটা কতই হয়? তার জন্যে প্রাণটা যাবে সেও স্বীকার তবু অর্থ যাতে হয় তা কত্তেই হবে। মা! অর্থ উপায়ের কতরকম পথ্‌ই, নিত্যি "নতুন্‌নতুন্" লোকে বার কচ্চে? বেঁচে থাকলে আরো কতই দেখ্‌তেই হবে? মহারাণী এক্‌বার আজ্ঞা করেছেলেন শুনেছিনুম, যে "অর্থই অনর্থের মূল" তা সত্যি সত্যিই। বাজি করেরা বাঁসের উপর উঠে যে, "হায়রে পয়সা, হায়রে পয়সা করে" তা সকলের পক্ষেই। তবে বল্‌বার কিম্বা জানাবার ভেদ, এই মাত্র।

সুদে। মহারাজ্ আজ্‌যে কতই আহ্লাদে আছেন্, তা বল্‌তে পারি না, তিনি বল্‌লেন্, কঙ্ক নামে পরিচয় দিয়ে একজন্ অতি মহৎ ব্যক্তি তাঁর কাছে এসেছেন্। তাঁকে দেখ্‌লেই মনে ধর্ম্মের উদয় হয়, অন্তরে ভক্তিরস সঞ্চার হয়। তাঁর এমনি শান্তমূর্ত্তি যে যথার্থ মহাতপা ঋষি বলে বোধ হয়। কিন্তু ঋষি তপস্বীগণ নাকি, জনস্থানে বা গৃহাশ্রমে কদাচ বাস করেন্ না; তাতেই সুদেষ্ণাজীবন বল্‌লেন্, ইহাঁর যে কি বিশেষঃ অভিপ্রায়, তাহা বুঝা যায় না। শুনেছি, কুরুবংশীয় রাজা যুধিষ্ঠির, যিনি সহোদর সহধর্ম্মিনী সকলসঙ্গে বনে গমন করে-

ছেন; উনি তাঁরই প্রিয়তম সখা ছিলেন্। আহা! যাঁর পারিষদ্ই এমন্ উৎকৃষ্ট লোক্, না জানি "তাঁর" স্বভাব কেমন্ চমৎকার হবে? অর্জ্জুনসখা করেন্ যদি কখন তাঁর সাক্ষাৎপাই তবে পূজাকরে মনের সাধ্ মেটাই।

প্র, দাসী। মহারাণি! দেখুন্ দেখুন্? অনুগ্রহ করে এদিক্ চেয়ে দেখুন্? এতো দেশের মানুষ নয়? ওমা! এতরূপ্ কোত্থেকে এল? একত্রে এতরূপের মিল্তো কখনো দেখি নাই, আহা! য্যাত সুন্দর বলেই সামান্য বেশ্ও অতো মান্ এচে।

(দ্রৌপদীর সৈরিন্ধ্রী বেশে নিম্নে দণ্ডায়ন)

সুদে। তাই ত গা? কি আশ্চর্য্য ভুবনমোহিনীরূপ্! আমার রাজপুরী মধ্যেও ত এমন্ রূপবতী কামিনী কেহ নাই। তোমরা জিজ্ঞাসা করনা গা? উনি ইন্দীবরতুল্য, অতীব সুন্দর চক্ষু সলজ্জ ও কাতর ভাবে বিস্ফারণ করে আমার প্রতি দৃষ্টি কচ্চেন, বোধ হয় যেন কিছু বল্বেন—আমার মনে হচ্চে ওঁর যেন কিছু প্রার্থনা আছে? আহা! অমন্ লোক্কে সন্তুষ্ট কর্তে পেলেই ত আমি চরিতার্থ হই, এ পৃথিবীতে জন্ম সফল হয়। কি আশ্চর্য্য! ওঁকে দেখে আমার স্নেহ, ভক্তি উভয় রসই উচ্ছ্বসিত হল। আহা! যেন বৃদ্ধ, তাপশশ্রেষ্ঠ হরমোহিনী কৃপা করিয়া আমার দ্বারেতেই আবির্ভাব হইয়াছেন—যদিও সামান্য রমণীর বেশ ধারণ করেছেন্, কিন্তু উঁহাতে যে একটী বিশেষ, নরদুর্ল্লভ শ্রেষ্ঠত্ব আছে, তাহা স্পষ্ট প্রমাণ হচ্চে, দেখেছ? (প্রথমা দাসির প্রতি) তুমি ওঁকে ভালকরে জিজ্ঞাসা কর দেখি? উনি কি কারণে এখানে এসেছেন্।

প্র, মা, দাসী। (দ্রৌপদির প্রতি) হেঁ গা তুমি কে গা? মহারাণী জিজ্ঞাসা কচ্চেন্, তোমার যদি কিছু প্রার্থনা থাকে ত প্রকাশ করে বল?

দ্রৌপ। অনুপায়া দুঃখিনীর প্রার্থনা বিরাটপ্রণয়িনীর স্বয়ংই শুনা উচিৎ। সুদেষ্ণে! সর্ব্বত্র আপনার অসাধারণ দানশীলতার পরিচয় পেয়েই এখানে এসেছি—অনুমতি হয়, তবে নিকটে গিয়ে নিজ কামনা প্রকাশ করি।

সুদে। ব্রাহ্মণকন্যা কিম্বা প্রোষিতাদের আমার পুরীমধ্যে আসিবার নিবারণ নাই; তুমি সচ্ছন্দে আমার নিকট আসিতে পার—না হয়, (দ্বিতিয়ার প্রতি) সুভগা, তুমি ওঁকে সঙ্গে করে, আমার সমীপে নিয়ে এস ত?

(বি, রানী ও প্রথমা দাসী প্রাসাদপ্রান্ত হইতে প্রবেশ—এবং তন্মধ্যে উপবেশন)

(নীম্নে দুইজন দ্বারপাল প্রবেশ)

প্র. দ্ব.। এ কোন্ হ্যায়, হো? রাণীকো পাস্ কেত্না মুর্কুটী ভুর্কুটী সব্ আইসে, ভাই, লেকেন্ এসা সুন্দরী নারী ত কভি দেখানাই? দেখ্ চৌবে এ কোউন ভদ্দর ঘর্ কা আদ্‌মি হ্যায়। (দ্রৌপদীর প্রতি) যাও মায়ি ভিতর্ যাও. মওয়ারাণীকা মহল্‌মে তোমারা মা-ফিক কইকো যানে মানাহি ন্যাহি॥

দ্বি. দ্ব.। ন্যাই, ভাই, এ আদ্‌মি কভি ভিচ্ছা ওয়াস্তে আইসে না। ইঁান উঁা কো বোল দেয় (দ্রৌপদীর প্রতি) কি গো? তোমার কি মানস্ আছে গো? ঠিঁক করিয়ে বোলো। ভিত্‌রি কুছ্ হ্যায়, হাম মালুম কর্‌ল্যা।

দ্রৌপ.। দ্বারপাল! এই প্রশ্নের উত্তর তোমাদিগকে দিতে পারি না, বিরাটরাণীই ইহার উপযুক্তা।

দ্বি, দ্ব.। দেখ, কেসা মিষ্টি ভাখিনী? (দাসীর উপস্থিত) হাঁমায়ি, ঠিক্ বাৎ মায়ি। (অন্তরালে) দেখ্ চৌবে, হাম্ তোম্‌কো বো-

বোলা, উঁহি বাৎ ঠিক্ হ্যায়। আহা! হামার ভক্তি হইলরে চৌবে, হামার হিচ্ছা পেন্নাম করিরে, ভাই!

দ্বি, য়া, দাসী। (নিকটেগিয়া) (স্বগতঃ) ও মা, সত্যিইত! নিকটে দেখেই যে চমৎকার হতে হল! আহা! এমন্ রমণীরত্ন দেখে আজ্ আমার চক্ষুও সার্থক হল। (প্রকাশ্যে) এস গো মহারাণী আপনাকে ডাক্‌চেন্!

দ্রৌপ। চল। দ্রৌপদীসখা রুক্মিণীকান্ত তোমারি মঙ্গল করুন।

দ্বি, য়, দাসী। গাত্র এমন্ সুগন্ধি কিসের? হুঁ! তবে তো ভিতরী রস্ আছে? আহা! ইদিকে এই বেশ, আবার চন্দন গোলাপ্ও মাখা হয়েচে?

(দাসী সহিত দ্রৌপ, প্রবেশ।

প্র, দ্বার। দেখ চৌবে, হাম্ বহুৎ শাস্তর্ পড়্‌কে সিখা হ্যায়; যো, উও, দেবীকুল যব্ চল্‌তে হেঁ, তব্ ওস্কো গজন্দ্রগামনী বোল্‌নে হোতা।

২ দ্বার। আহা, হা! আবি হামার মন্ মে এসি লাগ্‌তা হ্যায় রে ভাই, এ কভি মান্‌বী ন্যাহি। বড়া চুক্ হুয়া! কুছ্ বর্ মাংইয়ে লিলে ভারি কাম্ হোতো রে পাঁড়ে—আওর কভি ওস্‌সে মুলাকাত তো হোগা ন্যাই। এস্ বকত্ ওত্তো অন্তর্ধান হোকে চলা গাঁই। ছি ছি ছি, বড়া গর্‌কানী কাম হুয়া, ভাই! বড়া বুরা কাম হুয়া! এস্ বাৎ সুন্‌নেসে হামার ঘর্‌কা আদ্‌মি কেত্‌না ঝাড়ু বখাড়ু হামার পিঠে ভাংবে রে! হায় ও! ছি ও! (নেপথ্যে দামামা ধ্বনি)

প্র, দ্বার! চলো ভাই, আব্ হুজর্‌কো কাম্ করি! ও ধ্যায়ান্ কর্‌নেসে ক্যায়া হোগা, ওতো আবি চল্‌গেঁই। (দীর্ঘনিশ্বাস) আব্ চলো ভাই, পাহারা বদ্‌লিকা আমল হুয়া! (উভয়ে ভিতরে প্রস্থান)

(দাসীসহদ্রৌপদীর রাণীর নিকট উপস্থিত)

দ্রৌপদী। রাজমহিষি! দিক্‌পালগণ আপনার মঙ্গল করুন, নারা-

মণের কমলার ন্যায় আপুনি মহাবল পরাক্রান্ত, পুণ্য কর্ম্মা বিরাটরা-জের হৃদয়ভাগিণী হন ; আপুনি সব্ব বিধায়ে রমণীকুলবর্ণীনি আমি আপনাকে নমস্কার করি। দেবি! আমি প্রার্থী, আমার প্রার্থনা শুমুন — আমি স্বৈরিণী, আমার নাম সৈরিন্ধ্রী। পূর্ব্বে পাণ্ডবপ্রণয়িণী, শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়সখী যাজ্ঞসেনীর আত্মসমা সখি ছিলাম ; তিনি আপাততঃ সর্ব্বভূতবিজয়ী, পুরুষবর মহাগুরু স্বামীগণের সহিত সত্যপালন জন্য অজ্ঞাত বাস করছেন। সেই কারণেই তাঁর দাসী সকলে কর্ত্তৃবিহীনে নিরাশ্রয়া যুবতীর ন্যায় দুর্দ্দশাপন্ন হয়েছি। আমি আজ্ মৎস্যরাজ্যে উপস্থিত হয়ে, আপনার অনুগতপালনের শীলতা বিষয় বিশেষঃ অবগত হলাম। আপনার হৃদয়বল্লভ মহারাজের সর্ব্বত্র জয়ধ্বনি উত্থিত হউক্ আমাকে দয়া করে দাসীত্বে গ্রহণ করুন। বিরাটভাবিনি! স্বামীর মঙ্গলেই সতীর কামনা পূর্ণ হয়, স্বামীর কল্যাণেই স্ত্রীর তপঃসিদ্ধ হইয়া থাকে— আপনার ন্যায় সাধ্বী বরবর্ণিনীরও সেই মানস হওয়া সম্ভব, আর সেই জন্য মহারাজের জয়বাক্যই, আমাদের তুল্য অধীনিদিগের সর্ব্বদা উচ্চারণ করা কর্ত্তব্য। মহাভাগ্য, এক্ষণে আমার ভিক্ষা জানাইলাম ; আমাকে অনুগ্রহ করে নিযুক্ত করুন, আমি কেশসংস্কার বিষয়ে বিশেষতঃ নিপুণতায় দেবী যাজ্ঞসেনীর প্রধান সহচরী, অর্জ্জুনগতপ্রাণা সুভদ্রাকেও সন্তুষ্ট করেছিলাম। সংক্ষেপে বলিতে উচ্ছিষ্ট গ্রহণ কিম্বা পরিত্যক্ত বস্ত্রস্পর্শ ব্যয়ায়, আমি বোধ হয়, সকল প্রকার কর্ত্তব্যসাধনে আপনাকে পরিতুষ্ট কর্ তে পার ব।

সুদে। সৈরিন্ধ্রি! তুমি সচ্ছন্দে আমার আলয়ে বাস করিতে পার। কিন্তু, তোমার যেরূপ জগৎমনমোহন, সুললিত রূপ দেখিতেছি তাহাতে বলিতে কি, আমার কিছু শঙ্কা হইতেছে। আরও, সামান্য পরিচয়েই বোধ হইতেছে, যে রমণীকুলে দুষ্প্রাপ্য সকল গুণ

তোমাকেই বৰ্ত্তমান্ । তুমি যাঁহার পরিচয় দিতেছ, শুনেছি, সেই দ্রুপদকুমারী পাণ্ডববধূ পুরুষমনলোভা সমস্ত মহৎগুণে বিভূষিতা বলেই, পঞ্চস্বামীর হৃদয় এককালে সমানরূপে অধিকার করতে পেরেছেন। আমার অনুমান হয়, তুমিও মুনিজনমোহিনী রূপগুণে তদপেক্ষা কিছুই কম নয়। স্পষ্ট বলাই উচিত, ভাই, হৃদয়েশ্বর বিরাটনাথ এত বৃদ্ধ হন নাই, যে তপঃশুষ্ক বনবাসীগণের মনবিকারে সমর্থ এমন রূপগুণেপ্রধান, উপমারহিত রমণীরত্ন দেখিলেও চঞ্চল হবেন না।— কিন্তু তার মধ্যে, যদি তুমি প্রতিজ্ঞা করে, এরূপ অবস্থায় থাকতে পার, 'যে সুদেষ্ণানাথের সহিত তোমার কোন মতে কখন সাক্ষাৎ না হয়,' তবে সুখে আমার অন্তঃপুরে বাস কর। আমিও তোমায় আজ অবধি সখীত্বে বরণ করলাম।

দ্রৌপ। বিরাটরাণীর সৌহার্দ্দতায় অত্যন্ত বাধ্য হলাম। আমি যতকাল শুভ অদৃষ্টক্রমে আপনকার রাজপুরীতে বাস করব, নিরত যত্নবতী থাকব, যে মহারাজ আমাকে কোন মতে না দেখিতে পান। আপনিও দয়া করে কোন পুরুষের কর্ম্মে আমাকে অনুমতি না করলে পরম বাধ্য থাকব। মহারাণি! আমারও পঞ্চ গন্ধর্ব্ব স্বামী আছেন, আমি যেখানে থাকি তাঁহারা অলক্ষে আমাকে রক্ষা করিয়া থাকেন; আপনার কোন চিন্তা নাই তাঁরা নিয়ত আমার সতীত্ব পথের কণ্টক বিনাশ করেন।

১মা, দাসী। (২য়ার প্রতি অন্তরালে) ওলো সে কি লো? অবাক! ওদের দেশে কি সকলেরি পাঁচটা স্বয়ামী? ছি ছি ছি! কি লজ্জার কথা, মা! কেমন করে পাঁচ জনের কাছে শোয়লো? এক জনেরি মন যোগান ভার! এত জনকে কেমন করে বশ করে রাখেগো? ওদের দেশতো তবে ভাল গা। আহা! মাবাপ্ ইবা কেমন করে পাচজনের হাতে তুলে দেয়? তেমন মা বাপও ধন্যি! আচ্ছা, হৈঁলা? তা, জিজ্ঞাসা কর না?

একবারেই সকলের কাছে শোয়, মা পালা করে থাকে ? ছি মা ! শুনে লজ্জায় যেন আমার শরীর কেমন কচ্চে—আর, তা হবেই না বা কেন ? লোকে কথায় বলে, রাজারাণীর গুণেই প্রজাদিগের সুখ সৌভাগ্য। আহা ! আমাদের সেই 'একটী' শিবরাত্তিরের শল্‌তে তাও আবার এমন পোড়া চাক্‌রি, পাওয়াই ভার ; হওয়া না হওয়ায় সমান ! ছি মা ! (দ্বিতীয়াকে অল্পটিপিয়া) ওলো, তুই না হয় ওদের দেশে যা না লো ? বেশ্‌তো এর বাড়া আর সুখ্‌ কি ? এক জনের কাছেই কত আদর ? পাঁচজনে সোহাগ করবে, আদর কর্‌বে—যা হোগ্‌, ভাই, ওরাই কিন্তু যথার্থ স্ত্রী। না কি গো ! !

দ্বি, যা,। তুই কেন জানা, তোর যদি এত সাধ হয়ে থাকে ? একটু আস্তে কথা ক পাঁচটি স্বয়ামীর কথা শুনে, আহ্লাদে যে আর বাচেন্‌ না ? আ মরে যাই ! হাসি যে আর মুখে ধরে না ? মরণ আর কি ! এখন্‌ চুপ্‌ কর, ঐশোন্‌ মা-রাণী কি বল্‌ছেন ?

সুদে। হেঁ, মা, তোমাদের কি সকলেরই পঞ্চস্বামী ? এ শাস্ত্র কোথায় পেলে ? এ প্রকার রীতি ত কোথাও শুনি নাই। উড়িষ্যাদেশের দাম্পত্যধর্ম্মে স্বামী পরলোক গমন করিলে, কনিষ্ঠ সহোদরের সহিত বিবাহেতে কুলকামিনীর অধর্ম্ম হয় না। কিন্তু এক্‌বারে পাঁচটী স্বামী ত কোথাও শুনি নাই। সখি ! তোমার মাতা পিতা কি সম্মত হয়েই একবারে পঞ্চজনের হস্তে সমর্পণ কর্‌লেন ? (স্বগতঃ আহা ! কি অমৃতমাখা কথাগুলি, শুন্‌তে ইচ্ছা করে, কথাকয়ে আমার মন তৃপ্ত হচ্চে ? আর, এমন্‌ রূপগুণ সম্পন্না না হলেই কি বহুস্বামী ভাবিনী হতে পারতেম্‌ ?)

দ্রৌপ। বিরাটশোভনে ! পূর্ব্ব জন্ম অর্জ্জিত ফল, মনুষ্যকে এলোকে ভোগ কর্‌তে হয়। আমার পূজনীয় মাতা পিতার দোষ নাই ; তাঁহারা বাধ্য হয়েই এরূপ কার্য্য করেছেন। আমার পঞ্চস্বামী মহামতি গন্ধর্ব্বপতিগণ পুনাতপা, তাঁরা নিয়ত আমাকে সোহাগিনী

করেছেন, আমিও তাঁদের সেবায় বিশেষ আনন্দ লাভ করে থাকি।

প্র, মা, দাসী। হেঁ গা? তা আমি একটা কথা জিজ্ঞেষা করি? আমাদের কারও সতিন্ থাক্‌লে, সেত আমরণ সুখ কেমন্ তা জান্‌তে পারেনা; তা তোমার বাছা, পাঁচটী স্বয়ামিতে কি করে মিল্ থাকে? সকল মানুষেই বলে থাকে, যে, "সকলের ভাগ্ দেওয়া যায়, কিন্তু অমুকের ভাগ্ দেওয়া যায় না।" কিন্তু পুরুষদের তবে বুঝি সেরকম নয়? তা হলে কি এক্‌জনের কাছে দেখে আর এক জন বুক্ ধরে থাক্‌তে পারে? আহা! তোমাদের দেশের ওঁরাও বুঝি খুব নক্ষী? আমার এতো কথা বলবার কারন এই, মা! বলি, এ দেশে নাকি, মাত্র দুটীও যদি কেউ নুক্‌য়ে ছাপ্‌য়ে করে, তাহলে সন্দরা অমনি কাটাকাটি করেই মরেন। (দ্বিতীয়াকে ধারণ পূর্ব্বক দণ্ডায়ণ)

দ্রৌপ। মা! আমার স্বামীদের গুণ জগতে সকলেই জানে; তাঁরা রিপুদমনে মহাতপা ঋষিকুলেরও প্রশংসনীয়, তাদের মধ্যে হিংসা, দ্বেষ জন্মান কখনই সম্ভবে না। আমি উদ্দেশে তাঁদিগকে নমস্কার করি; তাঁরা সর্ব্বদাই আমার নিকটে থাকেন্—আমিও নিশ্চয়ই তাঁর ন্যায় তাঁদের অনুগামিনী। আমার মঞ্জনা বল, ইহা যদি এখানকার সমাজের নিয়মবিরুদ্ধ হয়, তবে তোমাদের সেকথা আন্দোলন না করাই উচিৎ।

সুদে। (দাসীর প্রতি) তোমার ঐ কথা বার বার উত্থাপন করা কেন; যদি কেহ কোন কারন বশতঃ কি, বাধ্য হয়ে কোন নীতিবিরুদ্ধ কর্ম্মই করে, সেকথা তাহার নিকট বলাই অন্যায়। তাকে লজ্জা দিয়ে আর কি হবে? গতো কথার সূচনা করায় ফল কি? (দ্রৌপদীর প্রতি সখি! তুমি আমার নিকটে বস, ওদের কথার উত্তর দিতে পারবে না। (সহাস্যে) আমি ওকে এবার সেই দেশে পাঠিয়ে দিব, ও পাঁচটা স্বামীর কথা শুনে হিংসা হয়েচে?

দ্রৌপ। সুদেষ্ণে! যাঁরা নীতিপ্রদর্শক, যাঁদের বাক্যই শাস্ত্র

যাঁরা ধর্ম্ম অনুষ্ঠানের অতি সূক্ষ্ম পন্থা উদ্ভাবন করেন্; তাঁদের অনুমোদনেই এ কার্য্য সম্পন্ন হয়েছে; আপুনি নারী কর্ত্তব্য ধর্ম্ম শাস্ত্রে বিধিমতে দীক্ষিতা হয়েছেন, অধিক বলবার আবশ্যক নাই—দেবি! আমি এতে লজ্জিতা হই নাই। যাঁদের অনুজ্ঞামতে ইহা বেদবাক্যরূপে গণ্য হয়েছে, আমি তাঁদের ভক্তিভাবে নমস্কার করি, তাঁরা আমার প্রতি সদা সন্তুষ্ট থাকুন!

প্র, মা, দাসী। (দ্বিতিয়ার প্রতি) ওঃ খুসি দেখ্‌ছিস। ধন্য মা, তুমি! কেমন করেই পাঁচ জনের মন রাখ?

সুদে। (দাসীগনের প্রতি) তোমরা স্থির হও গো, এক্ষণে পরিহাস থাক্ সৈরিন্ধ্রীর সঙ্গে আমার অনেক গুলি কথা আছে। হেঁ গা? সত্যনিষ্ঠ পাণ্ডুপুত্রেরা যখন বনে গেলেন, তখন পুত্রবতী দ্রুপদনন্দিনীও কি সকল মমতা ত্যাগ করে, তাঁদের সঙ্গেই গমন কর্‌লেন? রমণীকুলের মধ্যে তিনিই যথার্থ স্বামী অনুগতা; রাজার কন্যা, রাজারবধূ হয়ে; আজন্ম রাজসুখ ভোগ করে, কি প্রকারে, ব্যাঘ্র, ভল্লুক পরিপূর্ণ অরণ্যে বাস কর্‌চেন্? কদ্রহৃদয়া নারীজাতির আজ্ তিনিই মুখ উজ্জ্বল কর্‌লেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মলারহিত, অমিয় চরিত্র আমি প্রাণেনাথের মুখে সর্ব্বদাই শুনি। তিনি যখন পাঞ্চালরাজনন্দিনী যাজ্ঞসেনীর অসামান্য স্বামী অনুরাগের কথা বর্ণন করেন, তখন আমার অন্তঃরকরণ যে কতই প্রফুল্ল হয়, মনে মনে যে তাঁকে কতই ধন্যবাদ দিই তা বল্‌তে পারি না। আহা! বহুস্বামীর পত্নী হয়েও আপনাকে পঞ্চভাগে সমান রূপে বিভক্ত করে, প্রত্যেক প্রাণেশ্বরের নিকটেই যে অকপট প্রণয় পাচ্চেন, সেই জন্যই তিনি স্ত্রীকুলে বিশেষঃ পূজ্যা। আমাদের "শ্রুত" ব্যক্তিদের নিকট শুনা মাত্র, কিন্তু তুমি, রাজা দুর্য্যোধনের কপট ব্যবহার, রাজচূড়ামণি ধর্ম্মরাজের উদারতা তাঁর পরমসাধ্বী প্রণয়িণীর সহিষ্ণুতা, সকল স্বচক্ষে দেখেছ। আমার

বহুকাল হতে অভিলাষ ছিল, যে যদি কখনও সতীকুলের দৃষ্টান্ত-স্বরূপা, কৃষ্ণপ্রিয়সখীর কোন দাসীর দেখা পাই, তবে তাঁর পবিত্র জীবন চরিত শুনে, মনকে শুদ্ধ কর্‌ব। সখি! এখন তোমাকে পেয়ে আমার সেই অভীষ্ট সিদ্ধ হল। এই জন্যই মাতা অরুন্ধতী বলে থাকেন, যে " মনুষ্যের যে বিষয়ের জন্য দৃঢ় প্রার্থনা হয়, তাহা অন্তর্য্যামী হৃষীকেশ অবশ্যই পূর্ণ করেন।" আর, " অনেক সময় আমরা অকৃত্রিম প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে প্রার্থনা করিতে পারি না বলিয়া, অনেক বিষয় হইতে বিচ্যুত থাকি "। ভদ্রে! রুক্মিণীবল্লভ তোমাকে আমার নিকট পাঠিয়ে, আজ আমার সেই আশা, প্রার্থনা সকলই পূর্ণ কর্‌লেন।

দ্রৌপ। মহারাণী যাহা আজ্ঞা কর্‌লেন তাহা অতি অমূল্য বিশ্বাস; কিন্তু স্বভাবচঞ্চলমনুষ্য, অপেক্ষা সহ্য করিতে পারে না, এই জন্যই " নিষ্ঠ " হইতে বিচলিত হয়ে পড়ে; আবও, জগৎপাতার মঙ্গলস্বরূপে দোষ আরোপণ করিয়া নাস্তিকতা অর্থাৎ মানসিক বীর্য্যহীনতা প্রকাশ করে—বস্তুতঃ সেই অনন্তদেবের নির্ব্বিকার স্বরূপের নিন্দাও করিয়া থাকে। সাধুজনেরা কহেন, অটলচিত্তে তাহার নিকট যাহাকিছু কামনা করা যায়, তিনি তাহা নিশ্চিতই সিদ্ধ করেন। ভাগ্যবতি! গভীর অর্থযুক্ত এই সকল কথা আপনার মুখে শুনে আমি অত্যন্ত তুষ্ট হলেম। নারীজাতি মধ্যে পূজনীয়া কুন্তীশিবা, বিদ্যাবতি পাঞ্চালী, আর, মহারাণী সুদেষ্টার মুখকমল হতেই এরূপ সুধাময় বাক্যসকল নির্গত হওয়া সম্ভব। যাহা হক, এক্ষণে রাজমাতা যাহা শুন্‌তে মানস কর্‌লেন, সে সকল কথা বর্ণন কর্‌তে হলে, আমার হৃদয় বিদীর্ণ হতে থাকে। আমি যাহা স্বচক্ষে দেখেছি তাহার উদাহরণ কোথায়ই পাওয়া যায়না। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সত্যব্রত নিষ্ঠতা; অদ্বিতীয় ভুজবল-গর্ব্বিত, মহাত্মা বৃকোদরের আক্রোশ; সর্ব্বদেবপূজ্য পার্ব্বতীনাথ,

ত্রিপুরারির শিষ্য অমোঘ পাশুপত অস্ত্রধারী পার্থের সহ; দেবিকুন্তীর বিশেষঃ স্নেহের পাত্র, দ্রৌপদীপ্রাণবল্লভ সুকুমার কুমারদের ক্ষোভ অথচ অনুজের কর্ত্তব্য সাধনে তৎপর; আর, ত্রিলোকনাথ বাসুদেবের সখী, অভিমানিনী পাণ্ডবললনা কৃষ্ণার ত্যাগস্বীকার— সকল বিশেষঃ করে শুন্‌লে আপুনি অনবরত অশ্রুজল বিসর্জ্জন করবেন, সন্দেহ নাই। আপনার আজ্ঞা হলে অবকাশমতে অবশ্যই সে সকল কথা বল্‌তে বাধ্য হব, কিন্তু আমি তাহা যতক্ষণ বিস্মরণ থাকি ততক্ষণই সুস্থির চিত্তে অবস্থান কর্‌তে পারি। (সজলনয়নে) ঐ সকল কথা স্মৃতিপথে উদিত হলেই আমি শোকাবেগ সম্বরণে অসমর্থা হই!

সুদে। (স্বগতঃ। দাসী বলে পরিচয় দিচ্চেন সত্য, কিন্তু স্বভাব বা কথাবার্ত্তায় সেরূপ ত কোন মতে বুঝায় না?

(নেপথ্যে সন্ধ্যাসূচক মঙ্গল ধ্বনি)

প্র, দাসী। মহারাণি! মহারাজের সন্ধ্যাবন্দন কর্‌বার জন্য পুরীর ভিতর আস্‌বার সময় হয়েছে। (নেপথ্যে যন্ত্রধ্বনি শুনিয়া) ঐ শুনুন, রাজকুমারীর সখিরা যন্ত্র মিলুয়ে 'বৈতালিক' গীত গাবার উদ্যোগ কর্‌চে।

সুদে। সৈরিন্ধ্রি! তোমার ন্যায় বিদ্যা বুদ্ধিতে মাননীয়া কামিনী, সখীরূপে লাভ করে, আজ্ আমি কৃতজ্ঞহৃদয়ে কুলদেবতাগণকে স্বহস্তে পূজা উপহার দিতে মানস করেছি। এখন চল, উপযুক্ত মন্দিরে তোমার আবাস স্থান নির্দ্ধারিত করে দিই—আমি সুদেষ্ণাদেবের চরণপূজা সমাধা করে ত্বরায়ই তোমার নিকট পুনরাগমন কর্‌ব— যতক্ষণ মহারাজ রাজকার্য্য জন্য বাহিরে থাক্‌বেন, আমি এক নিমেষও তোমার সঙ্গ ত্যাগ কর্‌ব না।

দ্রৌপ। বিরাটহৃদিবিলাসিনী সুদেষ্ণার সৌজন্যতাতে পরম বাধ্য

হল্যায়। আমি আপনার অনুগত দাসী, আমাকে যা অনুমতি করবেন, তাহা সম্পাদনে প্রাণপণে সচেষ্ট থাকব।

সুদে। না দাসী নয়, এমন নারীদুর্লভ গুণে অলঙ্কৃতা রমণীকে কখন দাসী বলা যেতে পারে না। আজ অবধি তুমি আমার সহচরী হলে— আমার দাসীগণও সকলে তোমাকে আমার ন্যায় মান করবে। সখি! চল, পুরী মধ্যে গমন করি, পূজা [দেবদর্শন সকল সমাপ্ত করে এসে তোমার মুখে পাণ্ডবচরিত শুনবো।

দ্রৌপ। যে আজ্ঞা।

[সকলে প্রস্থান।

(নেপথ্যে বৈতালিকী গীত।)

রাগিণী চিতাগৌরী—তাল আড়াঠেকা।

কুমুদিনীনাথ এস (সমাদরে) করি তব আরাধনা।
সুধাদান, প্রাণীগণে, করিয়ে করুণা।
নিদ্রিত থাকি যবে, প্রহরীর সম তবে, রক্ষহমানব সবে, করিয়ে যতন, কিন্তু, বিরহীর পক্ষে তুমি, সদা পূর্ণ অগ্নি কণা।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

[উপবন।]

বিরাটকুমারীর প্রকোষ্ঠ পশ্চাতে উত্তরা ও অর্জ্জুন

(বৃহন্নলা বেশে পরিক্রমণ।)

উত্তরা। বৃহন্নলে! স্বভাবের অপূর্ব্ব শোভা দেখ্‌বার জন্যই পিতা আমাকে এই মনোরম্য, নির্জ্জন উপবনটী দান করেছেন্। বনের সমস্ত অপূর্ব্ব বস্তুই প্রায় এতে কৃত্রিম করে রাখা হয়েছে, তাতেই একে উপবন বলা যায়। আহা! ইহার মনোহর শোভা সকল দেখে মনে কত প্রকার রসেরই উদ্রেক হয়? নবীন বৃক্ষগুলি বৃহতের শাখাপল্লবে আবৃত থাকাতে, বোধ হচ্‌চে যেন শিশু সন্তানেরা করুণাময়ী জননীর ক্রোড়ে আতপতাপরূপ দুর্ঘটনা হইতে রক্ষার জন্যই নিশ্চিন্তে ক্রীড়া করে অবস্থান কর্‌চে, আর, ওদের মাতারাই, যেন পৃথ্বীদেবীর নিকট হতে অমৃতরস ভিক্ষা করে ঐ কোমলাঙ্গ শাবকগণকে ক্রমশঃ বর্দ্ধন্ কর্‌চে। এই লতাগণকে দেখ্‌লেই, মনে হয়, যেন এরা "প্রাণেশ্বরকে জীবন থাক্‌তে পরিত্যাগ করোনা।" বলে, কুলবতীকে শিক্ষা দিচ্‌চে। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) এই ফলমুকুলে অবনত তরুরাজীকে দেখুন? এরা যেন রাজমাতার ন্যায় গর্ব্বিত ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে—ওর মধ্যে নীড় হতে পক্ষীশাবকগুলি এক্ এক্ বার মস্তক তুলে, কি দেখ্‌ছে, বলুন দেখি? আমার বোধ হয়, সন্ধ্যা উপস্থিত, এখনও ওদের পিতামাতা আসেন্ নাই, সেই জন্যই উৎকণ্ঠিত হয়েছে। (সম্মুখে দেখিয়া) সম্মুখের ঐ বৃক্ষটীতে কোকিল কোকিলা দুটী

কেমন মুখের উপর মুখ রেখে আহ্লাদিত চিত্তে নিদ্রা যাবার উপক্রম কর্‌ছে? ওরা যে মধ্যে মধ্যে এক্‌ এক্‌বার চেয়ে দেখ্‌ছে, আবার চক্ষু মুদিত কর্‌ছে, দেখ্‌লে হঠাৎ মনে হয়, যেন কখন পরস্পরকে অন্তরে দেখ্‌ছে, আবার কখনওবা প্রীতিপূর্ণনয়নে দাম্পত্য প্রেম প্রকাশ কর্‌ছে, কিম্বা, 'বসন্ত আসুন্‌, তবে ললিতস্বর প্রকাশ কর্‌ব,' বলে যেন স্থিরভাবে অপেক্ষা কর্‌ছে। গুরো! [illegible] হয়ে এই সময় সরোবরের কেমন শোভা হয়েছে, দেখিগে চলুন্‌—কমলিনী কেমন ঈর্শান্বিতা হয়ে "মনচোর কোথায় পলাবে" বলে প্রাণকান্তভৃঙ্গরাজকে হৃদয় মধ্যে লুক্কায়িত কর্‌ছে; বিরহবিধুরা কুমুদিনী হৃদয়নাথের জন্য বাসরসজ্জা কর্‌ছেন, স্বভাবের এই সকল চমৎকার কমনীয় ভাব দেখে, সুরসিকা স্বচ্ছ সরোবরই বা, কেমন মধুর ভাবে ঢল ঢল হচ্‌ছেন—(সরোবর তটে উপনীত হইয়া) আহা এই সময়ে কেমন সকলেরি মধুরভাব! অঞ্জনারমণও যেন অপার প্রেমভাবে অল্প হাস্যচ্ছলে মৃদুবহন কর্‌ছেন। (অর্জ্জুনের হস্ত ধারণ করিয়া) ভদ্র! এস, এই সরোবরের তীরে পরিক্রমণ করি।

অর্জু। সরলে! বাস্তবিক্‌ই দেখ; আদরিণী কুমুদ দেবমনমোহন রমণীসজ্জা করছেন্‌; পৃথিবীতে সুখ দুঃখের অবশ্যম্ভাবিত্য কমলিনী আজ্‌ স্পষ্ট প্রমাণ কর্‌ছেন। আহা! প্রকৃতিমাতাও এই সময় ধর্ম্মের ন্যায় স্থির ভাব ধারণ করে, হৃদয়ে সেই সনাতন দেবের অমৃতময় প্রতিমূর্ত্তি নিহত করছেন। রাজকুমারি! এই যে সম্মুখে কৃত্রিম ক্রীড়া পর্ব্বতটী দেখ্‌ছেন, এইরূপ অচলচিত্তে স্থিরভাব না হলে কেহই রুক্মিণীবল্লভের সাক্ষাৎ পায় না—তুমি অবশ্য সেই পরমদেবের বিমলচরিত শুনে থাক্‌বে? হৃদয়ে ধর্ম্মের ভিত্তি না থাক্‌লে তাঁর মহিমা কেহই বুঝ্‌তে পারে না।

উত্তর। বৃহন্নলে! তোমার সহিত আলাপ হওয়া অবধি, আমি প্রত্যহ একটী কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ব মনে করি, কিন্তু উপযুক্ত অবসর পাই না।

এই মনমত সময়; তুমি অনুগ্রহ করে এক্ষণে ভগবতী কিশোরী-মোহন বাসুদেব, আর, তাঁর প্রিয়তমসখা দেব অর্জুনের চরিত্র বর্ণন কর। নরোত্তম অর্জুন কর্ত্তৃক, ত্রিলোকনাথ দেবকীনন্দনের সহোদরা পরম-রূপবতী সুভদ্রার হরণ বৃত্তান্ত বিশেষঃ করে শুনতে আমার অত্যন্ত ইচ্ছা আছে। আর, কোন্ যুবতীরই বা পার্থগতপ্রাণা দেবী সুভ-দ্রার পবিত্রপ্রণয়ের কথা শুনতে উৎসাহ না হবে? তিনি সর্ব্বভাগী হয়েও যে পুরুষবর অর্জুনকে বরণ কর্‌তে শঙ্কিতা হন নাই, নিঃস্বার্থ প্রীতি প্রকৃতরূপে তাঁতেই সকলকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

অর্জু। বৎসে! তোমার তা শুনতে লালস হবে সন্দেহ কি? ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ বিরাটরাজ তোমার পিতা, রমণীকুলগর্ব্ববর্দ্ধিনী সুদেষ্ণা তোমার গর্ভধারিণী, তুমিও কিশোরবয়সে স্ত্রীনীতিশাস্ত্র যথাবত অধ্যয়ন করেছ— বালিকা কালেই বুদ্ধিতে প্রবীণাকে জয় করেছ, অর্জুনসহধর্ম্মিনী সুভদ্রার বিমল চরিত শুনতে বাসনা হওয়া তোমার পক্ষে আশ্চর্য্য নয়। এই শিলাখণ্ডে উপবেশন কর, আমি ঐ অদ্ভুত, অথচ পবিত্র কথা আরম্ভ করি। (উভয়েউপবেশন) রাজবালে! মহাত্মা অর্জুন কোন সময়ে এক নিয়মিত ব্রত পালন জন্য ব্রহ্ম-চারী দশায় কিছু দিবস শ্রীযুক্ত দ্বারাবতী নগরীতে বাস করেছি-লেন। ঐ সময়েতেই নারীকুলচন্দ্রিমা, ভুবনমোহিনী সুভদ্রার সহিত তাঁর সাক্ষাৎ হয়। কৃষ্ণমোহেনি, ভগবতীরুক্মিণী আর সত্যভামা, উভয়কে একত্র দেখে বিবেচনা কর্‌লেন, যে বাসুদেবভগিণি সুভদ্রার উপযুক্ত পাত্র পার্থ, নরকুলদুর্লভরূপে ও গুণে শ্রীমান্, পার্থের উপযুক্ত পাত্রী সুভদ্রা। সম্মোহন জননী সপত্নির সঙ্গে এইরূপ বিচার করে, কুমার কিরীটীর যাতে সুভদ্রার প্রতি প্রণয়রস সঞ্চার হয় সেজন্য সচেষ্ট রইলেন। কমনীয়রূপগুণপূর্ণা সুভদ্রাও যুবতী, আর ইন্দ্রনন্দনেরও বোধ হয়, যুবতী মনোলোভা রূপগুণ সকলই অনাভাব, সুতরাং অল্পদিনের মধ্যেই উভয়ে গাঢ়তর প্রী-

তিতে আবিষ্ট হলেন। দেব রুক্মিণীমোহন, এইবৃত্তান্ত অবগত হয়ে, এক দিন মহামতী পার্থকে সুভদ্রা লাভচিন্তায় ব্যাকুলচিত্ত, বুঝ্তে পেরে, ঈষৎহাস্য করে বল্লেন। ভ্রাতঃ! সুভদ্রার প্রতি তোমার অনুরাগ সঞ্চারের বিষয় আমি জ্ঞাত হয়েছি; কল্যাণী ভদ্রা সর্ব্বাংশে তোমরই উপযুক্তা সন্দেহ নাই, কিন্তু, ভগবান রেবতীবল্লভ মহারাজ দুর্য্যোধনকে ভগিণী অর্পণ কর্বেন স্থির করেছেন, এমন কি, সেই কুরুকুলতিলককে এজন্য নিমন্ত্রণ পত্রিকাও পাঠান হয়েছে—এক্ষণে কি করি, আমিই বিষম বিভ্রাটে পতিত হলাম; তুমি আমার পরম প্রীতির আস্পদ মিত্র, ইহা ত্রিলোকে বিখ্যাত, সুতরাং যে কোন প্রকারে হউক্, তোমার গৌরব রক্ষা করা আমার পক্ষে শ্রেয়, সন্দেহ নাই।

উত্ত। এরূপ সরলতার সঙ্গে সৌহার্দ্দতা, আর সদভিপ্রায় তাঁতেই সম্ভব হয়েছে।

অর্জ্জুন। কুসুমে! অসম্ভব সকলই তাঁর নিকট পরাজিত। যা হক্, সেই প্রধান পুরুষ পুনঃরায় রহস্য করে প্রিয়সখাকে সুমধুর বাক্যে বল্লেন। পাণ্ডব! তোমার ন্যায় রিপুপরতন্ত্র মনুষ্য, যৌবনরসে উৎফুল্লা, অপ্সরাবিনিন্দিনী বসুদেবকুমারীকে প্রণয়িণীরূপে লাভের জন্য চঞ্চল হওয়াও অসম্ভব নয়, আর, কিশোরী ভগিনীর চিত্ত যে দেববাঞ্ছিত গুণে অলঙ্কৃত পার্থ আকর্ষণ কর্বেন তারই বা আশ্চর্য্য কি? কিন্তু, বিবেচনা করে দেখ, তোমার পক্ষে এক্ষণে তা দুরাশা মধ্যে গণ্য হচ্ছে; যেহেতু, তুমি জান, যে রেবতীবল্লভের অমতে কার্য্য করা, যাদবকুমারদিগের মধ্যে কাহারও ক্ষমতা নাই। তবে এই বিষয়ে আমি যে সৎপন্থা বলে দিই, তুমি যদি সেই অনুসারে কার্য্য কর, তাহলেই, সুভদ্রারূপ অমূল্যধন তোমার লাভ হতে পারে। কল্য প্রাতে দ্বারকাবাসি কুলকামিনীগণ, কুমারী সুভদ্রাকে পবিত্রা সরস্বতী নদীতে স্নান করাইবার জন্য

লয়ে যাবেন, তুমি সেই অবকাশে তাকে লয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে পলায়ন কর। কিন্তু সাবধানের সহিত অতি সত্বরে সকল সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক, পূজনীয় দেবহলবাহন এবিষয়ের অঙ্কুশ মাত্র জান্‌তে পার্‌লেই অনর্থ ঘট্‌বার সম্ভাবনা। তুমি পলায়ন কর্‌লে পর, তিনি তোমা প্রতি বৈরিতানিবন্ধন কোন অত্যাচার কর্‌তে না পারেন, সে জন্য আমি সতর্ক রইলাম। তদন্বয়ায়, সারথির দারুক্‌কে আমি এরূপ শিক্ষা দিব, যে তোমার কার্য্যও নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হবে, অথচ আমাদের এবিষয়ে সংশ্লিষ্ট কেহই অনুভব কর্‌তে পার্‌বে না; বিশেষঃ, এই কার্য্য কৌশলে সাধন হওয়াই কর্ত্তব্য, কারণ যাবদীসেনাও নিতান্ত দুর্নিবার, বলরামের মূষলও নিশ্চিতই অপ্রতিহার্য্য। বিরাটনন্দিনি! ক্ষত্রিয়বরপার্থ পরম সখা যাদবনাথের এই সকল কথা শুনে, বিনয় বচনে উত্তর কর্‌লেন—"দেব! আপনিই পাণ্ডবদিগের নাথ, আপনিই তাহাদিগের প্রধান সম্পত্তি; আমারা আপনাকে মিত্ররূপে পেয়েই জগতীতলে সর্ব্বপ্রকারে উৎকর্ষলাভ করেছি। হে অপার মহিম! শ্রীমুখের আজ্ঞা পেলে আমরা অতি অসম্ভব, অমানুষিক কার্য্যও সাধন কর্‌তে পারি, কল্য প্রাতেই আমি এই বীরজনের উচিত কর্ম্ম সমাধা করে পৃথ্বীতলে কৃষ্ণসখীত্বের ফল প্রদর্শন করাব—দেবনারায়ণকে সখারূপে প্রাপ্ত হলে কি অদ্ভুত উপার্জ্জন করা যায় তাহা কল্য সকলেই বুঝ্‌তে পার্‌বে। মাধব! ক্ষত্রিয়ের বলপূর্ব্বক গৃহিতা কামিনীর করগ্রহণপ্রথা শাস্ত্রসিদ্ধ সুতরাং আপনার অনুমতিতে আমি তাহা নিঃশঙ্কে সম্পান্ন কর্‌ব; কিন্তু যাদবীসেনা যদি সেজন্য ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে যুদ্ধে আহ্বান করেন, তবে আমার ন্যায় ক্ষত্রীয়সন্তান বা তদ্ধর্ম্মে দীক্ষিত ব্যক্তি কদাচ পৃষ্ঠ দেখাতে পারে না, অধিক কি, পরমপূজনীয় ভগবান্ রেবতীরমণ স্বয়ংও যদি ত্রিলোক সংহারক্ষম হলধারণ করে যুদ্ধার্থে আমার বিপরীতে দণ্ডায়মান হন্, তথাপি আহুত হয়ে, জীবন থাক্‌তে পলায়ন কর্‌ব

না। মহাত্মন্! পাণ্ডুপুত্র ভীরুতাদোষে কখন কলঙ্কিত হয় নাই শত্রু যখন সমরক্ষেত্রে আহ্বান করেন, সে সময় পলায়নতৎপর হওয়া ক্ষত্রিয় ব্রতাচারীর ধর্ম্ম নয়। কুন্তীনন্দন পশ্চাতে বাণসহ্য কর্‌তে শিক্ষা গ্রহণ করে নাই; সম্মুখ যুদ্ধে মৃত্যু হলেও মনুষ্য ধন্য হয় আর কাপুরুষতা প্রকাশ অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়। পীতাম্বর! আমায় মার্জ্জনা করুন, আমাকে ঐরূপ আজ্ঞা কর্‌বেন না।"

উত্ত। কংশারীর প্রিয়সখা অর্জুনের উপযুক্ত উত্তর। আমি ভাব্‌ছিলাম কি উত্তরই দেন?

অর্জু। সুচতুরে! মহামতি দেবকীনন্দন সখার এই সকল বীরগর্ব্বপূর্ণ বাক্য আকর্ণন করে কিছুক্ষণ মৌনভাবে চিন্তা কর্‌লেন; পরে সুধাময় প্রণয়গর্ভ বাক্যে তাহাকে বল্‌লেন, হে পার্থ! হে ইন্দ্রসুত! আমি তোমার উত্তরে পরম সন্তোষ লাভ কর্‌লাম। এইরূপ সম্ভ্রমপূর্ণ বাক্য তোমারই উপযুক্ত বটে; তোমার সহিত বন্ধুতা-নিবন্ধন আমি আপনাকে অধিকতর শ্লাঘ্য করে মানি। তুমি কল্য প্রাতে আমার উপদেশ মতে কার্য্য করিও, পরে যা উপস্থিত হওয়া সম্ভব আমি তন্নিবারণে সচেষ্ট রইলাম।

উত্ত। বৃহন্নলে! দেবকিরীটি প্রিয়সখার এই সকল আশ্বাস বাক্যে অধিকতর উৎসাহিত হয়েছিলেন, সন্দেহ নাই?

অর্জু। সুশীলে! অবস্থা অনুসারে শ্রুতার এইরূপ বিবেচনা হওয়াই সম্ভব। যাহা হ'ক্ তার পর উভয় সখার এইরূপ কথোপকথনেই সে রাত্রি শেষ হলো। দ্বারকানাথ অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করে অপুর পুরী মধ্যে প্রবেশ কর্‌লেন। অল্পক্ষণ পরেই ভগবান্ মরীচিমালি পূর্ব্বরাগরঞ্জিত হয়ে ভূভারত পবিত্র করণ দেখা দিলেন—আহা! সেই শুভ প্রাতঃকাল প্রার্থের পক্ষে প্রেমরসপূর্ণ মধুময় বোধ হয়েছিল—প্রাণীগণের অর্দ্ধ অংশে জীবনদেবকে আরক্তিম দেখে, তাঁর মনে হ'ল যে তিনি প্রিয়াসহ সমস্ত নিশা যাপিত থেকে এক্ষণে

নিদ্রাপীড়িত চক্ষে অরুণদেবের উত্তেজনাতেই যেন কর্ত্তব্য সাধনের জন্য সত্বর হয়ে উপস্থিত হয়েছেন—আর, প্রিয়সী বিরহ, এখন তিনি কত কষ্টেই কথঞ্চিত সহ্য কর্‌ছেন। বিরহবিধুরা চক্রবাক আনন্দে, প্রিয়সহ কখন আকাশে উত্থিত হচ্ছে, কখনও বা নিচে নীচে আস্‌ছে, দেখে, তার মনে নানাবিধ প্রেমভাব উদিত হল। অন্য সকল পক্ষীকে পূর্ব্ব মুখে যেতে দেখে, তার বিবেচনা হল, যে তারা বুঝি, নিজ নিজ প্রণয়িণী সহ সবর্ণা কান্তকে ধন্যবাদ দিবার বা রাত্রের দুঃখ প্রকাশ কর্‌বার জন্যই আনন্দ চিত্তে কোলাহলরব করে সেইদিকে গমন কর্‌লেক্। তরুরাজী সকলের স্থিরভাব দেখে, তিনি ভাব্‌লেন, মনুষ্য দৃষ্টের অগোচরে বুঝি তারা কান্তালতাদেবী সহ অলৌকিক্ ক্রীড়াতে রত ছিল এক্ষণে তাপতদেব প্রকাশ হওয়াতে লজ্জিত হয়ে দণ্ডায়মান্ হল।

উত্ত। ভদ্রে! দ্বারকাপুরীর শোভা বিস্তারিত করে বল।

অর্জু। রাজকুমারি! বিশ্বকর্ম্মাসৃষ্ট বর্ণনাতীত সুন্দর দ্বারকাপুরী শ্রীমান্ পুষ্পধনুর্দ্ধারীকন্দর্পদেবের অধিকার, যুবামনবিকারী বসন্ত সমূহ দল বল সহ তন্মধ্যে নিত্য নূতনভাবে আপনার মোহিণী ক্ষমতা পূর্ণরূপে প্রকাশ কচ্ছে, সুতরাং তাহার সুমধুর শোভা সম্যকরূপে বর্ণনে রসিক চূড়ামণি পার্থই অক্ষম। সেখানকার সকলই অমানুষভাব প্রকাশক্—অর্থাৎ তথায় তরুরাজীরাও " অদ্য নন্দদুলাল বোধ হয়, আমার তলাতে কেলী কর্‌তে আস্‌বেন" বলেই যেন নিজক্ষমতা মতে মনোহর সজ্জায় ভূষিত হয়ে থাকে, আশ্রিত সুরবকারী পক্ষীদিগকে অনুরোধের সহিত মস্তকে রেখে, চমৎকার মধুর সঙ্গীত করাইতে থাকে। পক্ষীরাও কৃষ্ণ অন্য অপেক্ষা আমার মধুর আলাপেই যাতে কর্ণপাত করেন্ সেই প্রতিজ্ঞাতেই যেন সাধ্যমতে মোহন গীত সকল আলাপ করে থাকে—সংক্ষেপে বল্‌তে, সেখানকার সকলই অতীব আশ্চর্য্যজনক, স্বভাবের কার্য্য সমূহই বিচিত্র; দ্বারকাবাসীগণের

মনের ভাব সকল্ ই অলোকিক, হৃদয় সদাই আনন্দময়; যেহেতু মনুষ্যের প্রার্থিত বস্তু মাত্রেই তথায় বিরাজমান্ রয়েছে—উত্তরে যেসকল বিষয় তোমায় পরে প্রকাশ করে বল্ ব। এক্ষণে যখন পৃথিবীর সমুদয় বস্তুই এইরূপে পার্থের হৃদয়কে সম্মোহিত কর্ তে লাগ্ল; সেই সময় অতিশয় সুরম্য দ্বারকাপুরীর চতুর্দিকে মঙ্গলবঙ্কুলয়যুক্ত সুস্বর বাদ্য আরম্ভ হল; বীরবর যাদবকুমারেরাও মহানন্দে 'জয়' বাক্য উচ্চারণ করে গোপীবল্লভের পূজা কর্ তে অগ্রসর হতে লাগ্ লেন। মহাবাহু ধনঞ্জয় তাহাতেই যেন আহূত হয়ে সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপণ করিয়া মহামতি চক্রধারীর প্রতীক্ষা করে রইলেন। এমৎকালে, কুলকান্তাগণ, সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা, লজ্জানম্রমুখী সুভদ্রাকে, কৃষ্ণ অনুরাগিণী দেবী সরস্বতী নদীতে স্নান কারণ অগ্রসর করে বহির্গতা হলেন—তাহাদের সুমধুর নুপুরধ্বনি, মঙ্গলবাচক শঙ্খ শব্দ, নানাবিধ যন্ত্ররবের সহিত মিলিত হয়ে, মধুপূর্ণ সুশ্রাব্য মহাধ্বনি উৎপত্তি করিল। সমুদ্রের জলকল্লোল দূর হতে যেমন শ্রবণ পরিতৃপ্তকারী হয়ে থাকে, সেই সময়ে সমূহস্বর একত্র মিলিত হয়ে সেই রূপই একটী অসম্ভব মধুর কোলাহল উৎপাদনকরিল। বিদ্যাধরী বিনিন্দিতা যাদব কন্যারাও সেই সঙ্গে বীণাতানসমন্বিত সুর মিলাইয়া অতীব মনোহর গীত করিতে ২ উদ্দেশ্য স্থানে গমন কর্ লেন। মৃগাক্ষি! ব্রাহ্মব্রত আচারী জিষ্ণু, মনমোহিনী সুভদ্রার সৌদামিনীদর্পহারী, নিষ্কলঙ্ক বদন সুধাকর প্রতি সেসময়, এমনই অনিমিষে মনসংযোগের সহিত দেখেছিলেন, আর, তাহাতে তার এমন্ ই একটী আনন্দ লাভ হচ্ ছিল, যে পরম সখা বাসুদেবের নিকট উপস্থিত, তাহার উপলব্ধি হয় নাই। রসসাগর গোপীকান্ত, পার্থকে প্রিয়ালাভচিন্তায় নিমগ্ন দেখে পরিহাস করে বল্ লেন 'প্রিয়বন্ধো! তুমি যখন আমাদের নগরীতে অতিথি বেশে উপনীত হলে, তখন আমি তোমাকে ইঙ্গিতে বলেছিলাম। "বনচারি! ব্রাহ্মব্রত

লয়েছ, ভালই ; কিন্তু, সাবধান, যেন বারকামিনী প্রণয়নিপুণা বিনোদিনীদিগের কটাক্ষবাণে তপস্যা ভঙ্গ হয় না। তুমি খাণ্ডব দহন কালে অমোঘ দেবাস্ত্র অনায়াসে সহ্য করেছ সত্য, কিন্তু, যুবতী-বাণকটাক্ষ পুষ্পধনুদর্পহারী বৃদ্ধ মহেশ্বরেরও অসহনীয় হইয়াছিল।" অহে কপট ব্রহ্মচারি! তুমি আমার এই ইঙ্গিত বাক্যে, সে সময় ক্রুদ্ধ হয়েছিলে—কিন্তু, এখন তোমার এ কি ভাব দেখ্‌ছি? জ্ঞানহীন দৃষ্টি বিলোপিত জড়ের ন্যায় উপবিষ্ট কেন? তুমিই না আমাকে, 'কামপরবশ, বলে উপহাস কর্‌তে? ভ্রাতঃ! যুবতী কটাক্ষশর যে অব্যর্থ, তা এখন অনুভব কর্‌লে? তুমি বিশেষ দেখিও ইন্দ্রের বজ্র অপেক্ষাও যুবরাজ রতিপতির কুসুমনির্ম্মিত বাণ্‌ দুর্দমনীয়। যাহাহগ্, হে সখক্ষি! আর বিরহ অনলে দগ্ধ হতে হবে না, সকলই প্রস্তুত, আমার বিদর্ভরাজ ভীষ্মককণ্যা হরণের দৃষ্টান্তে রূপলাবণ্যবতী সুভদ্রাকে লাভ কর; সুশিক্ষিত দারুক, গরুড়ধ্বজ, বীরমদোন্মত্ত মহাবল শালী, যাদবীসেনা নিবারণ কর্‌বার, উপযুক্তরূপেই সুসজ্জিত করে এনেছেন্—সখে! তোমার জয় হউক, তুমি সচ্ছন্দে গমন কর।'

উত্ত। যাঁতে নিয়ত জয় বিরাজ কর্‌ছে, তিনি ইচ্ছা কর্‌লেই 'জয়' দিতে পারেন।

অর্জ্জু। বিদ্যাবতি! বাস্তবিক্‌ই তাই—মহাবীর পাণ্ডব ভূতভাবন ত্রিলোকনাথের আজ্ঞা পাবামাত্র তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া, সারথিবর দারুক আনীত রথ প্রদক্ষিণ করে, তাহাতে মৃগরাজের ন্যায় পরাক্রমে আরোহণ কর্‌লেন। তাবং যাদবপূজিত রথশ্রেষ্ঠ ঘর্ঘরশব্দে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করে বিমানমার্গে নদীতীরে গমন করিল। অয়ি সুদেষ্ণা-বক্ষ বর্দ্ধিতে! সেইসময়, ঐ রথের চতুষ্পার্শে স্বর্ণঘণ্টা সকল, নিকটের গুলি মধুর, আর, দূরেরগুলি রোমাঞ্চকারী সুগম্ভীর শব্দ আরম্ভ কর্‌লে; রথধ্বজা সকলও "অদ্য অদ্ভুত, অসম্ভব কার্য্য সংসাধিত হবে" বলেই যেন আনন্দে নৃত্যকরে ভুজঙ্গমোহক করতালিরূপ পট পট্ শব্দ

সাহিত অভিনবা পার্থের জয়ধ্বনি করতে লাগল; রথের উপরী মণিমুক্তা খচিত স্বর্ণচূড়া সকল দ্রুতগমনহেতু কম্পিত হওয়াতে বোধ হল, যেন, ইন্দ্রসুতকে অভিনন্দন করছে; সুগ্রীবাদি উচ্চৈঃশ্রবাসমগুণসালী হয় চতুর্থ, তখন মিত্রোত্তেজক, অতিশয় সুস্বরযুক্ত হ্রেষারব হেতুক পৃথিবীকে প্রতিধ্বনিত করিয়া, স্বর্ণক্ষুরে তাহাকে বিদীর্ণ করেই, যেন, শূন্যে উড্ডীন হল। মহাবল দারুকও সেই সময় নিজ সারথ্যকার্যের অসাধারণ নিপুণতা প্রকাশ করতে লাগলেন—এইরূপে, সেই আকাশগামী রথ অতি সত্বরেই নদীতীরে গিয়া উপনীত হল। সেই সময় সুধাংশুবদনা সুভদ্রা স্নান কারণ নদীতে অবতীর্ণা হয়েছিলেন। তাহা শারদীয় কাদম্বিনীমালা মধ্যে একটী অমৃতপূর্ণ কলঙ্কহীনা শশী, অথবা সমূহ জলরাশি মধ্যে একটী অপূর্ব্ব অরবিন্দ প্রস্ফুটিত রয়েছে, বোধ হল; আর, তন্মধ্যে মনোহরণকারী কন্দর্পদেব, যেন গূঢ়ভাবে লুক্কায়িত থেকে, অতি দর্পের সহিত ভুবনবিজয়ী অর্জুনের সুগম্ভীর চিত্তকে অনবরত প্রতাড়িত করতে লাগলেন। সুভগে! প্রিয়ালাভার্থী নাগরবর পার্থকে সেই পদ্মিনীনিরা হৃদয়েশ্বরীর স্নানাদি কার্য্য সম্পন্ন করে তীরে আরোহণ অপেক্ষা করবার জন্য অতি সংগোপনে অবস্থিতি করতে হয়েছিল। ঐ সময়েই প্রিয়জন বিরহে প্রতিপলকেই যে প্রলয় জ্ঞান হয়; সঙ্কেতবাসী নায়কের, কিরূপ অসহ্য চিত্তচাঞ্চল্য জন্মিয়া থাকে, চিত্রাঙ্গদাবিহারী তার প্রমাণ পেলেন—অতি অল্প সময় প্রতীক্ষা করাও তখন তাহার পক্ষে কষ্টকর হল। "পাছে কোন প্রতিবন্ধক হয়" এই আশঙ্কায়, যিনি রিপুদমনে আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখাইয়া, দেবরাজ শচিপতির নিকটেও, "হে পুত্র! তুমিই মনুষ্য লোকে ধন্য" ইত্যাদি সমাদর পূর্ণ বাক্যে প্রশংসা পেয়েছিলেন, তিনিই আজ প্রেমবাত্যাপূর্ণ হৃদয়ে কম্পিত, কখনও বা ঘর্ম্মাক্ত কলেবরও হতে লাগলেন। বি

সময় পরেই যুবতীগণ কৃষ্ণভগিনীকে স্নানাদি কার্য্য সমাপন করাইয়া তীরে উত্থিত করাইলেন—চতুর্দ্দিকে মঙ্গল বাদ্য আরম্ভ হল, কোকিলকণ্ঠা রমণীরা সরস গীত সকল সুমধুর স্বরে আলাপ কর্‌তে লাগ্‌লেন, কোন যুবতী বা আনন্দে ময়ূরগঞ্জিত পাদবিক্ষেপ করে ফুল ছড়াইতে লাগ্‌লেন, কোন প্রৌঢ়া সধবা বা "মনোমত পতি লাভ্ কর" বলে আশীর্ব্বাদ কর্‌তে অগ্রসর হলেন—কামিনীরা এই সকল মঙ্গলকার্য্য সমাধান করে, যেমনমাত্র পুরী অভিমুখী হয়েছেন, আমিও তৎক্ষণাৎ (উত্তরে! অন্যমনস্কতা হেতু ভ্রম মার্জ্জনা কর) মনুজশ্রেষ্ঠ পার্থও তৎক্ষণাৎ ময়ূর যেরূপ সর্পিণীকে লয়ে প্রস্থান কর, সেইরূপে ভয়বিহ্বলা, কিন্তু, প্রাণনাথস্পর্শ-সুখে প্রেম ভাব উদয়হেতু ঈষৎ কম্পিত, অনুরাগিনী প্রিয়তমাকে গ্রহণ করিয়াই রথের উপর আরূঢ় হয়ে ক্রোড়ে উপবেশন করাইলেন্।

উত্ত। (অর্জ্জুনের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) বৃহন্নলে! তোমার "এরূপ" ভ্রম হওয়ার কারণ কি?—

অর্জ্জু। (লজ্জিত হইয়া) কথা গুলি সরস করে সাজাতে গিয়েই, এই অন্যায় ভ্রমে পড়েছি। যাহোক্ তার পর, শুন—

উত্ত। (অর্জ্জুনের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিয়া, (স্বগতঃ) বৃহন্নলার ভ্রম? কি আশ্চর্য্য!

অর্জ্জু। নীলকমলের উপম নবীনজলধরে পূর্ণচন্দ্ররশ্মি যেরূপ প্রভা বিস্তার করে, পার্থ হৃদয়েও কলঙ্ক বিহীনা সুভদ্রাচন্দ্র সেইরূপ শোভা পাইল। শুভে! কামিনীগণ প্যাণ্ডবের এই আচার ভ্রষ্ট সমম সাহসিক কার্য্য দেখে হাহাকার সহিত কোলাহল রব কর্‌তে লাগ্‌লেন—ঐ মহাশব্দ আকাশে উত্থিত হয়ে কর্ণগোচর হলে, প্রিয়ালাভে মহাহর্ষবান্ পার্থ, ইতি কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া মাতলি বিক্রম দারুককে শনৈঃ শনৈঃ ইন্দ্রপ্রস্থাভিমুখে রথ চালনায় অনুমতি করলেন।

উত্ত। ভদ্রে! প্রথম মিলনে সুভদ্রাদেবী, নাথের নিকট বোধ হয়, নিরুত্তরা হয়েই বসেছিলেন ?

অর্জ্জুন। সরলে! তিনি প্রাণেশের নিকট যখন বলপূর্ব্বক হৃত হওয়ার কারণ অবগত হলেন, তখন লজ্জায়, নম্রমুখে সত্য, কিন্তু তাঁহার প্রেম আলাপনের উত্তর না দিয়ে থাক্‌তে পারেন নাই। যাহা হউক, ইতিমধ্যে যাদবমহিলাবৃন্দ নগর ও রাজবাটী মধ্যে পার্থকৃত অত্যাচার প্রচার কর্‌লেন। যুদ্ধোৎসাহী যুবাকুল এই সংবাদ শুনে দুন্দুভি রবে নগরের সকলকে উত্তেজনা কর্‌তে লাগ্‌লেন, আর, কাহাকেও বা ভগবান্ বলরামের নিকট আজ্ঞা লইবার জন্য ত্বরা করে পাঠাইয়া দিলেন। মধুপানে মত্ত দেবহলবাহন " পার্থকৃত অত্যাচার জ্ঞাত হয়ে, নিতান্ত ক্রুদ্ধ চিত্তে আজ্ঞা দিলেন, যে " যে অতিথি নিয়মলঙ্ঘনকারী দুরাত্মা পাণ্ডবকে শৃঙ্খলে বদ্ধ করে আমার নিকট আন্‌তে পার্‌বে, আমি তাকে অদ্যই বিশেষঃ সম্মানের সহিত সম্ভ্রান্ত পদবী প্রদান কর্‌ব।" যশলাভেচ্ছুক যদুকুমারেরা এই অনুমতি অবগত মাত্র নানাবিধ রত্নমণ্ডিত যানে আরোহণ করিয়া রণবাদ্য, ধনুষ্টঙ্কার, বাহ্বাস্ফোটনে পৃথিবীকে যেন প্রতিধ্বনিত করেই, বিলাসী অর্জ্জুন নিকটে গমন কর্‌লেন। তরুণে! অমূল্যধন অতি সহজে লাভ হেতু হর্ষবান্ মহাবীর পাণ্ডুনন্দন, তৎকালে দ্বারকা হইতে দশ ক্রোশ অন্তরে উপনীত হইয়া, মনমত প্রিয়াসহ ঐ কথার আন্দোলন করে, রহস্য কর্‌ছিলেন। যাদবসেনা মধ্যে নববলে বলী, যৌবনমদে উন্মত্ত শ্রীমান্ বাসুদেবনন্দনেরা পশ্চাৎ হতে তাকে " দুরাত্মান্! অভদ্র! কুলপাংশুল! পার্থ! পলায়ন কর না; নপুংসক! পৃষ্ঠ দেখাইয়া মহাযশস্বিনী কুন্তীমাতার গর্ভে ও মহামতি চক্রধারীর সখীত্বে কলঙ্ক কর না; " বলে, তাঁহাকে যুদ্ধে আহ্বান কর্‌তে লাগ্‌লেন। ললনে! ক্ষুধিত শার্দ্দূলের সম্মুখ হতে তাহার আহার্য্য জীব আস্ফালন করে পলায়নে উদ্যত হলে, সে যেমন তর্জ্জন গর্জ্জন

করে 'তাহার' আক্রমণে উদ্যত হয়, দুর্ভেদ্যকবচী জিষ্ণুও, যদুনন্দনদিগের বাক্যে আহুত হইয়া সেইরূপ আস্ফালন সহিত সারথিকে বল্‌লেন। "অহে দারুক! যাদব কুমারেরা আমায় আমন্ত্রণ কর্‌ছেন, তুমি তত্রাচ রথ নিবৃত্ত কর্‌ছ না কেন? তুমিত জান, যে পলায়ন জন্য নিন্দাবাদ ইন্দ্রবীর্য্য জাত কুন্তীসুতের নিতান্ত অসহ্য। সারথে! আমি অনুমতি কর্‌চি, তুমি এখনই আমাকে উহাদের সম্মুখে নীত কর।" সুলোচনে! কৃষ্ণসারথি দারুক, দেবদৈত্য অজেয় অর্জ্জুনের আদেশ শুনিয়া বিনম্রচিত্তে বল্‌লেন—'ধনঞ্জয়! তুমি আমাকে উক্ত বিষয়ে আজ্ঞা করিও না, সুকুমার কোমল বয়স্ক কৃষ্ণনন্দনেরা বাণপীড়িত হবেন, ইহা আমি কদাচ দেখ্‌তে পার্‌ব না। তুমি ক্ষমাকর, অন্য যে কোন স্থানে রথ লইতে বল, আমি নিমেষ মধ্যে তোমায় তথায় লইয়া যাই; তুমি অবশ্যই বুঝিতে পার, যে, আমি তোমার আদেশ মতে ঐ কার্য্য করিলে সমস্ত যাদব প্রধানেরই নিতান্ত অপ্রীতি ভাজন হইব। প্রাজ্ঞ! কৃষ্ণসারথি দারুক বাধ্য হইয়াই রণে ভঙ্গদিতেছে।' নবীনে! সুচতুর পার্থ বুদ্ধি বৃত্তি আলোচনা করিয়া দারুকের মনগত ভাব বুঝ্‌তে পার্‌লেন্। তিনি তখন্ অনন্যোপায় হইয়া সারথিকে পাশাস্ত্রে রথের একপার্শে বন্ধন করে রেখে, স্বয়ংই একচরণে বল্‌গা ও অন্যচরণে কষায় গ্রহণ করিয়া, রথী ও সারথি উভয়কার্য্য এক্‌কালে সাধন কর্‌বার জন্য অগ্রসর হলেন্। বিরাটনন্দিনি! গুরুদ্রোণের প্রিয়তম শিষ্য অমানুষকর্ম্মা সব্যসাচীকে এই অসমসাহসিক, অকুতোভয় কর্ম্ম সাধনে উদ্যত দেখে, যুদ্ধদর্শনে উপবিষ্ট দেবগণ শূন্য হতে পুষ্পবৃষ্টি কর্‌তে লাগ্‌লেন, রথস্থিত মহাপ্রাণী সকল তাহার এই অদ্ভুত, অলৌকিক কার্য্য দেখিয়া হর্ষভরে ভয়ানকচীৎকার করে উঠ্‌ল, ধ্বজস্থ পক্ষীবর বিনতানন্দন "হে ধনঞ্জয়! তুমিই ধন্য! হে জিষ্ণো! তুমিই প্রকৃত অর্থে পুরুষ" বলিয়া, তাহার প্রশংসা করিল; হয়চতুষ্টয় রোমাঞ্চকারী ভয়ঙ্কর

গর্জ্জন কর্‌তে লাগল— অর্জুনও তদসঙ্গে হুঙ্কার ধ্বনি করে যাদব-দিগের সম্মুখে রথচালনা কর্‌লেন।

উত্ত। অমানুষকর্ম্মা সুভদ্রানাথের অসমসাহসের কথা শুনে আমারও আনন্দ অশ্রুপাত হল। বৃহন্নলে! তারপর কি হল?

অর্জু। উত্তরে! তারপর, বসুদেব নন্দিনী সন্তুষ্টচিত্তে হৃদয়েশ্বরকে বল্‌লেন —"হৃদয়নাথ! তোমাকে এই অলৌকিক কার্য্যে সমুদ্যত দেখে পরমপ্রীত হলাম— আমি সারথিকার্য্য বিশেষরূপে শিক্ষা করেছি, আমার ঐ বিষয়ের নিপুণতা দেখে, মহারথী রুক্মিণীবল্লভও ভুয়সী প্রশংসা করে থাকেন। প্রাণেশ্বর! আপনি রথের উপর উপবেশন করিয়া যুদ্ধ করুন, দাসী সারথীকার্য্য করিতেছে।" স্থির সৌদামিনী সুভদ্রা ইন্দ্রাত্মজকে এইরূপে সান্ত্বনা করিয়াই, অগ্রসর হয়ে বল্‌গা গ্রহণ কর্‌লেন্‌। রাজকুমারি! সুরসিকবর পার্থ সর্ব্বগুণভূষিতা প্রিয়তমাকে সম্মান করিয়া উচ্চাসনে উপবিষ্ট হলে, সেই প্রেমময়ী সত্বরেই পবনবেগী বাজীদিগের পৃষ্ঠে কষাঘাত্‌ কর্‌লেন্‌—তাহারাও যেন "কামিনীকরতাড়নায় সমাদৃত হলেম্‌" মনে করে, দ্রুতগমনে ত্বরান্বিত হল।

উত্ত। বৃহন্নলে! রমণীর যুদ্ধস্থলে সারথির কার্য্যকরা, আর কখন শুনা যায় নাই। আহা! সুভদ্রাদেবী রথচালনার নিপুণতা দেখাবার সময় কতই আহ্লাদিত হয়েছিলেন্‌, না জানি?

অর্জু। বিরাটনন্দিনি! ইন্দুনিভাননী সুভদ্রা রথচালনার অপূর্ব্ব কৌশল দেখাবার সময় সুধানন বিকাশকরে, প্রাণেশ্বরের প্রতি ঈষৎ দৃষ্টি সহিত অতি মধুরহাস্য করেছিলেন্‌। আহা! তাঁর কুন্দনিন্দিত দন্তে, ওড়পুষ্পের উপমাস্থান অমৃতপূর্ণ ওষ্ঠ অল্প দংশিত হয়ে-মৃদুহাস্যজনা চমৎকার মনোহর ভাবে অল্পস্ফীত হয়ে—কেমন কমনীয় হৃদয়মোহন্‌ ভাব উৎপত্তি করেছিল, তাহা বোধ হয় অর্জুন কখনই বিস্মরণ হবেন্‌ না। যাহাহউক, নারীকুল চন্দ্রিমা সুভদ্রারহস্তে সুকৌশলে পরিচালিত

রথ, প্রখরমার্ত্তণ্ডের ন্যায় দীপ্তি বিকাশ করে যাদবকুমারদিগের প্রতি গমন করিল। রাজবালে! সেই সময়ের অতীব ভয়ঙ্কর ভাব বর্ণন করা সহজ নয়— দ্বিজরাজ, গরুড়, পক্ষপুট কাঁপাইয়া ক্রমাগত চীৎকার কর্‌তে লাগ্‌লেন; ভূত্‌ সকল প্রলয়কালের ন্যায় অনবরত মহাভয়ানক কোলাহল কর্‌তে লাগ্‌ল; দূরস্থ ঘণ্টা গুলি উপর্য্যুপরি ভীরু হৃদয় কম্পন কর্‌বার জন্যই যেন ভয়ানক ভাবে নিনাদিত হ'তে লাগ্‌ল; অশ্বগণ শক্রাদি বিদারণ করে কঠোর গর্জ্জন কর্‌তে লাগ্‌ল; স্বভাবেরও সুদৃশ্য বস্তু তখন ভীষণরূপ ধারণ কর্‌লে— ভীম আকার পশু, পক্ষী সকল চতুর্দ্দিকে বিকট চিৎকার কর্‌তে লাগ্‌ল; মেঘবরেরা পৃথিবী কাঁপাইয়া ভয়ঙ্কর গর্জ্জন কর্‌তে লাগ্‌ল; পবনদেব, নিতান্ত কঠোররূপে বহন হয়ে গিরিগহ্বর মুখ হতে আপনার অমানুষিক শব্দের প্রমাণ দিতে লাগ্‌লেন—বৃক্ষপত্র সকলকে কাঁপাইয়ে করতালির ন্যায় একপ্রকার কঠোর ধ্বনি উৎপত্তি কর্‌লেন; তাঁর অনন্ত বেগে বৃক্ষ, পত্র, কর্দ্দম, ধূলি প্রভৃতি উত্থিত হয়ে চতুর্দ্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিল; মহাবীর পাণ্ডুনন্দনও তখন পুনঃ পুনঃ গাণ্ডীবে টঙ্কার দিয়া যেন পৃথ্বীদেবীকে আকুল করিলেন; সেই সঙ্গে, ক্রমাগত উল্কাপাত, ভূকম্প প্রভৃতি, ভয়ঙ্কর, ভীষণ কাণ্ড হতে লাগ্‌ল; তাহাতে মেদিনীকে কম্পবান্‌ করে, ভূধরগণকে বিচলিত করিল। সুন্দরি! নারায়ণবাহন মস্তকেধারণে মহাদর্পিতরথ, এইরূপ অতিঘোর শব্দে, ভয়ানক আকার ধারণ করে, যদুকুমারদিগের সম্মুখে নীত হবামাত্র, পার্থ সত্বরেই তাঁহাদিগকে পরাজয় কর্‌লেন।

উত্ত। বৃহন্নলে! এইযুদ্ধের সময়, দেবকিরীটীর মহাভয়ানক ভীষণমূর্ত্তি হয়েছিল, সন্দেহ নাই; কিন্তু, সুভদ্রাদেবী যে তাতে সাহসহীনা হন নাই, এ অতি আশ্চর্য্য!

সৈর্। (সহাস্যে) রাজনন্দিনি! সূর্য্যদেবকে প্রখর মূর্ত্তি দেখ্‌লে, কম-

লিনী আরও প্রফুল্লিতাই হন্--আর, তিনি অন্যের নিকট যতই কাঠিন্য ভাব ধারণ করুণ, প্রিয়তমারকাছে 'প্রেমময়কমলিনীনাথ' বই কঠোর-ভাবে দৃষ্ট হন্ না। যাহাহউ্, প্রায় সন্ধ্যা উপস্থিত, শেষকথা নিতান্ত সামান্যে বলি শুন—কুরুস্থতেরা পরাজিত হয়ে দেবহলপাণীর নিকট সংবাদ পাঠালেন্, তিনি প্রথমে অত্যন্তই কুপিত হয়েছিলেন, কিন্তু যখন্ শুন্লেন, তাঁহার ভগিনীই তড়িতের ন্যায় প্রভা বিকাশ করে সা-রথির কার্য্য কর্ছে, তখন লজ্জায়, দুঃখে দীর্ঘনিশ্বাষ ত্যাগ কর্তে কর্তে, অপারলীলা কনিষ্ঠকে আহ্বান করে, বল্লেন—“কৃষ্ণ! যাদবদিগের কুলগৌরব অপহৃত হল, ধনহীন, ইতরজনের ন্যায় পাষণ্ডের হস্তে অবমানিত হলেম ; দেখ, তোমার প্রীতিভাজন বলে অর্জ্জুনের কতদূর স্পর্দ্ধা, সে ক্রূর কোন্ সাহসে আমাদের প্রাণসমা ভগিনীকে চুরি করিল? আমি কেবল তোমার অপেক্ষা কর্‌চি, নচেৎ ইন্দ্রপ্রস্থ এতক্ষণ সমুদ্রগর্ভে বাস কর্‌ত” উত্তরে! মহামতি বাসুদেব জ্যেষ্ঠের ক্রোধে ভীত হয়ে, তাঁকে নানামত সান্ত্বনা বাক্যে বুঝাইলেন, আর, “অর্জ্জুনের ইহাতে অপরাধ নাই, সুভদ্রা তাঁরপ্রতি নিতান্ত আসক্তা”—এইসকল কথা বিশেষঃকরে বল্লেন। তখন অনন্তদেব অনুজের মনোগত ভাব বুঝ্‌তে পেরে, উত্তর কর্‌লেন—“কৃষ্ণ! ভাই তোমার অমতে কার্য্যকরা অনন্তজগতে কাহারও ক্ষমতা নাই ; আমি অনুমতি কর্‌ছি, ভগিণী সম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য হয়, কর।” তরুণে! পার্থসখা জ্যেষ্ঠের অনুমতি পাবামাত্র অর্জ্জুনকে আমন্ত্রন করিয়া গৃহে আনাইলেন ; সেই রাত্রেই পার্থের পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন হল--পরে, তিনি অল্পদিনই দ্বারকাতে বাস করে, ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন কর্‌লেন। রাজকুমারি! এই চিত্ত বিনোদক আখ্যা বিস্তারিত ভয়ে অতি সংক্ষেপে বল্‌লাম।

উত্ত। বৃহন্নলে! আমি পবিত্রস্বভাব সুভদ্রা দেবীর অকপট প্রণয় বৃত্তান্ত এমনই আনন্দচিত্তে শুন্‌ছিলাম, যে ইহা সমাপ্ত হওয়াতে

দুঃখিত হচ্চি। তোমার বর্ণন চাতুর্য্যও অতি চমৎকার, স্বয়ং কোন কার্য্য সাধন করেও. কেহ এরূপ বিশেষঃ করে 'কর্ত্তা'র' মনোগত ভাব ব্যক্ত কর্‌তে পারে না, আর শুনা বিষয় তুমি যেরূপ সুমধুর ভাবে বর্ণন কর্‌লে, অন্য কাহা হতে সেরূপ হওয়া সম্ভব নয়। এখন আমার অন্য একটী কথা স্মরণ হল—তুমি একদিন কথাচ্ছলে বলেছিলে, সুভদ্রা গর্ভে দেবপার্থের সদৃশই এক পুত্ররত্ন জন্মগ্রহণ করেছেন, আমি শাস্ত্রে শুনেছি, মহাজনের গুণকীর্ত্তন শুনলে, মন নিষ্পাপ হয়, সেইজন্যই জিজ্ঞাসা করি--অনুগ্রহ করে দেবসম পিতার আদর্শ স্বরূপ সুভদ্রাগর্ভজাত কুমারের রূপগুণের কথা প্রকাশ করে বল। আহা! এরূপ সর্ব্বগুণে প্রধান পিতার ঔরসে, আর ভগবতী লক্ষ্মীর ন্যায় সৌভাগ্যশালিনী মাতার গর্ভে, না জানি, কি অসাধারণ, অমানুষ পুরুষবরই জন্ম লয়েছেন? বৃহন্নলে! সে দিবস তাঁরই নাম উচ্চারণ কর্‌তে তোমার স্বর যেন বিচ্ছেদ ভয়ে ঈষৎ কম্পিত হয়েছিল।

অর্জ্জু। বৎসে! সুভদ্রাসুত অভিমন্যু পিতার সমদৃশ বা তাঁর অপেক্ষা অধিক গুণপূর্ণ হয়েছেন, তাঁকে দর্শন অবধিই রুক্মিণীগর্ভজাত কন্দর্পের যুবতীমনমোহন অলৌকিক রূপের জন্য অহঙ্কার চূর্ণ হয়েছে। কুমার অভিমন্যুর জন্মকালে দেবগণ তাঁর ভবিষ্যত চরিত যেরূপে গান করেছিলেন; তাহার প্রমাণ কুমারের বয়োধিক্য সহিত বিশেষরূপে পাওয়া যাচ্ছে। ভগবান বাসুদেব তাঁকে বিশেষঃ সমাদর করেন, এমনকি, নিজ সন্তান অপেক্ষা ভাগিনেয়কে অঙ্কে রাখিয়া পরিতোষ লাভ করে থাকেন। অদ্ভূতকর্ম্মা পাণ্ডবেরা তাঁকে সন্তানরূপে পেয়েই মেদিনী মণ্ডলে অধিকতররূপে যশঃ বিস্তার কর্‌চেন; তিনি সর্ব্বভূতের অজেয়, পিতার নিকট দুর্ভেদ্য কবচভেদী অস্ত্র সকল অতিযত্নের সহিত যথাশাস্ত্র শিক্ষা করেছেন, তাঁর পিতা বহুকাল তপস্যা করে যে অমানুষকর্ম্মা জীবিত বাণ সকল সংগ্রহ করে-

ছিলেন, তাহা তাঁর প্রাণসম সর্ব্ববিধায়ে উপযুক্ত পুত্রকে বিধিমতে দান করেছেন। পৃথিবীবিখ্যাত পঞ্চপাণ্ডব যার যে বিষয়ে বিশেষঃ ব্যুৎপত্তি আছে, তিনি সেই বিষয়ই তাঁকে রীতিমতে শিক্ষা দিয়েছেন; শ্রীমান্ নারায়ণ চক্র প্রভৃতি দেবদুর্লভ অস্ত্রদান করে, তাঁকে অতিশয় যশঃসম্পন্ন করেছেন। এইরূপে, জগতে প্রধান পুরুষদিগের যে যে গুণভাগ বর্ত্তমান আছে, সে সকল নবকুমার অভিমন্যুতে এককালীন্ সমাবেশন হওয়াতে তিনি সর্ব্ব প্রকারেই ভাগ্যবান্ হয়েছেন। কুসুমকুমারি! যুবাকুল মদবুদ্ধিকারী কুমার অভিমন্যুর রূপগুণের সংক্ষেপে পরিচয় দেওয়া সম্ভবে না।

(একজন ভদ্রপরিচারিকার প্রবেশ।)

পরি। বৃহন্নলে! বিরাটরাণী আপনাকে আহ্বান করেছেন, তাঁর সহিত সাক্ষাৎ জন্যে আমার সঙ্গে আসুন। (স্বগতঃ) আহা! বৃহন্নলা যদি পুরুষ হতেন, তবে না জানি রাজনন্দিনীর সঙ্গে কেমন সুন্দর মিলন হত। দুজনে একত্রে বসে আছেন, বোধ হচ্চে, যেন একটী কুমুদিনী কলঙ্কহীন চন্দ্রের সঙ্গে খেলা কচ্চেন। বৃহন্নলা পুরুষ হলে যে যুবতী এঁকে বুকে ধর্‌তে পেতেন, তাকেই এ জগতে, যথার্থ 'শ্রীমতি' বলা যায়। পোড়া বিধি এমন সুপুরুষকে কোন্ প্রাণে নপুংসক করে রাখ্‌লেন!

অর্জ্জুন। রাজনন্দিনি! তুমি কিছুক্ষণ এই স্থানে অপেক্ষা কর। আমি মহারাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, বোধ হয় শীঘ্রই ফিরে আসব।

উত্ত। আচ্ছা! আমি প্রতীক্ষা কর্‌ছি, তুমি শীঘ্র এস।

[ভদ্র পরিচারিকা ও অর্জ্জুনের প্রস্থান।

উত্তরা। মন! এক্ষণে এরূপ চঞ্চল হলে কেন? যাঁর কথা শুনতে বাসনা ছিল, তাও পূর্ণ হল—তবে আরও তোমার কিছু আকাঙ্ক্ষা আছে? হাঁ, 'অভিমন্যু' নামটী, তোমাতে অমৃত বর্ষণ করেছিল

তাতেই তাঁর রূপগুণের কথা পুনঃ পুনঃ শুন্‌বার জন্য তুমি প্রস্ফুটিত হইয়াছ। কিন্তু, বৃহন্নলা যদিও নপুংসক, তত্রাচ পুনরায় ওঁকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে লজ্জা যে আমায় নিবারণ কর্‌ছে? কি জন্য এরূপ হয়? কই, মহাত্মা অর্জ্জুনচরিত বারম্বার জিজ্ঞাসিতে বা শুন্‌তে আমার লজ্জাত হয় না? তবে যাঁর কথা শুন্‌লে আমার হৃদয় প্রফুল্ল হয়, তাঁর বিষয়েই এরূপ হয় কেন? (কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া) হাঁ, হতে পারে! তাঁর প্রতি আমার ভিন্ন প্রকার প্রীতির উদ্ভব হয়েছে—আহা! যাঁর রূপগুণের পরিচয় লোক মুখে শুনেই মন এত চঞ্চল হল, না জানি, তাঁর দর্শন পেলে, কতই আনন্দ হবে? কিন্তু, তাঁর দেখা পাওয়াত সুকঠিন—আবার অন্য একটা বৃহন্নলা কেহ থাক্‌ত, তাঁর শ্রীপদে আমার চিত্তের কথা এইরূপে বর্ণন কর্‌তে পার্‌ত? তাওতো অসম্ভব! আমার এমন কি, রূপ বা গুণভাগ্‌ আছে, যে তাঁর চিত্ত আকর্ষিত হবে? দেবযুবতীরাও যাঁকে হৃদয়েশ্বররূপে পাবার প্রার্থনা, করেন, আমি সামান্যা নারী হয়ে তাঁকে পাবার আশা কেন বৃথা করি? আচ্ছা! কেন, মনের কথা বৃহন্নলার নিকট ব্যক্ত করি না? না, তাওত অন্যায়? কুলকামিনীর পক্ষে বাচালতা একটী ভয়ানক নিন্দা! কিম্বা বৃহন্নলা যদি সে কথায় অগ্রাহ্য করেন, কি উপহাস করেই বলেন—"চপলে! সেই সুন্দর যুবার তোমার ন্যায় কামিনীর প্রতি অনুরাগ সঞ্চার হওয়া নিতান্ত অসম্ভব"। তবেই ত ঘৃণা লজ্জার অনুতাপে চিরকাল জ্বালাতন হতে হবে? এখন, কি করি? মনকে কোন প্রকারে সুস্থির করাই আবশ্যক। আহা! সেই অশেষ রূপগুণের আকর মহাত্মা অর্জ্জুননন্দনকে যে কামিনী পতিত্বে বরণ কর্‌বেন, তিনিই এ জগতে নিঃসন্দেহ সর্ব্বপ্রকারে ভাগ্যবতী; আমার তাঁর দাসী হয়েও জীবন যাপন করা উচিৎ। (সহাস্যে) যে উত্তরা, সখীমুখে বিবাহের কোনকথা শুন্‌লেই রাগকর্‌ত, আজ্

যে আপানই হৃদয়েশ্বর বেছেনিতে প্রস্তুত ? কি আশ্চর্য্য! যৌবনকালে বৃত্তি সকলের কেমন মধুর ভাবে উৎসাহ হয় ? এসময় সকল কার্য্যেই ব্যগ্র। কিন্তু আমার প্রেমত অসৎ নয়, তবে কেনই বা অপেক্ষা করি ? আর্য্য ! না, অগ্রে মনপ্রাণ সমর্পণ না করে এরূপ সম্বোধন করাত কর্ত্তব্য নয়—অভিমন্যো ! জগদীশ্বরের ইচ্ছায় যদি আপনার শ্রীচরণপদ্ম সেবা করতে পাই, ভালই, নচেৎ, (ঈশ্বর না করুন) কুমারিকা দশাতেই এই নৈরাশপ্রজ্বলিত জীবন কাটাব। জীবিতনাথ ! উত্তরা দুই ব্যক্তিকে কর সমর্পণ করে অনুত্তাপানলে দগ্ধ হতে জন্ম গ্রহণ করে নাই। (অর্জ্জুনের উপস্থিত এবং বৃক্ষান্তরালে পুষ্পচয়ন) অভিমন্যো ! এখন, উত্তরনাথ ! আমার এই পাণী আপনি ভিন্ন অন্য কেহ পীড়ন করবে না, আমার এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

অর্জ্জু। (স্বগতঃ) এ কি ? এ যে প্রেম অনুরাগ দেখ্‌ছি, দুরাত্মা মদন কুসুম সুকুমারীর নিতান্ত কোমল হৃদয়ে আঘাৎ করতে লজ্জিত হল না ? এ নিষ্ঠুরের কাল, অবস্থা কিছুই বিবেচনা নাই ? কিন্তু, প্রিয়পুত্র অভিমন্যুর অতুল রূপগুণের বিষয় অবগত হয়ে প্রস্ফুটিত উন্মুখী মুকুলাউত্তরার প্রেমরস উচ্ছসিত হওয়াত বিচিত্র নয়—আর, অর্জ্জুননন্দনেরও এই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী কোমলহৃদয়া নবযুবতীর সহিত শুভ পরিণয় কার্য্য হলে নিঃসন্দেহই সন্তোষের বিষয়, মহামতি ধর্ম্মরাজের ইহাতে সম্মতি হইতে পারে। কিন্তু,অজ্ঞাতকাল প্রতীক্ষা করা আবশ্যক, আপাততঃ যেরূপে হউক এই নব প্রেমস্রোত বদ্ধ রাখ্‌তে হবে।

উত্তরাকৃত সঙ্গীত।

রাগিণী বসন্তবাহার। তাল আড়াঠেকা।

কি, শুনিলাম, তাঁরি গুণ।

মন হইল প্রফুল্ল, জ্বলিল বিরহ আগুণ॥

বড় সাধ হয়েছে মনে, পূজিব সেই প্রাণধনে ;
পবিত্র প্রীতিসনে, উপহারি প্রাণধন। কুলরমণী
অবলা, অকলঙ্কী সরলা, সুখনদী উথলিলা,
কেবা করে নিবারণ ॥

অর্জ্জু। (স্বগতঃ) আর অন্তরালে থাকা অকর্ত্তব্য। (অগ্রসর হইয়া) কোকিল কণ্ঠে! বিরাটমহিষী আজ্ঞা করলেন—কল্য প্রাতেঃ রাজবাটীর প্রধান সূপকার রাজমহিলাদের পরিতোষ করবার জন্য, সিংহ ব্যাঘ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করে, আপনার ভীমবলের পরিচয় দিবেন ; সকলের অনুরোধ তোমাকে প্রত্যূষে রঙ্গ দর্শনে যেতে হবে।

উত্ত। (স্বগতঃ) বৃহন্নলা যদি কোন কথা শুনে থাকেন, তবেত অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। আমার প্রকাশ্যরূপে মনের ভাব ব্যক্ত করা উচিত হয় নাই। রতিপতে! তুমি কামিনীজনের অপেক্ষাকৃত কোমল হৃদয়কে মথন করে যেমন অমনুষ্যতা দেখাও, যদি তার লজ্জাকেও সেইরূপে হরণ করতে পারতে, তবে তোমার নিষ্ঠুরতা রূপ কলঙ্ক দূর হত। যদিও শুনেছি, ঐ লজ্জাই অনেক কুলকান্তার সতীত্ব রক্ষা করে, কিন্তু উত্তরার প্রেম অপবিত্র বা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি উত্তেজিত কলঙ্কী নয়, তার মন কলুষিত হলে, সে অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পারে— শাস্ত্রকারেরা যে লজ্জাকে স্ত্রীভূষণ বলেন, আমি তাকে কোন মতে ত্যাগ করতে চাই না ; কিন্তু, যে লজ্জা শুদ্ধ প্রীতির পক্ষে অপকারক আমি তাকেই দূর করতে চাই। (প্রকাশে) গুরো! আমি অন্যমনস্ক ছিলাম, আপনার বাক্যের উত্তর দিই নাই— আমাকে মার্জ্জনা করুন। মাতার আজ্ঞা, অবশ্যই অতি প্রত্যূষে উষাদেবীর পূজা সমাপন করিয়া তাঁর পাদ বন্দনা করব।

অর্জ্জু। কুসুমবালে! এক্ষণে সন্ধ্যা দেবীর উপাসনার কাল উপস্থিত— নির্ম্মলিকা তোমার জন্য বোধ হয়, অপেক্ষা করছেন।

উত্ত। (নেপথ্যে যন্ত্রধ্বনি শুনিয়া) ঐ যে সখিরা যন্ত্র মিলয়ে গান বাদ্য আরম্ভ কচ্চে। চলুন, এস্থলে আর অপেক্ষা কর নয়।

রাগিণী পুরবী। তাল আড়া।

দিবা অবসান প্রায় বহে মৃদুল পবন।
কুমুদিনী মনমত করে বিবিধ সাজন। সরোজিনী রহি স্বরে, হীনকর দিনকরে, দেখি কাতর অন্তরে, করে আঁখি বরিষণ॥ পুনঃ মুছি আঁখি জল, হিল্লোল ছলে কেবল, প্রাণেশে কহে কমল, কত প্রবোধ বচন। দুঃখিনী বচন ধর, যাও আজ প্রাণেশ্বর, হইবে কাল তোমার, সহ পুনঃ দরশন॥ যদবধি তব মুখ, হেরিয়া না হয় সুখ, তদবধি অধোমুখ, রব ঢাকিয়া বদন; বিচ্ছেদ পরে প্রণয়, অতি সুখকর হয়, তেঁই দিতেছি বিদায়, তোমা নলিনী জীবন॥

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(রাজবাটীর সম্মুখস্থ পথ।)

[দুই জন পুরবাসিনীর প্রবেশ। প্রথমা কিঞ্চিৎবয়স্থা, সামান্য বেশা এবং দ্বিতীয়া ভদ্ররমণী।]

প্র। হ্যাঁ গা? কি, গো? ওমা, কত বল, কত সাহস গো? সিংহটাকে আছাড়েই মেরে ফেল্লে! আমার এখনও গা কাঁপ্‌চে! আর, সেই

বড় বাঘটার গর্জ্জনই কি? মা, গো! মনে হলেই ভয় হয়; এখনও আমার সর্ব্বাঙ্গ থর থর্ কচ্চে—বুকের ভিতর যেন দুর্-দুর্ কর্চ্চে! আহা! কর্ত্তাটি বলে ছেলেন, "তুমি যেওনা, ভয়ে মূর্চ্ছা যাবে;" কিন্তু, আমি কই ভাই, কিছু ভয় করে ছিলুম্?

দ্বি, য়া। ত' আমিত ভাই, তোমাকে দেখ্তে পাই নাই; না, ভয় কর্বে কেন? বালাই, শত্রুরের ভয় হউক। সে কথা যাগ্, তুমি বল্লভকে সে সময় ভাল করে দেখেছিলে? উঃ! তখন তাঁর কি চমৎকার ভাবশুদ্ধ আকার হল? গৌরকান্তি শরীর রক্তে ভেসে গেল; পদ্ম চক্ষু দুটী কোপভরে রক্তিমাবর্ণ হয়ে উঠ্ল; সুন্দর দাঁতগুলিতে ওষ্ঠ অল্প চেপে, যেন গর্ব্বিত মহাবীরের ন্যায় দেখ্তে লাগলেন। পশুরাজ সিংহও তখন তাঁর ভয়ঙ্কর, গম্ভীর মূর্ত্তি দেখে পেচয়ে আসতে লাগ্ল। কিন্তু, আরও একটী আশ্চর্য্য, ভাই, এত ভয়ানক তেজবান্ শরী-রেতেও স্থিরভাবে দেখ্লে, বল্লভকে ঠিক্ যেন কোন দেবতা বলে মনে হয়; আমি ত সেই ভাবেই মনে মনে তাঁকে নমস্কার করেছি; কিন্তু রাজরাণীর কাছে একজন নূতন দাসী এসেচে, তুমি কি তাকে জান? সে কি কর্লে? ভাই! তুমি কাকেও বল্তে যাচ্চনা? কিন্তু, রাজ্ঞীর মনে বোধ হয়, আগে কিছু সন্দেহ জন্মেছিল—কোন কোন রাজমহিলাও বল্লেন, যে "সৈরিন্ধ্রীও বহুকাল স্বামী সহবাস সুখ পায় নাই, আর বল্লভেরও যথার্থ যুবতী মনহারী রূপ; আহা! তাতেই ওকে দেখে অমন হয়ে পড়্ল— পাঁচটী পতির ভোগ্যা স্ত্রী কি, চুপ্ করে, শীতল হয়ে থাক্তে পারে?"

১মা। কি হয়েছেল গা? কেমন হয়ে পড়্ল গা? আমরা রাণীমাদের কাছে যেতে পাই নাই, কিন্তু তাঁরা যেখানে বসেছেলেন তার মধ্যে এক্টা গোলোযোগ হলো বটে, তা আমরা এমন কি শুনা করেছি,

মা; যে রাজ পরিবারদের সঙ্গে বস্‌তে পাব, কি কথা কইব ? (রোদন-স্বরে) আহা ! আরজন্মে কত মানুষ গরুকে অপঘাতে মেরেচি, কত শত পাপ করেছি, সেই ফলেই নীচ ঘরে পড়েছি ! তা যাহগ্ মা, হেঁগা, কিসের গোল সেটা গা ? বলনা গা ? তোমার দুটী পায়ে পড়ি। (ধারণে অগ্রসর।)

২ য়া। (অল্প, অন্তরিত হয়ে) ছি ছি, ওকি মা ! পায়ে ধরতে আছে ? তুমি বয়ঃজ্যেষ্ঠা ; আমাকে মাপ্ কর, আমি নমস্কার করি ! তুমি অত উতলা হয়েচ, মা ! তা, সে কথা শোনায় তোমার কোন ফল নাই, তাই বলি নাই ; তোমার শুন্‌বার ইচ্ছা অত্যন্তই হয়েছে, কিন্তু, বাছা ! রাজবাড়ীর কথা আবার প্রকাশ করাও অন্যায়—দেখ, আমার ভাই, কিন্তু, আজ্ সৈরিন্ধ্রীকে কোন অতি প্রধান ঘরের মেয়ে বলে বিশ্বাস হয়েচে : আর, তার মূর্চ্ছা হবারও কোন বিশেষঃ কারণ আছে, তার আর সন্দেহ নাই।

১মা। হাঁগা, তুমি কি আমাকে তেম্‌নি হাল্‌কা মানুষ পেয়েছ ? আমি কখনো কারো কথা কারও কাছে প্রকাশ করি ? যেমন কাণ দিয়ে শুন্‌ব, অম্‌নি মনের ভিতর আমার একটা পাথর আছে সেই কথাটাকে চাপা দেব—তা যাহগ্, কিন্তু নূতন দাসী মূর্চ্ছা হল কেন ; হেঁগা, রাণী কি বল্লেন ? বল্লভের রূপ দেখে ? আহা ! তা আমার যে এত বয়েস হয়েচে, তবু আমারও তাঁকে দেখে সর্দ্দিগর্ম্মির মতন হয়েছেল ! মা গো ! সর্ব্বাঙ্গে রক্ত মাখামাখি ! !

২য়া ! "তোমার" সর্দ্দিগর্ম্মি হতে পারে বটে, কিন্তু সৈরিন্ধ্রীর সর্দ্দিগর্ম্মি নয়-সেটা বোধহয় মধুরভাব যুক্ত অন্য রকম গর্‌মি। কিন্তু, রাজ পরিবারদের মধ্যে একজন মুখরা যুবতী যেমন্‌ই বলেছেন, যে, "সৈরিন্ধ্রী বুঝি বল্লভের সুন্দর রূপ দেখে মূর্চ্ছা হয়ে পড়েছে ?" আহা ! অমনি ত্রস্ত হয়ে উঠে, বিরাট রাণীর প্রতি সভয়ে দৃষ্টিপাত করে, অতি কাতর স্বরেই বল্লেন—" রাজমহিষি ! আপনার বল্লভের রূপগুণে

দেবযুবতীরাও মোহিত হওয়া সম্ভব; কিন্তু আমার দুর্ব্যভাব নয়—পাপ ইচ্ছারূপ শৈবাল সৈরিন্ধ্রীর স্বচ্ছ মানস সরোবরে কদাপি অঙ্কুরিত হয় নি; আমি স্ত্রী স্বভাব ভয়েতেই অজ্ঞান হয়ে ছিলাম—দেখুন্, সিংহ ব্যাঘ্রের ভীষণ গর্জ্জনেতে অচল পর্ব্বতও কম্পিত হয়।" এমনি মিষ্টি করে এই কটী কথা বল্লেন, যে আমাদের সকলেরই, তাঁর প্রতি ভক্তি জন্মাল।

মা। সত্যি না কি? বল্লভের ভাল চেহারা দেখে একবারে অজ্ঞান হয়ে পড়লো? ছি, ছি, ছি? তবে ত তুমি যা বল্লে তা হতে পারে? ভিতরে ভিতরে কিছু আছে; এই ঠিক কথা. এর আর এতটুকুও সন্দেহ নাই। তা যাহ'ক্। হ্যাঁ দ. মহারাণী কি বল্লেন?

যা। রাণী আর কি বল্বেন? তিনি নিজেই বল্লভের অসম সাহসের ভূয় ভূয় প্রসংশা কর্তে লাগ্লেন; কত মহামূল্য দ্রব্য পুরস্কার দিলেন—বিরাটেশ্বরী প্রথমে বলেছেন বটে, যে, "বল্লভও সুপুরুষ আর সৈরিন্ধ্রীও যৌবন রসে প্রফুল্ল, তা এরূপ ঘটনারই বা অসম্ভব কি?" কিন্তু. মাতা অরুন্ধতী গোপনে তাঁকে বল্লেন্, যে, "মহারাণি! সৈরিন্ধ্রীকে সামান্য নারী মধ্যে গণনা কর্বেন্ না, এঁর অঙ্গেতে কল্যাণী সাবিত্রী দেবীর শাস্ত্রোক্ত মহত সুলক্ষণ দেখা যাচ্ছে; ইনি সমস্ত পৃথিবীপতির সঙ্গে সিংহাসনে বসিবার যোগ্য," ——আমরাতভাই, সকলে নিজে মাতার কথা শুনে তাঁর শুশ্রূষা কর্লাম। আহা! তাঁর সেবা কর্বার সময় মনে যে কতই শ্রদ্ধা রসের উদয় হল, তা বল্তে পারি না! তিনি অজ্ঞান অবস্থায় যখন আলুলায়িতবসনা হয়েছিলেন, সেই অবসরেই মাতা বিশেষরূপে তাঁর লক্ষণ পরীক্ষা করে দেখ্লেন। তার পর তিনি কতক্ষণ অনিমিষে তাঁর নিষ্কলঙ্ক মুখশশী পানে চেয়ে থেকে, একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্লেন, নিজের পবিত্র বল্কলের অঞ্চল দিয়ে সৈরিন্ধ্রীর মুখকমলে মুকুতা ফলের মতন বিন্দু

বিন্দু যে ঘাম হয়ে ছিল, তাই পুঁচ্যে দিতে লাগলেন—কিন্তু, আর কিছুই বল্লেন্ না। আর, সৈরিন্ধ্রির কি দোষহীন গঠন খানি, ভাই! আমরাও স্ত্রীজাতি, তবু আমাদেরও ওঁর অগাস্তবরূপের গুণবাদ কর্‌তে ঈর্ষা হয় না! মানুষের কোন খুঁত থাক্‌লে আমাদের কাছেত পালাবার যো নাই, কিন্তু, ওঁর শরীরের তিল প্রমাণ অংশতেও কোন দোষ পেলেম না। আমি ত ভাই আজ্ থেকে বল্লভকে, কি সৈরিন্ধ্রীকে দেব দেবী বলেই ভক্তি কর্‌ব। (অদূরে, দুইজন প্রতিবাসীর প্রবেশ) ঐ গো! দুইজন ভদ্রলোক আস্‌চেন। চল, এখানে আর দাঁড়ান কর্ত্তব্য নয়।

(বদনাচ্ছাদন পূর্ব্বক অন্যদিক দিয়া প্রস্থান)

প্র, স্ত্রী। স্বগতঃ। হাঁ, তুমি ত পালাবেই! ওরা ত আর রাজবাড়ীর রাঁদুনী নয়! আজ সব রঙ্গিনী ভঙ্গিনীদের সতীত্ব জানা গেল; একটা সুপুরুষ দেখ্‌লেই অমনি ভাবে ঢল ঢল হন, আর রাত্তিরে, স্বয়ামির কাছে সকলের নিন্দে হবে এখন, আপনি সৈরিন্ধ্রীকেও পায়ে মাড়া-মাড়ি কর্‌বেন এখন—কিন্তু স্বপনে পাচ্ছে, হে বল্লভ, হে প্রাণবল্লভ বলে চেঁচ্যে উঠেন, তার জন্যে আবার হরির পূজাও মান্‌তে হবে এখন। মরে যাই আরকি? এই রকম সতীই অনেক।

[প্রস্থান।

(ভদ্র প্রতিবাশীদ্বয়ের অগ্রসর)

প্র। মহাশয়! ঐ প্রধান মল্লটার নাম কি বল্লে?

দ্বিঃ। মল্লদাস।

প্র। দুরাত্মা বড়ই দর্প কর্‌তো। তেমন্‌ই হয়েছে! গতবৎসর না কি ওর সঙ্গে কেহ যুদ্ধ কর্‌তে সাহস করে নাই, সেই অহঙ্কারেতেই তর্জ্জন গর্জ্জন কর্‌ছিল। ওঃ পাপিষ্ঠ শিষ্যদের ক্রতবেগে পলায়

দেখেছেন? সেবারে ওঁরাই এক এক জন অদ্বিতীয় বীর বলে পরিচয় দিয়ে গেছ্‌লেন। কিন্তু, মহাশয়! বল্লভ ঠাকুরের কি অসম্ভব, অমানুষ পরাক্রম। আমি ওঁর আজ্‌কের কার্য্য দেখে এমনি চমৎকার হয়েছি, পৃথিবীতে আর কখন মদোন্মত্ত কীচকের গুণানুবাদ কর্‌বও না, শুন্‌বও না! কি আশ্চর্য্য! অবলীলাক্রমে অসাধারণ বলবান্ মল্লটাকে মস্তকে তুলে ঘুর্‌য়ে ফেল্‌লেন! আমরা যেমন শিশু সন্তানকে নিয়ে ঊর্দ্ধে তুলে ফেলি, পবনদেব যেমন শুষ্ক বৃক্ষপত্র ঘূর্ণিত করে খেলা করেন—ঐ বিপুলদেহ মহাবলশালী যোদ্ধাকে ঊর্দ্ধে তুলে ফেলা, প্রধান সূপকারের পক্ষে যেন তার অপেক্ষা সহজ বোধহল। ধন্য বীরত্ব! ধন্য রণনিপুণতা! দ্বিতীয় ভীম বল্‌লেই হয়।

দ্বিঃ। অবশ্যই, আপনি ভদ্রলোক, কোন ব্যক্তির লোকাতীত যশের কার্য্য দেখ্‌লে ধন্যবাদ দিবেন্‌ইত। আজ্‌ বল্লভ যেরূপ উৎকৃষ্ট যুদ্ধকৌশল, অতি অসম্ভব কার্য্যেতস্বাভাবিক পারদর্শিতা, দেখালেন, তাতে বোধ হয় উনি কোন ছদ্মবেশী অতি মহাপুরুষ। যুদ্ধকালে আমার ওঁকে প্রথমে বীরবর বলভদ্র বলিয়াই ভ্রম হয়েছিল। যুদ্ধ শেষ হলে, আমি গোপনে ওঁর স্বরূপত্ব অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়াতে শুন্‌লাম, যে উনি, গদা ও মল্ল যোদ্ধার প্রধান আদর্শস্থান দ্বিতীয় পাণ্ডবের আত্মসম বন্ধু ছিলেন সেই দ্বিতীয় পবনপুত্রই না কি ঐ ব্রাহ্মণকে অনুগ্রহ করে এই সকল যুদ্ধে শিক্ষিত করেছেন। আপনি অবশ্যই দেবাসুরবিজয়ী পাণ্ডুপুত্রগণের অলৌকিক চরিত শুনে থাক্‌বেন— ইনি তাঁদেরই আলয়ে পূর্ব্বে বসতি কর্‌তেন; সঙ্গগুণের প্রত্যক্ষ ফল আজ্‌ দেখা গেল।

প্র,। মহাশয়! শুনেছি, দেববীর্য্যজাত পাণ্ডুনন্দনেরা এই সময় অজ্ঞাত বাস কর্‌চেন। কিন্তু, কি আশ্চর্য্য। তেমন মানুষের দুষ্প্রাপ্য গুণে ভূষিত মহাজনেরা, কি প্রকারে কোন স্থানে, আর কি ভাবেই

রা জনলোকের অপরিচিত হয়ে সময় যাপন কর্‌চেন্‌? দুষ্ট দুর্য্যোধন চরেরা নাকি কোথায়ই তাঁদের সন্ধান না পেয়ে নিরাশ হয়ে ফিরে গেছেন। সে দিন সভাতে কঙ্ক নামে একজন নূতন রাজপারিষদ বল্‌লেন, যে " ভগবান হৃষীকেশ পাণ্ডবদিগে সর্ব্বদা রক্ষা কচ্চেন, বোধ হয় তিনিই তাঁদিকে মনুষ্যের দুর্লক্ষ করে রেখে থাক্‌বেন "।।

দ্বিঃ। তুমি যে মহামতি কঙ্কের কথা উত্থাপন কর্‌লে, আমি তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়েছি ; আমার বিবেচনায় ওঁর তুলনা নাই, তুমিও শুনেছ, উনি রাজা যুধিষ্ঠিরের একজন প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, ওঁর সঙ্গে আলাপ হওয়া অবধি আমি সর্ব্বদাই দেখা করি— আহা! কি পবিত্র স্বভাব, কি বিমল পরিষ্কৃত মন, কি মহৎ অন্তঃকরণ, কি শান্তমূর্ত্তি! নিষ্পাপ প্রকৃতি ধর্ম্মরাজের যোগ্য সখা সন্দেহ নাই। ভাই, আমি বহুতর প্রদেশ, জনস্থান ভ্রমণ করেছি, কিন্তু এই মহাত্মা কঙ্কের ন্যায় নির্ব্বিকার, মনোরঞ্জক প্রকৃতি মনুষ্য মধ্যে কাহাতেই দেখি নাই।

(নেপথ্যে) জয় মহারাজাধিরাজ বিরাট্‌কী জয়। জয়মহামতি কঙ্ক-দেব্‌কী জয়।

প্রঃ ভ। এঁরা অনেকগুলি লোক দেখ্‌চি? বোধ হয় রাজবাটীতে যাচ্ছেন।

(সম্মুখে কএকজন ব্রাহ্মণ এবং পশ্চাতে কতকগুলি কৃষকের প্রবেশ।)

দ্বি, ভ। (ব্রাহ্মণদিগকে সম্বোধন করিয়া) প্রণত হই, মহাশয়দিগের কোথায় গমন হচ্চে?

প্র, ব্রাহ্মণ। আশীর্ব্বাদ, কল্যাণমস্তু। এই মহাশয়! মহাত্মা কঙ্ক নাকি নরপতি বিরাটের সভাতে নিযুক্ত হওয়া অবধি এ রাজ্যের সমস্ত উপদ্রব এক কালে তিরোহিত হয়েচে, আর প্রজারাও আশার অতীত ফল পেয়ে আহ্লাদে মগ্ন হয়েচে—তাতেই ওদিগের অনুরোধে

রাজসভায় যাওয়া হচ্চে। এরা সকলেই বলে, কঙ্কমন্ত্রীকে এক্ বার দর্শন করে চক্ষু সার্থক কর্ ব। এই দেখুন্ না? নানামত দ্রব্য সামগ্রী উপহার লয়ে, তাঁকে দেখতে যাচ্চে। এদের হর্ষ রাখ্তে স্থান নাই, সকলেই মহা আনন্দে দিনযাপন কচ্চে; আর অহঃরহ মন্ত্রীবর কঙ্কের জয় ঘোষণা কর্চ্চে।

সকলে। (জয় মহারাজ বিরাটকী জয়, জয় মন্ত্রীবর কঙ্ককী জয়।)

প্র. জ। মহাশয়! এরা ক্ষুদ্র প্রাণী আশার অতিরিক্ত শস্য লাভ করেচে, সুতরাং যথাসাধ্য আপনাদের কৃতজ্ঞতা দেখাচ্চে। কিন্তু, মহামতি ধীমান কঙ্কের এস্থানে আসা অবধি, সুবিচার প্রভৃতিতে রাজ্যের যে প্রকার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হচ্চে, তার জন্য নগরে এক দিন উৎকৃষ্টরূপ উৎসব দেওয়া আবশ্যক। এতে প্রজাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হয়; আর রাজা ও সচিবগণের প্রজাপ্রতি শুভকামনার উৎসাহ বৃদ্ধি হয়।

প্র. কৃ। উত্তম বলেচেন্, মশাই! কঙ্কদেবের জন্য যে যা বল্বেন, আমরা তাই কর্ তে প্রস্তুত আছি। আরে, মশাই, আমাদের এ বচ্ছরের সুখ কতই বলব! আমরা ভাল করে পরিশ্রম করিনি, মনে করে ছিলুম ফসল কিছুই হবে না; তা তেম্নি মশাই চুমের চৌদ্দ পুরুষেও যা কখন হয় নে, তা এবার হয়েচে। আর গাইরা এবার যেমন দুধ দিচ্চে, তা বলি কতই বেচব? কতই খাব? আমাদের ঘরের লোকেরা কোন পুরুষে দুধ চোঁটে চৈকাতেও পেত না; কিন্তু তারাও যত পারচে খাচ্চে। আর মশাই, একটী আশ্চর্য্যি দেখুন, আমাদের যেন কোন মন্দ কর্ম্ম কর্ তে নিতান্ত ঘৃণা হয়েচে, মন্ তে নেই, আজ্ কাল সকলেই ঘরে দেবতাস্থাপনা করে ব্রাহ্মণদের রোজ্ রোজ্ সেবা দিচ্চি, অতীত সেবা না করে আমাদের খেতে তৃপ্তি হয় না; অধিক আর কি বলব, মশাই, পুণ্যি কর্ম্মতে আমাদের বড্ড মতি হয়েছে।

প্র, ব্রা। আপনারা কি শুনেন নাই? কল্য হতে সপ্তাহ এই নগরে প্রতি গৃহে উৎসব আরম্ভ হবে— সকল প্রধান নগরবাসীরা মন্ত্রী কঙ্কের প্রতি কৃতজ্ঞতা উপহার দিবার জন্য আবেদন করাতে, সুযোগ্য ভুপাল এইরূপই অনুজ্ঞা করিয়াছেন—আর সেই জন্যই সকল প্রজাই ব্যস্ত আছেন। অদ্যই, অপরাহ্নে যে এর ঘোষণা প্রচার হবে।

প্র, ভদ্র। আজ্ঞা না, আমরা রঙ্গস্থলে ছিলাম এ কথা শুনি নাই।

প্র, ব্রা। আচ্ছা, বাপু! তোমরা সুখে থাক, আমরা কিছু ব্যস্ত আছি।

উ। যে আজ্ঞা! প্রণাম।

কৃ, সকলে। নমস্কার, মশাই। কঙ্ক মন্ত্রীর ভাল কর্‌বার জন্যে আপনারা যা বল্‌বেন, আমাদের তাই মত।

[কৃষক সকল, জয় বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে এবং ব্রাহ্মণগণ আশীর্ব্বাদ করিয়া, প্রস্থান।

প্র, ভদ্র। কৃষকেরা যা বল্‌লে কথাটা প্রণিধান করেচেন? এর তাৎপর্য্য অতি আশ্চর্য্যজনক। একজন মন্ত্রী ধার্ম্মিক শ্রেষ্ঠ রাজ্যে আসাতে প্রজাকুলের মনোবৃত্তির উপরি কার্য্য হল কি প্রকারে? বৃদ্ধ সচিবমহাশয়ও ত পুণ্যকর্ম্মে সদানিরত, দয়াশীল, কিন্তু তার সময়ে এরূপ ঘটনাত দেখা যায় নাই—এ বিষয়ের কোন গুহ্য কারণ থাকা সম্ভব।

দ্বি, ভ,। ভাই! পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত ইচ্ছাতে সকলই সম্ভবে। সেই পূর্ণ সনাতন পাণ্ডবপরিবারের যশঃপ্রার্থী, সুতরাং তাঁর নিতান্ত রক্ষণীয় পাণ্ডবের সহবাসী ব্যক্তিরাও মনুষ্যের অতীতরূপে প্রভাবসম্পন্ন হওয়া বিচিত্র নয়। বিশেষঃ কঙ্ক অতি মহৎ ব্যক্তি, তাঁতে লোকাতীত গুণ সম্ভবিবারই বা আশ্চর্য্য কি? উনি [illegible]তপা, যুধিষ্ঠিরের তুল্যগুণশালী তা ওঁর সঙ্গে [illegible] কর্‌লেই বুঝ্‌তে পারা যায়।

প্রঃ। আজ্ঞা, হাঁ, আমারও তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছে, ইনি নিঃসন্দেহই একজন প্রকৃতরূপে অতি মহানুভব ব্যক্তি। যাহগ্, মহাশয়, স্নানকাল উপস্থিত, ভগবান্ মরীচিমালি প্রখর দৃষ্টি' কে আমার উপাসনা করে' দেখ্‌বার জন্যই যেন তেজোময় চক্ষু দুটী উজ্জলরূপে বিস্ফারণ করে রয়েছেন্—এখন, বিদায় হই ; আপনার নিকট যে সকল সদুপদেশ পেলাম, সেজন্য কৃতজ্ঞহৃদয়ে নমস্কার করি।

দ্বিঃ। ভাই! তোমার সহিত বিশেষ পরিচয় ছিল না—আজ্, আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেম। আচ্ছা! তবে এস ; আবার অবশ্যই সাক্ষাৎ হবে। নমস্কার, ভাই, আসি।

প্রঃ। নমস্কার, নমস্কার, আসুন্—আমি সচেষ্টিত হয়ে সর্ব্বদা আপনাকে দর্শন কর্‌ব।

[উভয়ে, উভয় দিক্ দিয়া প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

(বিরাট অন্তঃপুর। সুদেষ্ণা এবং দ্রৌপদী আসীনা।)

সুদে। সৈরিন্ধ্রি! আমি তোমার সে দিনের চরিত্রে অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছি। সকলেই আমায় গোপনে বল্‌ছে, "বল্লভ সৈরিন্ধ্রী তে বহুকাল একস্থানে ছিলেম, তা পূর্ব্বে আলাপ থাক্‌বারই বা আশ্চর্য্য কি ? আর তা না হলেই বা, সূপকারকে দেখে উনি মূর্চ্ছিত হলেন কেন ?" দেখ,

ভাই, আমার তোমাকে অতি সৎচরিত্রা বলেই বিশ্বাস আছে, আর, সেই জন্যই আমি তোমাকে নিতান্ত দাসীর মত রাখি নাই। বল্লভের সঙ্গে গোপন আলাপ থাকার কথা যদি সত্য হয়, তবে তোমার এই সময়েই আমাকে বলা উচিৎ, পাছে যেন ভাই, আমায় কেউ তোমার প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাসের জন্য দোষী কর্‌তে না পারে। আমি তোমার কথায় অবিশ্বাস কর্‌ব না, তুমি মনের কথা যথার্থরূপে প্রকাশ কর।

দ্রৌপ। রাজমহিষি! এরূপ মহৎ অন্তঃকরণ আপনার পক্ষে আশ্চর্য্য নয়। আপুনি দাসীর মুখরতা মার্জ্জনা করুন, আমার চরিত্রে সন্দেহ কর্‌বেন না। আমি যখন রাজেন্দ্র যুধিষ্ঠিরের অন্তঃপুরে বাস কর্‌তাম, তখন অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, আর যদিও বাধ্য হয়ে, দাসীত্ব স্বীকার করেছি, কিন্তু অপবিত্র বা নীচভাব সৈরিন্ধ্রীর মনে কখন স্থান পায় না। পাণ্ডবসখা আপনার সন্দেহ দূর করুন ; আমি যতদিন আপনার রাজপুরীতে থাকবো, আপনি দেখ্‌বেন সৈরিন্ধ্রীতে কখন কলঙ্ক স্পর্শ কর্‌তে পারবে না। আপনিও সকলেই জানেন—দুর্ব্বলা স্ত্রীর ধর্ম্ম রক্ষা জন্য বাসুদেব ছায়ারূপে অনুগামিনী করে, একটী ভীষণাকার রাক্ষসী জগতে রেখে দিয়েছেন। তার হস্তে যমদণ্ডের আকার একটী অঙ্কুশ, আর স্কন্ধে একটি ভয়ঙ্কর ঢক্কা আছে। যদি কোন চঞ্চলা যুবতী নীচপ্রবৃত্তির উৎসাহ ভঙ্গ কর্‌তে অক্ষম হয়, তবে সেই ভীমরূপা দানবী প্রথম অঙ্কুশের আঘাতে তাকে যন্ত্রনা দেয়; আর তাতেও সে যদি সাবধান না হয়ে " অনন্ত কূপে " পতিত হয়, তবে সে তৎক্ষণাৎ স্কন্ধস্থ ঢক্কারবে মেদিনী কম্পায়মান করে ঘোষনা কর্ত্তে থাকে। এই রাক্ষসী নিয়তই সতীর নিকটে থাকাতে কূটবুদ্ধি পুরুষেরা তার প্রতি সম্যক দৃষ্টি কর্‌তেও পারে না। বিশেষতঃ আপনাকে আমি পূর্ব্বেই বলেছি, আমার [illegible] পলকের জন্যও আমায় চক্ষের বাহির করেন না।—আপনি নিশ্চিত জান্‌বেন, সৈরিন্ধ্রী

হতে কোন অপকর্ম্ম কৃত হওয়াই অসম্ভব। আর, রমণীস্বভাব মনের হীন অবস্থা দেখ্‌লে ‘ তাঁরা ’ কখনই আমাকে দাসীত্বে লতেন্ না।

সুদে। সখি! আমার এখন বোধ হচ্ছে, তোমার কামিনীর নির্ম্মল স্বভাবে যদি কপটতা থাকে, তবে জলরাশীর মধ্যে আগুণ, আর, কুমুদিনীনাথরঞ্জিত অমৃতের ভিতর গরল থাকাও নিতান্ত সম্ভব। তোমা প্রতি এখন, আমার সন্দেহ দূর হল, আমি আর, কখন পরের কথায় বিশ্বাস করে কোন গম্ভীরমণীর চরিত্রে সন্দেহ করব না।

আমারও এই বিশ্বাস, যে মিথ্যা অপবাদ হওয়া অসম্ভব, কিন্তু যদি শত্রুর ঈর্ষাতে ঘটিত হয়, তবে তাহা কদাপি স্থায়ী হয় না, সত্য প্রকাশক দেবধর্ম্মরাজ সে কলঙ্ক শীঘ্র মুক্তি করেন।

দ্রৌপ। মহারাণী বিরাটেশ্বরীর সত্যজ্ঞান দেখে পরমপ্রীত হলাম। আপনার সহবাস লাভহেতু আমার যে সুখ সঞ্চয় হচ্ছে, সে জন্য চিরজীবন কৃতজ্ঞ রইলাম। (কীচকের প্রবেশ) রাজঅন্তঃপুরে অনবগুন্ঠনতারূপে প্রবেশ কর্‌ছেন, ইনি কে? (সলজ্জভাবে স্বন্তরে, একপার্শ্বে দণ্ডায়মান)।

সুদে। (কীচকের প্রতি) এস ভাই, এত দিনের পর আজ কি ভগিনী বলে স্মরণ হল? (দ্রৌপদীর প্রতি অন্তরালে) সখি! ইনি আমার সহোদর, এঁর নাম মহাবীর শ্রীমান্‌কীচক; এঁর বাহুবলেই বিরাটনরপতি নির্ব্বিঘ্নে রাজত্ব কর্‌ছেন। এঁরই অসাধারণ বলবিক্রমেতে মহারাজের শত্রুসকল নতমস্তক হয়ে রয়েছে। তুমি এখানে কিছুদিন থাক্‌লে, এঁর অমানুষিক ক্ষমতার পরিচয় পাবে। (কীচকপ্রতি) কীচক! সহোদর! এই উচ্চ আসনে বস! (কীচকের উপবেশন) তুমি মধ্যে মধ্যে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌লে আমি অত্যন্ত সুখী থাকি। বিরাটরাজ সর্ব্বদাই তোমার কথা উত্থাপন করে কত প্রসংশা করেন? কিন্তু সময়ে সময়ে তোমার রাজসভায় উপস্থিত না হওয়ার জন্যও অতিশয় দুঃখিত আছেন; তিনি

বলেন, " ভ্রাতা কীচক্‌কে আমি প্রধান সভ্যপদে অভিষেক কর্‌লাম, কারণ, সমস্ত রাজকার্য্যেই আমার তাঁর সহিত মন্ত্রণা কর্‌বার ইচ্ছা, কিন্তু, তিনি এক্‌বারও সভামধ্যে প্রবেশ করেন না—এমন, কি এই কএক মাস মধ্যে আমি তাঁকে দেখ্‌তেও পাই নাই"। বিলাসি ! আরও আমি শুন্‌ছি, তুমি দিবারাত্র কদাচার নারীগণের সঙ্গে অসৎক্রীড়াতে উন্মত্ত থেকে দুর্লভ জীবন ধনকে ক্ষয় কর্‌ছ। ভাই, তুমি আমার সহোদর, এই জন্যই তোমাকে নির্লজ্জা হয়ে বলি—এই অসৎকার্যেতে যে আয়ুধ্বংস করে, আর এতেই যে অকাল মৃত্যু মনুষ্যকে শীঘ্র আক্রমণ করে—তা ত তুমি জান ! দেখ, এই মৎস্যরাজ্য তোমার বাহুবলে রক্ষিত হয়েই শত্রুপীড়ন জান্‌তে পার্‌তেছে না; তোমারই শাসনের অধীনে থাকাতে ধর্ম্মনিরত প্রজাগণ 'রাজবিপ্লব' 'অন্তর্বিদ্রোহ' এই সকল দুর্ঘটনা হতে নিষ্কৃতি পেয়ে দিন দিন উন্নতি লাভ কর্‌ছে ; আর, তোমার পরাক্রমেই পার্শ্ববর্ত্তী রাজকুল আমাদিগে সহজে নির্দ্দিষ্ট করদান করে ভাণ্ডার পূরণ কর্‌ছেন ; ভাই, তোমাতেই আমাদিগের মঙ্গল, আর তোমাতেই প্রজাসমূহের সুখসচ্ছন্দের আশা ; সেই জন্য বলি, আমাদের সকলের জন্য, ভগিনীর অনুরোধে, ঐ সকল অকল্যাণী স্ত্রীর সঙ্গ ত্যাগ কর। আমি বারম্বার বল্‌ছি, এতে বলবিনাশ হেতু শীঘ্র প্রাণ যাবার সম্ভাবনা। দেখভাই, রিপুদাস অথবা দুর্ব্বলরূপ কলঙ্ক পুরুষের পক্ষে নিতান্ত নিন্দাকর—কেন বল দেখি, অসচ্চরিত্র, স্বেচ্ছাচার, সামান্য অর্থ আশে অমূল্য সতীত্ব ধন বিক্রয়ে প্রস্তুত, স্ত্রী কুলের কুহকজালে আবদ্ধ হয়ে আত্মা, মন, দেহের অপকর্ষ সাধন কর্‌চ ? তোমার জীবনে অসংখ্য প্রাণীর মঙ্গল নির্ভর কর্‌চে, কিন্তু, তুমি কেন ভাই, বলক্ষয় করে মৃত্যুমুখে দ্রুতগমন কর্‌চ ?

কীচক। ভগিনি ! কীচক বিলাসীও বটে, আর, ' কীচক প্রেমার্থিনী বিরহীগণের দাস ' এ কথাও সত্য। তিনি সকল ত্যাগ কর্‌তে পারেন,

কিন্তু, নিতম্বিনীদিগের হাবভাববিলাসী সঙ্গ, জীবন সত্ত্বে কদাপি পরিত্যাগ করতে পারেন না। দেখ, এ জগতে কি জন্য জন্মগ্রহণ করা হয়েছে, তার স্থিরসিদ্ধান্ত কেহই করতে পারেন নাই; এই জন্য 'আমি' বিবেচনা করি, সুখের যে সকল বস্তু বর্ত্তমান রয়েছে তাহা উপভোগ করে লওয়াই পুরুষার্থ অর্থাৎ জীবনের সারার্থ। তার মধ্যে, যদি পুণ্যকর্ম্ম না করাই অকর্ত্তব্য হয়, তবে তারও অনেক অবকাশ আছে; কিন্তু "এই" শুভ যৌবনদশায় যে আশা সকল বলবতী হয়েছে, তাদের পূর্ণ না করলে বৃদ্ধাবস্থায় বড়ই দুঃখিত হতে হবে। দেখ, যৌবনকালটা অতিশয় অস্থায়ী, সুতরাং "তাকে" যথাবিহিত ব্যবহার করাই শ্রেয়ঃকল্প। (দ্রৌপদীকে অবলোকন করিয়া) স্বগতঃ। ইনি কে? দেবী? না, প্রতিমূর্ত্তি? না, তা হলে যে স্পন্দ বিহীন হত? এত মানবী দেখ্‌চি। অহো! এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, নীলনীরদবরণী, সমুজ্জ্বল কান্তিবিশিষ্ট রমণীটি, কোথা হতে এলেন? এমন কুসুমসুকুমার তরুণী নরলোকে ত কুত্রাপি দেখি নাই! সুদেষ্ণা একেই বোধ হয় সম্বোধন করছিলেন? আহা! এই সুন্দরী কুলগর্ব্ববর্দ্ধিনী যুবতী, যুবামন বিমোহিনী সুন্দরী, এতদিন কোথায় ছিলেন? এমন সুরূপা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, অনুপমা কামিনীত কখন দেখি নাই। এই বিধাতার নির্ম্মাণ কৌশলের পরিমাণ স্বরূপ কমণীয় অঙ্গ, যে পুরুষ বক্ষেধারণ করেন, তারই 'জন্ম' সার্থক হয়। অহো! রূপের কি লালিত্য! দেহের কি সুভঙ্গী! প্রফুল্ল সুনীলপদ্ম সদৃশ শ্রীমুখের কি চমৎকার শোভা! গিরীচূড়ার দর্প হরবার জন্য, উন্নত, রোমাঙ্কধারী কুচদ্বয় কেমন সুকঠিন! এই রূপলাবণ্যবতী তরুণীই সুরসিক কীচকের উপযুক্তা, এঁর প্রকৃত মূল্য কীচক ভিন্ন আর কেহই নির্দ্ধারিত করতে পারবেন না। আহা! অতি সামান্য বেশভূষাতেও কেমন কমনীয়, মনোহর দেখায়েছে। বোধ হচ্চে যেন, নরনির্ম্মিত অলঙ্কার স্বাভাবিক অনন্তরূপ দেখে ঐ সুগঠিত অঙ্গে আরোহণ করতে না

পেয়েই, লজ্জায় পলায়ন করেচে। এঁর তুলনায় অন্যান্য সুন্দরীকে বানরী বল্‌লেও দোষ হয় না। ধন্য শ্রীসম্পন্নরূপ! ধন্য সুগঠনী মধুর মূরতি! আহা! অনঙ্গধনুসদৃশ ভ্রূযুগলের মধ্য হতে, মৃগবিনিন্দিত চক্ষুর কটাক্ষ বাণে আমার ব্রহ্মাস্ত্রসহ বক্ষঃকেও বিদীর্ণ কর্‌লেন! অহো! আমার প্রেমানল যে একবারেই প্রজ্বলিত হয়ে উঠ্‌ল। এঁকে যেরূপে হউক্‌ হস্তগত করতেই হবে। কিন্তু, অগ্রে মন্ত্রপাঠ করে পরিচর্য্যা লওয়া যাক্‌—"হে কুসুমায়ুধ, হে রতিপ্রিয় [illegible] দীপ্তিশ্বরো! আমার স্বর, বাক্য এমনি সুমিষ্ট করে দেও, যেন এই কীচকমনোমর্দ্দিনীর মনকে ভুলাতে পারি, আমাকে সর্ব্বপ্রকারে এমন সুন্দর, সুদৃশ্য কর, যেন এই উন্মাদবদনা, স্থির চপলা, নারীরত্ন আমার প্রতি আসক্তা হন। (প্রকাশে) বিরাটভামিনি! এই শশিমুখবদনা, সৌভাগ্যবতী তরুণী কে? কৈ, এঁকে ত কখন দেখেছি স্মরণ হয় না। এঁর মুখকমল বিষাদজলাকুলা এতো বিবর্ণিত করেছে, স্পষ্টভাবে বিরহিনীর লক্ষণ প্রকাশ কর্‌চে—ইনি হৃদয়ে দুঃসহ বিচ্ছেদবিষ যেন কত কষ্টেই ধারণ কর্‌চেন? আমার রতিশাস্ত্রের জ্ঞান বৃথা হবে, যদি একথা সত্য না হয়, কিম্বা, যদি রতিপতিকৃত ভেষজের প্রয়োগে ঐ বিষকে তেজহীন করে, ওঁর উপতাপের শান্তি কর্‌তে না পারি! (দ্রৌপদীর প্রতি) সুভগে! তুমিই না হয় বীণাবিনিন্দিত সুস্বরাস্বর সংযুক্ত মধুর বাক্যে, আত্ম পরিচয় দান করে, এ অধীনের কর্ণ মনকে এককালে পরিতৃপ্ত কর।

সুদে। ভাই! ইনি একজন বিপদাপন্ন ভদ্রবংশী, অল্পদিন আমার আশ্রয় লয়েছেন। ইনি রমণী বাঞ্ছিত সকল গুণে ভূষিতা; সুতরাং আমি এঁকে সখীত্বে বরণ করেছি। আমাকে মার্জ্জনা কর, এঁর প্রতি অসদভিসন্ধি কর না; তাতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হব। আমি এঁর পবিত্রহৃদয়ে তুমি যে, কালকূট দিবার আশা কর্‌ছ, তা কখনই পূর্ণ হবে না। ভাই, আমি ভূয়োভূয়ঃ নিবারণ কর্‌ছি, যে, যে সকল নিরু-

পায়, আশ্রয়হীন ভদ্ররমণী, জাতি, কুল ধর্ম্মভয়ে, আমাকে অবলম্বন করেই বিরাট অন্তঃপুরে বাস কর্‌ছেন, তুমি কদাপি তাদের প্রতি পাপদৃষ্টি কর না। তোমার এরূপ সদাচারভ্রষ্ট চরিত্রে আমি অত্যন্ত লজ্জা পাই।

কীচক। হা, হা, হা, ভগিনি! জগতে ত এমন স্ত্রী দৃশ্য হয় নাই, যিনি ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ লোভে সামান্য সতীত্ব ধনটাকে বিক্রয় না করে। আমার রসভিজ্ঞতাতে কত সাবিত্রী, দময়ন্তী, শকুন্তলা দাসীর ন্যায় পদসেবা করছে। শাঘ্য কথা নয়, সতীত্ব সরলসিন্ধু, অতি গুহ্য রতিশাস্ত্রজ্ঞ কীচকের পক্ষে গোষ্পদ সদৃশ গর্ত তুল্য। আর তুমি জেন, সতীত্ব পদার্থ প্রশংসনীয় নয়, যদি তা হ'ত তবে নারীজাতির কোন অঙ্গদোষ জন্মিত ভেবেই তাকে অধর্ম্ম রূপে গণ্য করা যেত। পতি কিম্বা উপপতি সম্ভোগিত হওয়ার কি প্রভেদ বল দেখি? বরং পরিণীত কান্ত অপেক্ষা উপকান্তের নিকট আদর সম্মান অধিক পাওয়ারই সম্ভাবনা বিশেষতঃ এক দ্রব্যে চিরদিন রুচি থাকাও ত সম্ভব নয়।

দ্রৌপ। বিরাটেশ্বরি! আমি আপনার দাসী বলে, অনুমতি বিনা স্থানান্তর হতে পারি নাই এখন আজ্ঞা করুন, আমি অন্যত্র গমন গমন করি। (স্বগতঃ। আমি এ পাপিষ্ঠের যে সকল দুর্ব্বাক্য কর্ণগোচর করেছি, তজ্জন্য অনুতাপ করি।)

কীচ। (স্বগতঃ) চলে যান্ যে? হাঁ! বোধ হয়, ওঁর প্রভুনীর সম্মুখে প্রেম প্রকাশ করাতে রাগত হয়েছেন। তা হতেও পারে। আমার অন্তরালে মনের কথা জানানই উচিৎ ছিল। তা হ'ক—তার চিন্তা কি? সুরসিক কীচক, একবার নির্জ্জনে পেলেই, অভিমানিনীর কোপ অপনোদন কর্ব্বেন এখন—সন্তপ্ত দেহে মলয় মারুত সেবন করাবেন এখন! ও, হো, আমারই ভ্রম হয়েছিল! ইটা কদাচ নির্দ্দয় কোপ নয়, প্রণয়কোপ; যাকে রসজ্ঞ ব্যক্তিরা 'মান' বলে ব্যাখ্যা করেন। এতৎসন্দেহনাস্তি।

সুদে। সখি! তুমি আমার সহোদরকে ক্ষমা কর উনি বাল্যকাল হতেই রহস্যেতে প্রসক্ত। তুমি এখন তোমার প্রকোষ্ঠে গমন কর, আমি আবশ্যক মতে তোমায় স্মরণ কর্‌ব। (দ্রৌপদীর প্রস্থান করিলে, কীচকের প্রতি) ভাই, তোমার আজ্‌কের ব্যবহারে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেম।

কীচ। (স্বগতঃ) হাঁ, তাই ত, বলি! এদিকে ঐ যে পশ্চাৎ করে যেন রোষ্‌ভরেই চলে গেলেন, ঐটীতেই মনের গূঢ়ভাব স্পষ্ট ব্যক্ত কর্‌লে। হুঁ! রূপবান্ কীচকের চেষ্টা হলে, স্বল্পকাল মধ্যেই, প্রমোদসুখচ্ছেদী 'সতীত্ব' 'সাধ্বীপমা' প্রভৃতি নীরস কথাগুলকে পৃথিবী হতে অবসর লতে লয়। কিন্তু, সে যাহগ্, এখন এই ভুবনমোহিনীকে যে কোন রূপে হস্তগত কর্‌তেই হবে। দেখি? ভগিনীকে দিয়ে অগ্রে চেষ্টা করা উচিত্। প্রথম কাতরতা বা নম্রতা তৎপরে ভয় প্রদর্শন, সর্ব্বশেষে বল্‌ত আছেই। (প্রকাশে) রাজ্ঞি! আমি তোমার গজেন্দ্রগমনা সখীর অনুপম ভামিনী রূপ দেখে নিতান্ত বিমোহিত্ হয়েছি। তোমার ভ্রাতা দেবাসুর বিজয়ী, এই জন্যই রতিপতি প্রগাঢ়তর রূপে তাঁর মনকে উন্মথিত করেছেন—আহা! এই দেখ, আমার সমস্ত শরীরই রোমাঞ্চ হয়েছে! যদি তুমি আজ অনুগ্রহ করে তোমার প্রিয় সখীকে আমার বশবর্ত্তিনী করে না দেও, আর যদি উনি নিষ্ঠুরা কামিনীর ন্যায় আমার বলবতী প্রেম ক্ষুধার শান্তি না করেন, তবে নিশ্চিতই আমাকে দশমদশা পেতে হবে; তাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। এই দেখনা আমার জীবন কণ্ঠস্থ হয়েছে, তুমি তোমার "অঞ্জন গঞ্জন বরণী" সখীকে দান করে এই সময় রক্ষা কর, নচেৎ শীঘ্রই বহির্গত হল।

সুদে। কীচক! তুমি এ দুরভিসন্ধি ত্যাগ কর। সহস্র সহস্র সুন্দরী দ্বারা দিবারাত্র বেষ্টিত থেকেও তোমার, লালসা তৃপ্ত হয় নাই? এই জন্যই বিজ্ঞ জনেরা বলেন, নীচ ইচ্ছা রিপুগণকে যতই লালনা

কর তারা ততই প্রবল হয়। ছি, তোমার ধর্ম্ম প্রতি কি কিছু মাত্র দৃষ্টি নাই?

ক্লীচ। হা, হা! তোমাদের এটীত ভয়ানক কুসংস্কার দেখ্‌চি! উৎসাহ দিলে রিপুগণ বলবান্ হয় বটে, কিন্তু সেজন্য কি তাদিকে নীচ প্রবৃত্তি বল্‌তে হবে না কি? তবে ত উৎকৃষ্ট কিম্বা ধর্ম্ম বৃত্তি যাদিকে বল, তারাও চালনা কর্‌লে ক্রমে অধিক উত্তেজিত হতে থাকে; এতে উভয়ের প্রভেদ কই দেখাও দেখি? ভগিনি! কি বল্‌ব, তুমি স্ত্রীলোক, অল্পবুদ্ধি, না হলে শাস্ত্রের এমন সকল গভীর অর্থযুক্ত দৃষ্টান্ত দেখ্‌য়ে দিতাম, যে প্রমদা সঙ্গে রতিক্রীড়া—(আ, হা, হা, সুদেষ্ণে! এই সকল রসগর্ভবাক্য উচ্চারণ কর্ত্তেও আমার ইন্দ্রিয়গ্রাম সুধাময়রসে পরিপূর্ণ হয়ে এল!) যাহগ্, আমি যা বল্‌ছিলাম—(প্রেমময়ী প্রমদার সঙ্গে রতিক্রীড়ার জন্য আমাকে কখন আর নিন্দা করো না।

সুদে। ভাই! তোমার কুতর্কগর্ভ শাস্ত্র দৃষ্টান্ত সকল তোমার শত্রুগণকেই আশ্রয় করুক; আমি ভ্রাতার বাক্য বলেই তোমার অলাপে কর্ণপাত কর্‌লাম। যাহগ, আমি তোমার হস্তে ধরে, বারম্বার অনুরোধ কর্‌চি, তুমি আমার সখী সৈরিন্ধ্রীর আশা ত্যাগ কর। আমি তোমার কনিষ্ঠা, সত্য, কিন্তু অনুনয় করি, তুমি আমার নিবারণ উপেক্ষা কর না; এতে তোমার প্রাণ সংশয় সম্ভাবনা। সৈরিন্ধ্রী নিযুক্তা হবার সময় বলেছেন, যে পঞ্চগন্ধর্ব্ব স্বামী নিয়ত ওঁর সতীত্ব রক্ষা করেন, তাঁরা অবিচ্ছেদে ওঁর সঙ্গে রয়েছেন, আর কেউ ওঁর প্রতি অত্যাচার কর্‌তে না পারে সেজন্যও সতর্ক থাকেন। দেখ ভাই! গন্ধর্ব্বেরা লৌ-কিক দেহসম্পন্ন, গর্ব্বব্যাপি, তাঁদের অপ্রিয় কার্য্য কর্‌লে তোমার নিতান্তই অমঙ্গল ঘট্‌বে। মনুষ্যের দেবাংশজাত গন্ধর্ব্বের সঙ্গে বিবাদ করা অত্যন্ত গর্হিত; বিশেষতঃ আশ্রিতকুলকামিনীর প্রতি অসদাচার ব্যবহার করাও নিতান্ত অভদ্রতা। তুমি ভাই, সকল উৎ-

কৃষ্টগুণে ভূষিত হয়েও কেবল রিপু পরবশ দোষে কলঙ্কী হয়েছ! আমি নিষেধ কর্‌ছি, যদি একান্তই আমার উপদেশ অবহেলা কর, তবে তোমার উচ্ছিন্ন যাওয়ার জন্য আমি অপরাধি নয়।

কীচ। হা হা হা! এই জন্য মহাপ্রাজ্ঞ রতিশাস্ত্রকারেরা নারী জাতিকে. 'অর্ব্বাচীনা' 'অপ্রগাঢ়বুদ্ধি সম্পন্না' 'অবলা' এই সব আখ্যা দিয়েছেন। এই জন্য আমি সকল অগ্রাহ্য করেও তাঁদের কৃত গ্রন্থ সকল অতি যত্নের সহিত আপাদ মস্তক কণ্ঠস্থ করেছি।'আমি তাঁদিকে শত শত ধন্যবাদ দিই, আর দর্শন পেলেই 'তাঁদের' শ্রীচরণ কমলরেণু অঞ্জনময় সেপান করি! ভগিনি! যে রমণী পঞ্চস্বামীর উপভোগ্যা, তাকে তুমি, সতী বল্‌ছিলে? হা, হা! সকলেই জানে, স্ত্রীলোকের দুইটী পুরুষ সহবাসেই ধর্ম্ম নষ্ট হয়। বহুশব্দটা দুইটী হতেই, অসংখ্য পর্য্যন্ত গণ্য——বহু স্বামীতে উপরতা প্রিয়ম্বদাদিকে 'পরকীয়া' বা 'স্বৈরিণী' কহে। স্বৈরিণী পঞ্চপুরুষের উচ্ছিষ্ট হয়েও সতীনাম পেলে? এ কি ভয়ানক ভ্রম? যে পাঁচটী পতির আস্বাদিত, সে আর একটী না হয় কর্‌লে? তাতে দোষ কি? আর, তুমি যে গন্ধর্ব্বদিগের আশঙ্কা কর্‌চ, সেটাকেও দূরকর; দেখ, বীরবর কীচকের প্রতাপে দেবগণও পরাভূত হয়। সুরশ্রেষ্ঠ কীচকের নাম শ্রবণেই কতশত গন্ধর্ব্ব দেশত্যাগ করে পলায়ন করে। হা, হা, হা, সে জন্য আপনাকে ভীতা হতে হবে না; এখন যাতে আমি সৈরিন্ধ্রী লাভকরে কৃতার্থ হতে পারি, তার চেষ্টা কর, নচেৎ কীচকের আশা একেবারে ত্যাগ কর। আমি ওঁর অপ্সরা গর্ব্বনাশিনী রূপ দেখে, উন্মত্ত প্রায় হয়েছি—যদি তোমার সহোদর, সেনাপতি, শান্তিরক্ষক কীচকের জীবনে তোমাদের কিছু আবশ্যক থাকে, তবে তোমার সখীকে দান করে তাঁর মহত্‌ উপকার সাধন কর।

সুদে। কীচক! তোমার বালকের মত চঞ্চল স্বভাবে আমি অন্তরে বেদনা পেলাম। কিরূপে আমি অনুগতা সৈরিন্ধ্রীকে এরূপ

অধর্ম্মজনক্ কার্য্যে প্রবর্ত্তিত কর্‌ব ? তিনি আমার উপর বিশ্বাস করে এখানে রয়েছেন, কিরূপে আমি, জেনে শুনে, বিশ্বাসঘাতক হব বলদেখি ? ভাই, তুমি ক্ষমা কর, আমি বাধ্য করে কাহাকে কুপথে লওয়ান দূরে থাকুক, পাপকার্য্যে অনুমোদন বা উৎসাহ দিতেও কোন ক্রমে পার্‌ব না। আমি কোন মুখে বল্‌ব, যে 'সৈরিন্ধ্রি, আমার সহোদর কীচক তোমার রূপে মোহিত হয়ে তোমার প্রতি আসক্ত হয়েছেন, তুমি তাঁকে চরিতার্থ কর ?' আমার রাজ্য ঐশ্বর্য্য সকলি বিনাশ পায়, তাতে ক্ষতি নাই কিন্তু ; এমন অধর্ম্ম কার্য্যে আদেশ করে আমরণ অনুতাপ অনলে দগ্ধ হতে পার্‌ব না—আর নিজের প্রাণ যায়, তাও স্বীকার, তোমাকেও নিরুপায়া দুঃখিনী কুলবধুর সতীত্বধন হরণে সম্মতি দিতে পার্‌ব না।

কীচ। নিতান্ত নির্ব্বোধের ন্যায় বৃথা কথার আন্দোলনে আবশ্যক কি ? অনুতাপ কাকে বলে ? কৈ আমার ত অনুতাপ হয় না ? তোমরা কোমলাঙ্গা স্ত্রী জাতি সুতরাং তোমাদের হৃদয়েই ঐ সকল ভীরুতা প্রকাশি—সঙ্কোচিত, ক্ষুদ্র হৃদয় প্রমাণক, অনুতাপ সম্ভবে। ওটা ভীরুতার চিহ্ন, ইহা সকলে জ্ঞাত আছেন। আমি এই মাত্র প্রতিপন্ন করেছি, যে কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য বিষয়ের বিচার বড়ই দুরূহ ; আর তদ্বিচারে স্থূলদর্শী মনুষ্যের প্রবৃত্ত হওয়াই অকর্ত্তব্য। একটা যুক্তির কথাই বলি শুন— আচ্ছা, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা ত পশুর ন্যায় ইচ্ছানুযায়ী নারীতে উপরত হতেন ? তখন পুরুষের যে কোন কামিনীকে সম্ভোগের বাসনা হত, তারা কাল, অবস্থা স্থান বিবেচনা না করে তৎক্ষণাৎ ত চরিতার্থ হতে পারতেন ? উঢ়া কি অনূঢ়া কোন কন্যাই ত অসম্মতা হতে পারতেন না ? তবে, সেটা কি তাঁরা পাপ কার্য্য করে গেছেন ? তোমাদের বিশ্বাসে তবে তারা সকলেই নরকে বাস কর্‌চেন ? কিন্তু, সুনিশ্চিত যেন, যে স্বর্গাধিকারী বাস্তবিক তাঁরাই। হুঁ ! আরও, এক কথা—যেহেতু পুত্রকন্যা সকলেরই মাতা-

পিতার অনুগামী হওয়াই সাধুজনোচিত কার্য্য সুতরাং আমাদের ঐ সুনিয়মের লঙ্ঘন করাও ত পাপ?— এখনও দেখ, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এই সুনিয়ম প্রচলিত আছে—আমাদের দেশের বুদ্ধিমান্ রসজ্ঞ পুরুষের ন্যায় সেখানকার প্রমদাগণও আপনাদের স্বাধীন ইচ্ছামতে পুরুষের সঙ্গে রতিক্রীড়া করে থাকে। তোমাদের মতে তবে তারা কি নরকগামী হবে? তা নয়, তুমি জেন, ঐরূপ স্বেচ্ছাবিহারিণী সৌভাগ্যবতী স্ত্রীগণ যেখানে বাস করেন্ সেইটীই স্বর্গ। তদ্‌প্রমাণ—ইন্দ্রপুরীতে মেনকা, উর্ব্বশী প্রভৃতি স্বৈরিণী অপ্সরাকুল বাস করেন বলেই, সেই স্থানটিকে স্বর্গ পদ প্রয়োগ হচ্ছে। বিশেষঃ তত্ত্ব অনুসন্ধান কর্‌লেই জানা যায়, যে স্বর্গবাসী পুরুষেরাও পরনারীতে সহগমন করে অপার আনন্দ লাভ করে থাকেন।

সুদে। কীচক! তুমি একেবারে অধঃপাতে গিয়াছ, আমি জান্‌তাম না।

কীচ। হা, হা, হা! সুদেষ্ণে! কীচক অতি অল্প দিন হল, প্রাণ সংশয়াম্বিত হয়েও, মহাবল সুধর্ম্মা হতে তোমার রাজ্য রক্ষা করেছেন। কীচকের শৌর্য্যতা জেনেই মেদিনীপতি নরেন্দ্র সকলও তোমাদের পদানত রয়েছে। আমার হতে তুমি বারম্বার নানাপ্রকারে উপকৃত হচ্ছ, কিন্তু আমি কখন প্রত্যুপকার প্রার্থনা করি নাই। এখন আমার প্রার্থনা জানালাম, যদ্যপি সিদ্ধ না কর, তবে প্রধান সেনাপতি সহোদর ভ্রাতার আশা আজ থেকে ত্যাগ কর। আমি এখনই হয় তোমায় ত্যাগ কর্‌ব, না হয় তোমার সম্মুখে আত্মহত্যা হব। তুমি কি পাপের ভয় কর্‌ছ? ছো! আমি তোমাকে ভূয়োভূয়ঃ বল্‌নু, যে, সৈরিন্ধ্রীকে কদাপি সতী বলা যায় না। পঞ্চচারিণীকে "বেশ্যা" নাম তোমাদের শাস্ত্রেই দিয়াছেন। তবে, উঁতে গমনে কোন পক্ষেই পাপ বা অধর্ম্ম, যাকে বল তা কিরূপে সম্ভবে? আর, তুমি যদি স্পষ্ট বল্‌তে লজ্জা বোধ কর, তবে কোন

ছলনা করে না হয় ওঁকে আমার আলয়ে পাঠিয়ে ; দিও আমি যে কোন প্রকারে হউক্ ওঁকে বশীভূতা কর্‌ব। তুমি কিন্তু এক্‌টী কর্ম্ম কর ; মধ্যে মধ্যে কথাচ্ছলে তোমার সৈরিন্ধ্রীকে সর্ব্বদা বল, যে " মহাযশস্বী অতুল ঐশ্বর্য্য অধিপতি দেবনির্ম্মদক, কীচক তোমাকে ধন, মান, প্রাণের অর্দ্ধভাগিনী কর্‌বেন—সর্ব্বস্ব তোমার শ্রীপদে অর্পণ করে অবিচ্ছেদে হৃদয়ে ধারণ করে রাখ্‌বেন।" আর দেখ, তোমার অশেষ গুণবতী সখীকে আমার অসাধারণ গুণ, যশ, প্রভাব, সত্যনিষ্ঠতাদির পরিচয় দিবেই, উদ্‌শয়ায় বিশেষঃ করে বলো, যে ' অলৌকিক রূপবান মহামতি কীচকের, ' প্রেম অপবিত্র লালসা সম্ভুত নয়, ' রাজা দুষ্মন্তের ন্যায়, প্রথমে " তুমি আমার সর্ব্বস্ব ধন হলে " এরূপ প্রবঞ্চনা বাক্যে কুলধর্ম্ম নষ্ট করে, ' পরে তুমি আমার অপরিচিতা, আমি তোমায় দেখিয়াছি স্মরণ হয় না"—এই রূপ নিষ্ঠুর উত্তর দিয়া অপমান অগ্নিতে নিতান্তকোমল প্রকৃতি, বশীভূতা মৃণালিণীর-চিত্ত দগ্ধ করা, তোমার রসিক চূড়ামণী সহোদরের ধর্ম্ম নয়। (উঠিয়া দণ্ডায়-মান) এখন, প্রায় সন্ধ্যা হয়, আর বৃথা কতকগুলিন কথার আবশ্যক নাই, আমি আসি ? তোমার অতুলনা রূপগুণবতী সখীর অভিনন্দনের উপযুক্ত আয়োজন করিগে ? তুমি আজ্ রাত্রে নিতান্ত না পার, কল্য ঠিক দুই প্রহরের সময় কোন প্রকারে ওঁকে আমার নিকটে পাঠিও। তুমি অতি বুদ্ধিমতী, তোমাকে বিশেষঃ শিক্ষা দিবার আবশ্যক নাই—আমি ত্বরান্বিত হচ্ছি। দেখো, কোন মতে বিস্মৃত হও না ? আমি চাতকের বারী আশার ন্যায় প্রতীক্ষা কর্‌ব, যেন তোমার সখীর প্রেমরূপ বারী বিনে প্রাণ উপগত না হয়। আজ্ উপযুক্ত সময় অভাব, কিন্তু আগত দুই প্রহরের কালে নিশ্চিত পাঠান চাই, তোমার সুবিধার জন্য আমি অনিচ্ছুক থেকেও, তোমাকে এই অবকাশ দিলাম।

সুদে। তুমি আমাকে যে বিষয়ে নিয়োজন কর্‌চ, তাতে আমার নিতান্তই অনভিমত। যাহগ, তোমার জীবনে আমার প্রজাগণের মঙ্গল নির্ভর কর্‌ছে, এজন্য আমি সৈরিন্ধ্রীকে তোমার আলয়ে পাঠাবার চেষ্টা কর্‌তে বাধ্য রহিলাম—ধর্ম্মরক্ষক জগদীশ্বরের মনে যা আছে অবশ্যই ঘটিবেক।

কীচ। হা, হা, হা, ভগিনি! ধার্ম্মিকদিগের সঙ্গেই বাক্যটাই প্রতিজ্ঞা মধ্যে গণ্য কর্‌তে হয়। দেখ, কোন মতে বিভ্রম হওনা? তাতে প্রতিজ্ঞারূপ পাপ অর্শিবেক। (হাস্যবদনে।) তবে আমি আসি; আর একটা কথা তোমায় বলি, তোমার পরমারূপবতী সখীকে পেলে আমি চরিত্রের বিশেষঃ সংশোধন কর্‌ব, অন্যান্য নারী সহবাস একেবারে ত্যাগ কর্‌ব। এখন আসি, দেখ্‌ও বিস্মরণ হওনা, ঠিক্ কাল দুই প্রহরের সময়—

(হাস্যমুখে প্রস্থান)

সুদে। (চিন্তা করিয়া) পাণ্ডব সখে! তোমার প্রিয়সখীর প্রিয়দাসীকে তুমিই রক্ষা কর। আমি হৃদয়নাথের শুভপ্রার্থী, সুতরাং প্রধান সেনাপতি কীচক্‌কে ত্যাগ কর্‌তে অক্ষম। নিরুপায় হয়েই আমি একার্য্য কর্‌তে বাধ্য হলাম—সৈরিন্ধ্রী যদি যথার্থ সতী হন, তবে তুমি অবশ্যই তাঁকে এই অধর্ম্ম হতে মুক্তি কর্‌বে—(দীর্ঘনিশ্বাস) যাই এখানে বসে আর কি করি?

(প্রস্থান)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

(উত্তরার প্রকোষ্ঠ। বৃহন্নলা, উত্তরা এবং সখীগণ আসীন।)

নিপু। রাজ নন্দিনি! আমাদের পাঠত সমাপণ হল। এখন আসুন, কাল সেই যে ঈর্ষাপরবশ অন্ধ স্বামীর প্রহসনটী পড়া গেল সেইটী অভিনয় করি।

উত্ত। আচ্ছা! আমি কিন্তু ভাই, তেমন অন্ধের স্ত্রী হতে পারব না।

নিপু। তা না হলে হবে না। সুলোচনা অন্ধ হয়ে বসুন, আর আমি—

উত্ত। নিপুণিকে! তুমি বড় সুচতুরা, তুমি যা সাজবে বুঝেছি। কিন্তু তাতেও, ভাই, ফল নাই।

নিপু। রাজকুমারি! তোমাকে পাবার জন্য চেষ্টা করতে রমণীরও পুরুষ হতে সাধ হওয়ার আশ্চর্য্য কি? ফল হক, বা না হক, তোমার জন্যইত মরব?

উত্ত॥ (সহাস্যে) আচ্ছা! বৃহন্নলা সভ্য, দর্শক হয়ে বসুন॥

বৃহ। বিরাট চন্দ্রিমে! আমি দর্শক হয়েই বসি; তোমরা অভিনয় আরম্ভ কর।

উত্ত। সখিগণ! তবে বাসগৃহে চল?

নিপু। সাধারণ লোকের মত ভাষা ঠিক অবিকল কইতে হবে— সকলে পারবেত?

সকলে। পারব না কেন?

নিপু। আচ্ছা, চল।

(বৃহন্নলা ভিন্ন সকলের প্রস্থান)।

বৃহ। (স্বগতঃ) উত্তরার যে রূপ সরল অন্তঃকরণ, তাতে কুমারের সহিত পরিণয় হলে উভয়েই অত্যন্ত সুখী হবেন, সন্দেহ নাই।

[প্রহসন।]

(প্রথমাঙ্ক। প্রথম গর্ভাঙ্ক।)

(অন্ধ পতীর প্রবেশ।)

অঃ পঃ। গিন্নী জল আন্‌তে গেছেন, কখন ? সেই পর্য্যন্ত ডাক্‌ছি, কেবল 'জাই, জাই' কর্চ্চেন, কি বল্‌ব ? পরমেশ্বর অন্ধ করেছেন, তা না হলে দেখ্‌তুম একবার ? আঃ এখনও যে এলেম্ না ? (চীৎকার পূর্ব্বক, কঠোরস্বরে) ও গিন্নি ! এখনও কি কর্‌চ ? আমি ডাক্‌ছি গ্রাহ্য নাই ?

গিঃ। নাথ ! অমন কথা কি বল্‌তে আছে ? এই যে আমি আস্‌ছি—

অঃ পঃ। ঘাটে কার সঙ্গে কথা কচ্ছিলে ?

গিঃ। না ! ও ঐ বিন্দু আমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছিল, তাতেই তার সঙ্গে কথা কচ্ছিনু ॥

অঃ পঃ। কে বিন্দু ?

গিঃ। ঐ যে, পাশের বাড়ীর গিন্নীর ভাগ্‌নী, ও এই কাল শ্বশুর বাড়ী থেকে এসেছে।

অঃ পঃ। না ! আমার বোধ হল যেন পুরুষের স্বর—

গিঃ। নাথ ! তুমি কেন আমাপ্রতি এমন অন্যায় সন্দেহ কর ? আমি প্রাণপণে ধর্ম্মরক্ষা কর্‌ছি—

অঃ পঃ। তবে যেন সেটা রক্ষা কর্‌তে বড়ই আলাতন হতে হচ্চে ?

গিঃ। কথার মন্দ অর্থটাই নেও কেন ?

অঃ পঃ। আমি মন্দ অর্থ নিলুম, তুমি যা কর আমি কি বুঝ্‌তে পারি না? 'অন্ধগ্য তরুণী ভার্য্যা' যত মনে করি কিছু বল্‌বনা, দূর কর—

গিঃ। নাথ! সংসারে যদি বিবাদ না থাকে, তবে কোন দুঃখকেই বোধ হয় না। আমাদের গৃহে সুখের ত সীমা নাই, তাতে মিছা কলহ করে দুঃখকে আরও ডেকে আন্‌বার আবশ্যক কি?

অঃ পঃ। কি? তুমি এমন কথা বল, কুলটে! ব্যভিচারিণি! আমার গৃহে সুখ নাই। তাতেই বুঝি অপর চেষ্টা—

গিঃ। (চরণ ধারণ করিয়া) ছি, ছি, অমন করে চীৎকার করে ওকথা গুলা বল্‌বেন না। (রোদন স্বরে) আমি এত করে আপনাকে ভক্তি করি, তবু কেন আপনি আমার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন?

অঃ পঃ। আচ্ছা! তুমি আমার পায়ে হাত দিয়ে বল দেখি? কখন অন্য পুরুষের—

গিঃ। নাথ! ছি! ও কথা মুখে আন্‌তে আছে? আর, আমিই বা পা ছুঁয়ে শপথ কর্‌ব কেমন করে?

অঃ পঃ। ঐ ত, 'অতি ভক্তি,' উটিত ভাল নয়? কেন তোমার ওরূপে শপথ কর্‌বার দোষ কি?

গিঃ। (স্বগতঃ) এখন যেরূপে হগ্ স্থির না কর্‌লে, আরও চীৎকার কর্‌বেন— পাড়ার লোক সব ভেঙ্গে পড়্‌বে, কি করি? হা! জগদীশ্বর! আমি অন্ধপতি পেয়েও সুখী হতাম, যদি এমন করে সর্ব্বদা আমায় জ্বালাতন না হতে হত। কি করি? উনি যা বলেন, করা ত যাগ্, তার পর অদৃষ্টে যা থাকে।

অঃ পঃ। মন্ত্র পড়ে দিব্বি কাটাচ্চ বুঝি? মনে করেছ তুমিই আমার গুরুকণ্যা, আমি আর কোন চতুরানারীর সঙ্গে সহবাস করি নি,—বটে?

গিঃ। (রোদন কৃ) ছি, ছি, নাথ! ও সব কি কথা। আচ্ছা, তুমি না ছাড়, আমি পায়ে হাত দিয়েই বল্‌ছি।

অঃ পঃ। কই হাত কই? (হস্ত লইয়া পদে ধারণ পূর্ব্বক) এবার বল,

দেখি? আমার ভিন্ন কখনও অন্য পুরুষের সঙ্গে আলাপ কর নাই।

গিঃ। যদি না ছাড়েন?

অঃ পঃ। আবার গৌর চন্দ্রিমা কি? ঐ গুলিতেই ত সন্দেহ হয়।

গিঃ। তবে কি রকম করে বল্‌তে হবে?

অঃ পঃ। কি আমার, দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা গা? কি রকম করে বল্‌তে হবে? তোমার বল্‌তে হবে না, যাও, বুঝেছি। আমি—

গিঃ। আচ্ছা, তবে বলি শুন। আমি জ্ঞান কৃতে—

অঃ পঃ। হুঁ, হুঁ! 'জ্ঞান কৃতের' অনেক অর্থ ও ছেড়ে দেও।

গিঃ। আমি তোমার পা স্পর্শ করে বল্‌ছি, কখন অন্য পুরুষের সঙ্গে অসৎ আলাপ করি নাই।

অঃ পঃ। ঐ ত 'অসৎ আলাপ' অর্থ কি? তোমার যদি সে কার্য্যটীকে 'অসৎ' বলে বিশ্বাস নাই থাকে?

গিঃ। তবে আর কি কর্‌ব বলুন? কেবল আলাপ অর্থে ভাইয়েদের সঙ্গে আলাপও ত বুঝাতে পারে।

অঃ পঃ। আচ্ছা, বাপ্ ভাই ভিন্ন অন্য কারও সঙ্গে—

গিঃ। হ্যাঁ, তা, স্পষ্ট বলতে পারি।

অঃ পঃ। পার?

গিঃ। তা কেন পার্‌ব না?

অঃ পঃ। আচ্ছা, তবে এখন রান্নার কত দূর?

গিঃ। এই যে এই বার যাই। তুমি বৃথা সময় নষ্ট কর্‌লে, এতক্ষণ যে হয়ে যেত।

অ, প,। আচ্ছা, এইবার যাও। কিন্তু, আমি ডাক্‌বা মাত্র আসা চাই।

গি,। আর সে সময় রান্না মন্দ হয় এমন সময় হয়?

অ, প,। তা হয়, হবে, তোমার কি, অবসর চাই বটে?

গি,। আচ্ছা! তা ডাক্‌বামাত্রই আমি আসব।

(প্রস্থান)

অ, প,। (স্বগতঃ) কেমন হল, আমার মনটা সর্ব্বদাই ওর প্রতি সন্দিগ্ধ হয়, কেন? কোন দোষ আছে কি? না, তাত কার্য্য, কি কথাবার্ত্তায় বোধ হয় না? তবে কেন এমন হয়? আর, যদি, ও, সত্যিই হয় তবে আমার এমন ব্যবহারটাওত ভাল হচ্চে না, (ক্ষণেক পরে) হুঁ, নারী জাতি আবার বিশ্বাসী হবে? অমন করে মধ্যে মধ্যে দমন না করলে শাসন থাকবে কেন? বিশেষঃ আবার যুবতী, সুন্দরী, আর আমি হয়েছি অন্ধ—(দূরে শব্দ শুনিয়া) কে হ্যা? হ্যাঁ! আরে কে হে? কথা কও না? গিন্নি! গিন্নি!

গি,। কি বল্‌ছ?

অ, প,। কি কর্‌ছেলে?

গি,। ভাত বাড়্‌ছি।

অ, প,। কই, সরে এস দেখি?

গি,। এখন আমায় ছুঁইও না।

অ, প,। কেন?

গি,। রাধছি, এখন তোমাকে ছোঁব।

অ, প,। আচ্ছা! শীঘ্র ভাত নিএ এস।

গি,। আন্‌ছি।

(প্রস্থান)

অ, প,। আঃ ভালও পাপ। কেন এমন মনটা হয়। অবশ্যই ভিতর কিছু আছে। আঃ এখনও বাড়া হয় নি? কি কর্‌ছে বুঝি? গিন্নি!

গি,। (পাত্র হস্তে প্রবেশ) আবার ডাকছ কেন? এই ভাত এনেছি, বস।

অ, প,। কৈ, আমায় বসাও না।

গি,। (হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বসাইয়া) এই বস। এই এখন আলুভাতে (ক্রমে চারি পাঁচ ব্যঞ্জনের পরিচয় দিয়া) তবে আহার কর, আমি হাত ধুয়ে আসি।

অ, প,। না, তুমিও বস। আমাকে আজ্, ঘাটে আঁচাতে যেতে হবে, অম্‌নি তুমিও হাত ধুয়ে আস্‌বে।

গি,। কেন, তোমাকে এইখানেই জল এনে দেব এখন।

অ, প,। তা হবে না বল্‌ছি, তবে আমি আগে তোমার সঙ্গে যাব।

গি,। আচ্ছা, তবে এই আমি বসিছি, তুমি আহার কর।

অ, প,। তুমি আমার পিট্‌টেয়, বসে বসে হাত বুলাও।

গি,। বাঁ হাতটা! আচ্ছা, তা দিচ্ছি। (উপবেসন)

অ, প,। নিকটে বসেছত, কই দেখি? (দেখিয়া) আচ্ছা। (আহারারম্ভ) (অদূরে পদশব্দের ন্যায় শব্দ শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া ধারণ পূর্ব্বক) গিন্নি! কে, ও!

গি,। ও বুঝি কাদের ছেলে পাশ্‌দিয়ে দৌড়ে গেল।

অ, প,। (উঠিয়া, পাত্র পাদ দ্বারা নিক্ষেপ) ছেলে দৌড়ে গেল? আমি এই দেখ্‌লেম একটা ছোঁড়া এসে তোমায় ইসারা করে বেরিয়ে গেল, ছেলে এসে ছেল, তোমার বাপ এসে ছিল। (চপেটাঘাত) তোমার বাবা এসে ছিল। আমি স্বচক্ষে দেখ্‌লাম। পাপিয়সি। কুল কলঙ্কি! জান না? অন্ধকে ঠকান বড় সহজ মনে করেছ, বটে?

গিঃ। তোমাকে আমি যোড় হাত করে বল্‌ছি তুমি চুপ্ কর।

অঃ পাঃ। কেন ঐ ছোঁড়া আমি জান্‌তে পেরেছি, বুঝ্‌তে পার্‌লেই পাছে পালায়? বটে? তুমি আমাকে অন্ধই পেয়েছ? আমি সব দেখ্‌তে পাই। (চপটাঘাত) দেখ দেখি, কি মজাটা? উপপতি —আমাকে প্রতারণা?

গিঃ। (রোদন) ওগো! কেন তুমি মিছি মিছি অমন কর গো! ওগো! পদে পদে শত্রু, চুপ কর গো!

অঃ পাঃ। (চীৎকার পূর্ব্বক) শত্রু হবে না, আমার মিত্র হলেই তোমার তোমার শত্রু হবে। আমি জগৎকে কাল পর্য্যন্ত সমস্ত দিন বাটীতে বসিয়ে রাখব। সে সব কথা জান্‌তে পার্‌বে। রস ত?

গিঃ। (স্বগতঃ) এখন জগতের গুণের পরিচয় দিলেই আগুনে ঘি ঢালা হবে ? দূর হগ্, মনের কথা মনেই থাক্ (প্রকাশে) বেশ্ ত ; তুমি জগৎকে ছেড়ে জগৎকে কেন রেখে দেওনা। তা এখন চুপ্ কর ? এখনই সব পাড়ার লোক শুনে হাস্‌বে, ছি ! তোমার পায়ে পড়ি।

অঃ পঃ। পায়ে পড়ি, দোষ করে শেষ 'পায়ে পাড়ি ?'

(দুইজন প্রতিবেশিনী প্রবেশ)

১মা। কিশের গোল, তোমাদের বাড়ীতে গো।

অঃ পঃ। এই যে শোন না। ইনি বলেন, তোমরা সব ওর শত্রু।

গিঃ। কখন আবার এ কথা বল্‌নু ?

২য়া। কেন ভাই, কিসে তোমার শত্রুতা কর্‌লুম

১মা। না, ও বউয়ের কথা শুল বড্ড। চ, আমাদের এখানে থেকে কায নি। আমর, আমরা ওঁর শত্রু ? উনি আমাদের যুগ্‌গি ?

২য়া। হেসে টেসে কথা বার্ত্তা কওয়া যায় কিনা ? চ, ভাল কর্‌তে এলুম— কালকাল পড়েছে কি না ?

গিঃ। ওগো, আমার যদি কিছু অপরাধ থাকে তোমরা মাপ কর। সব কথা এর পর আমি তোমাদিগকে বলব।

২য়া। আর তোমার বলাই কাজ নি, ভাই, আমরা তোমার শত্রু। চ লো, সুলোচনা, আর এদের বাড়ী থেকে কাজ্ নেই।

১মা। আচ্ছা, চ, কাজ্ কি ? আমরা ত আর আশ্রয় নিতে আসি নি ?

[উভয়ে প্রস্থান।

গিঃ। দেখ দেখি, বৃথা কি কাণ্ডটা কর্‌লে ? খাবার সব নষ্ট হল, প্রতিবাসীদের সঙ্গে বিবাদ হল—তা হগ্‌গে, সে বরং গ্রাহ্য করি না, এখন তুমি ভাল থাক্‌লেই আমি সকল রকমে সুখী হই।

অঃ পঃ। এঃ ! তাই ত, তবে কি সব মিছে না কি ?

গিঃ। তা নয় ত কি ? মিছে সত্য আমি তোমায় কেমন করে বিশ্বাস

করাব বল দেখি? আর তুমি সর্ব্বদাই অমন কল্লে, আমি অবশ্য সহ্য কর্‌ব, কিন্তু 'পরে' কি বল্‌বে বল দেখি?

অঃ পঃ। স্বগতঃ। তাই ত, কি হল? ছিছিছি এ কি কর্‌লাম্। আহা! কথা বার্ত্তা গুলিতে যেন সতীত্ব মাখা, এখন বোধ হচ্চে; কিন্তু উ—দূর হগ্, আর ও কথা ভাব্‌ব না। (প্রকাশে।) এখন কি করা যায়?

গিঃ। করা যাবে আর কি আমার মাথা। চল, রান্না ঘরে ভাত আছে তাই দিইগে।

অঃ পঃ। আহা, না না, সে কি হয়? তা হলে তোমার—

গিঃ। আমার আরও আছে, চল।

অঃ পঃ। আচ্ছা, চল, তাই ভাগ করে খাওয়া যাবে।

[উঃ প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

শয়ন গৃহ।

(গৃহিণী, ও অন্ধপতির প্রবেশ।)

অঃ প। (কবাট বন্ধ করিয়া) গিন্নি! তুমি ততক্ষণ শোও গে, আমি যাচ্ছি।

গিঃ। আবার পড়ে টড়ে যাবে? চল শুইগে।

অঃ পঃ। খামকা পড়ে যাব? আমি কি এমনই অন্ধ নাকি? কেন তোমার শোয়াবার এত তাড়াতাড়ি কেন?

গিঃ। আচ্ছা, আমি এই শুইগে। (শয্যোপরি উপবেশন)

অঃ পাঃ। (স্বগতঃ) সন্ধ্যা বেলা যেন কে, শিশ্ দিচ্ছে, বোধ হল। আর খশ্ খশ্ করে যেন ঘরেও কি নড়্ল? উনি ত বেরাল বলে কাটালেন। ঐ গুলতেই ত সন্দেহ হয়, বেরালে শিশ দেয়, তাত কখ্খনও শুনিনি। যাহগ্, একবার ঘরটা হাতাড়ে দেখি? (এক দিক হতে অন্য দিক পর্য্যন্ত দর্শন) কৈ না, ঘরে ত কিছু নাই।

গিঃ। হটাৎ পড়ে টড়ে যাবে?

অঃ পাঃ। আঃ রস্‌না। আমি একটা জিনিষ খুজ্‌ছি।

গিঃ। কি বলনা, আমি দিচ্ছি।

অঃ পাঃ। আহা, না না। উঠ না, সে তুমি দেখ্‌তে পাবে না। আমি —(পুনশ্চয় দেখিতে প্রদীপ পাতিত করণ)

গিঃ। ঐ যা গেল! প্রদীপটা ফেলে দিলে?

অঃ পাঃ। তা হগ্ তুমি উঠ না, যে খানে আছ, সেই খানে থাক॥

গিঃ। প্রদীপ জ্বাল্‌ব না?

অঃ পাঃ। না, চুপ করে বসে থাক। উঠ নি ত, কথা কও দেখি?

গিঃ॥ না আমি উঠি নি॥

অঃ পাঃ॥ আচ্ছা, (দেখা শেষ করিয়া) কই, বিছানার কাছে আমায় নিয়ে যাও না।

গিঃ। (সসব্যস্তে) এস। (হস্ত ধারণ পূর্ব্বক শয্যায় গ্রহণ) শুয়ে শোও।

অঃ পাঃ। শুচ্ছি, (শয়ন) আঃ শয়নে পদ্মনাভঃ! (স্বগতঃ) কি হল, কৈ ত কিছু দেখ্‌তে পেলাম না? আর, ঘরের ভেতর ঢুক্‌বেই বা কেমন করে? আমি সেই শীশ শুনা পর্য্যন্ত ঠায় দোর চেপে বসে ছিলাম। না, তবে আমার সেটা শোন্‌বারই ভ্রম—তাই হবে। আচ্ছা, আর একটা কথা আছে, যদিই এমন ইসারা হয়ে থাকে, আমি ঘুমলে পর উঠে যাবে, তাও ত হতে পারে? আমার ঘুমান হবে না, সমস্ত রাত জেগে থাকব, দেখি কখন্ উঠে যায়।

গিঃ। নাথ! আমি শুশ্রূষা করি, তুমি নিদ্রা যাও।

অঃ পাঃ। এই আপদ ধরেছে! এখন কিন্তু, কিছু বলা হবে না। হুঁ! ঐ যে দুই এক খানা প্রথম ভাগ গ্রন্থ পড়েছে, ঐটীতেই সর্ব্বনাশ। মেয়ে পড়ান প্রথাটা উঠ্ ব উঠ্ ব হয়েছে, আঃ তা হলেই বাচা যায়। [প্রকাশে] না, না, তোমার শুশ্রূষা কর্‌তে হবে না, তুমি শোও। আঃ শোও না [শয়ন করাইয়া গাত্রে হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক] দেখ, ঘুমও, আমি বড়ই নিদ্রাকাতর হয়েছি, নড় চড় না।

গিঃ। তোমার নিদ্রার ব্যাঘাৎ হবে, আমা হতে এমন কায হবে না। ঘুমুন্।

অঃ প। [স্বগতঃ।) ওঃ বাহিরে ভক্তি দেখেছ? আজ্ যা হয় নিশ্চয়ই জানা যাবে এখন—দেখি স্থির হয়ে থাকি। [নিস্তব্ধে শয়ন করিলে কবাটে কোন প্রকার শব্দ] ঐ হয়েছে—তবে, (যেমন লম্ফ দিয়া শয্যা হইতে উঠিবেন, অমনি ভূমে পতিত হইয়া) ধর ধর! ওগো কোতোয়াল বাবা, ও প্রতিবাসী সব, ওগো বেরোও গো! চোর, চোর, ধর, ধর, পালাল। [ঘর্ম্মিত হইয়া কবাট ধরিতে চেষ্টা।) ওগো, ওগো, ধর, ধর।

গিঃ। আঃ কর কি? কিও? কি হয়েছে? ছি, ছি, ছি! দেখ দেখি? পাগল হলে না কি? আহা! কত—(ধরিতে উদ্যত)

অঃ পাঃ। পাপিয়সি! সাবধান্ আমায় ছু ওনা! তুই আমাকে পাগল কর্‌লি! হা সর্ব্বনাশ! আমি তোর কথায় বিশ্বাষ কর্‌তাম। তুই আমার অনর্থের মূল? হায়, হায় এতক্ষণ বুঝি পলাল? ওগো প্রতিবাশি সব!

কয়েক জন প্রতিবাশী। (দ্বারে আঘাৎ পূর্ব্বক) কি হয়েছে ঠাকুর, দ্বার খোল! কোথা চোর?

অঃ পাঃ। খোল্ দ্বার খোল্? কুলটে! জাননা? তাহ্নেই ওদিকে শত্রু বল?

গিঃ। হা জগদীশ্বর! বৃথা কলঙ্কিনী করলে!

অঃ পঃ। বৃথাকলঙ্কিনি! শূকরি!—এখন দ্বার খোল্, না হলে তোকে মেরেই ফেলব। বুঝেছি সব এই তোমার সতীত্ব?

গিঃ। কৃষ্ণ! তুমিই না কিশোরীর কলঙ্ক দূর করেছ?

অঃ পঃ। আবার দেরি? খোল্। (চপেটাঘাত)

গিঃ। (রোদন করিতে করিতে দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া) স্বামিই স্ত্রীর রক্ষক, তিনি যদি তাকে, কলঙ্কী করেন, তবে আর কে রক্ষা করবে?

অঃ পঃ। (উপবেশন) এখন ধরা পড়েছ কি না? চুপ কর কথা কওনা বলছি, ছেনালী কান্না কেঁদনা। ওহে ভাই, প্রতিবাশীরা সব, শুন, আমি এ মেয়েটাকে আজ্ পাঁচ বৎসর বিবাহ করেছি, মিথ্যা বলতে নেই এতদিন প্রায় সুখে কাটাচ্ছিলুম। আজ্ দুইমাস হতে আমার কিছু সন্দেহ হয়েছে, আমি প্রায় হামেসা, একটা না একটা কাণ্ড দেখি। সে যাগ্, তাতে বরং আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় নি;——

গিঃ। মা গো! তোমার আদরিণী মেয়ের দশা দেখে যাও মা!

অঃ পঃ। চুপ, চুপ, বলছি—থপারদার বাৎ মাৎ করো। শুন, ভাই, সব! তার পর, আজ, কোন কারণে, সেটা উল্লেখ করে কাজ্ নাই, আমি সন্দিগ্ধচিত্ত হয়ে, ছলনা করেই ঘুমুচ্ছিলাম, এমন সময় দ্বারে খুট্ খুট্ করে শব্দ। আমি উঠতে পড়ে গেছি, কি বলব? না হলে ধরেছিলাম আর কি?

গিঃ। দ্বারে কিসের শব্দ হল, সেটাও জানা উচিৎ ছিল, বিড়াল কুকুরেওত এমন করতে পারে।

অ, প.। দেখেছ, বেটীর জবাব দেখেছ? বিড়াল, কুকুরে এমন শব্দ করে, আমি স্বচক্ষে দেখলুম, আমি এই দুটী চক্ষে দেখলুম, স্পষ্ট এক-জন পুরুষ দৌড়ে গেল—সে কে তাও কি আমি জানি না, তোমার বাবাকে আমি চিনি না?

প্র,। (দ্বিতীয়কে) কি পাগলের কথা শুনছ? চল, আঃ মিছামিছি প্রথম নিদ্রায় ব্যাঘাৎ হল, কি পাপ!

২,প্র,। (স্বগতঃ। আমাকে যেমন প্রত্যাখ্যান করে, এই সময়ে তার প্রতিফল লওয়া যাগ্) (প্রকাশে) হঠাৎ লোক্কে পাগল বল না, ভাই, তুমি কি এই গৃহিনীর চরিত্র বিশেষঃ জান ?

১ ম। না ভাই, তা আমি কেমন করে বল্‌ব মনের কথা জগদীশ্বরই জানেন।

৪র্থ। যেরূপ স্বভাব চরিত্র, তাতে একথা ত বিশ্বাস যোগ্য নয়।

তৃ, য়। ভগবান্ জানেন্, কায কি পরের কথায়। মেয়ে গুলর গর্ভেই সব।

১ ম। তা বটে, কিন্তু——

২,য়। 'কিন্তু' নেইহে, ওর ভিতর 'কিন্তু' নেই। আছে, আছে ভিতর কথা আছে।

অঃ পঃ। শেষে কথা কইলেন কে হ্যা 'জগত্' বুঝি ?

প্র, ম। (দ্বিতীয়ের ইঙ্গিত মতে) না,তিনি নন।

অঃ পঃ। নয় কেন, আমি শুনেছি। হুঁ, আমার কথা কি মিথ্যা হয় ? আর, জগত্ ভদ্রলোক, মিথ্যা কথা কইছেন্ ?

গৃঃ। উঁর বল্‌বার কারণ, আমি আর কি, করে প্রকাশ কর্‌ব ?

অঃ পঃ। চপ রাও, হারামজাদ্ বেটী।

১, ম, প্র। দেখ, মুখুর্য্যে মশাই। যাই হগ্, মিছে ঘরের কথা বার করে আবশ্যক কি ?

গিঃ। হা ! আমার অদৃষ্ট ! তোমরা কি সকলেই আমার প্রতিকূলে গা।

৪, র্থ,। না, বাছা, আমাদের ও কথায় থেকে কাজ্ কি ? (সকলকে) চলহে চল।

সকলে। চল।

২, য়,। স্বগতঃ। এর উপর কাল একবার আক্রমণ কর্‌তে হবে।

[প্রতিবাসীদের প্রস্থান।

অঃ পঃ। হায় হায়, তোকে আমি এত ভাল বাস্‌তুম, তোকে আমি এত আদরে রেখেছিলুম, তুই কি না আজ্ আমার মুখটী পুড়ুয়ে দিলি ? ছি, ছি, ছি। কেন, বল্ দেখি ? তোর আমি কি করেছি, বলদেখি ? তুই কেন এখন এমন হলি ? আগেত বরং ছিলি ভাল।

গিঃ। তুমি যদি মিথ্যা অপবাদ দেও, তবে আর আমি কি কর্‌ব বল?

অঃ পঃ। মিথ্যা অপবাদ? এখনও বল্‌ছিস মিথ্যা অপবাদ, জানিস না? কিছু বলেনি বলে? তুই কি না আজ্‌ই আমার পায়ে হাত দিয়ে সগুণ করেছিস্? আর আজ্‌ই? হায়ত ও। দূর, দূর, আমি আর তোর মুখদর্শন কর্‌তে চাই না তুই মর, যা ইচ্ছা কর, আমি এই চ-ল্লুম। (উঠিয়া) কই দরজাটা?

গিঃ। বাহিরে যেতে হয়ত বল না? আমিই লয়ে যাই?

অঃ পঃ। না তুই ছুঁসনা। (দ্বার পাইয়া) এই পেয়েছি, তুই মনে করে-ছিস্, আমার তুই ভিন্ন উপায় নাই? আচ্ছা, এখন দেখি কে কার উপায়! (বাহিরে গিয়াই পতন) ওহো হো! গেনুগো।

গিঃ। (এস্ত হইয়া ধারণ পূর্ব্বক) আহা হা! আমি বল্‌লুমত। দেখ দেখি! কত লেগেছে!

অঃ পঃ। ছেড়েদে, তুই ছেড়েদে। তুই পাপ হতেই আমার দুর্ঘটনা। ছাড় বল্‌ছি?

গিঃ। কোথা যাবে বলনা? তোমার পায়ে পড়ি, আবার পড়ে যাবে?

অঃ পঃ। তা যাই যাব, তোর বাবার কি? ছাড়্। (প্রস্থান)

গি,। (স্বগতঃ) দেখি? যাই পেছনে, পেছনে, আবার যদি পড়ে যান। কি আশ্চর্য্য! পাগল্‌ই হলেন না কি?

(প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক।

পুষ্করিণী ঘাটে।

গৃহিণী।

গৃ.। (স্বগতঃ) আমার মৃত্যুই ভাল। ছি, ছি, ছি! এ কি বৃথা কলঙ্ক? আর যে সহ্য হয় না। উনি অন্ধ, ওঁকে কেমন করে আমি বুঝাব?

সেই দিন পর্য্যন্ত পাড়ার ছেলে গুল, ওঁকে আরও উন্মত্ত কর্‌তে আরম্ভ করেছে। সন্ধ্যার পর মিছি মিছি, কপাটে শব্দ করে আর উনিও রেগে প্রজ্বলিত অগ্নির মত হয়ে উঠেন। হায়! আমি অন্ধ, বৃদ্ধপতি লয়েও ত সুখে ছিলাম! এ ওঁর মিছে কি সন্দেহ হল? কেন উনি আমায় অমন করেন? হে বিধাত! তুমি সকল কর্‌তে পার; কিন্তু, লোকের মনের অবস্থা পরিবর্ত্তন কর্‌তে পার না? হা! এখন কি করি, আমার মরাই উচিত—তাই স্থির নিশ্চয় করেছি। জলে ডুবে মৃত্যুতে বড় কষ্ট পেতে হয়, সে জন্য এই বিষও এনেছি! মা, গো, দেখ মা, তোমার কমলার কি দশা আজ্‌ দেখে যাও! পিত! তুমি স্বর্গে গেছ, আমি যেন সেই খানে তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে পাই! আহা! আমার অন্ধ পতির দশা কি হবে? তাঁকে কে যত্ন কর্‌বে? আমি এত জ্বালাতন হয়েও তাঁর মুখ চেয়ে জীবনে উপেক্ষা করি নাই! কিন্তু, আর যে সহ্য হয় না! দিবা রাত্রি স্বামীর গঞ্জনা, প্রতিবাসীর উপহাস, এতে জীবনে যে নিতান্ত ঘৃণা হয়েছে! (রাঃ দ্বিঃ প্রঃ বাঃ জগতের প্রবেশ। না দেখিয়া) আমার জীবনে সুখ কি?

জগ। মরিপ্রাণ, কত দুঃখে দুঃখী তোমা লাগি
দেখিলে না? হৃদি বিদারিয়ে সঁপি পদে,
যদি কৃপা করি দেখ প্রাণ ধন। আহা!
কেন সেবি অন্ধ, বৃদ্ধ পতি দুঃখ ভোগ
আর? অমূল্য পদ্মিণী, তুমি, মূল্য জানে
যে তোমার, সঁপ প্রাণ তারে। প্রেমময়ি!—

গি,। আমার এই দুঃখের উপর তুমি আবার জ্বালাতন কর্‌বে? হেঁ গা! আমাকে চিরদুঃখিনী দেখে তোমাদের দয়া হয় না! তুমি কেন যখন্‌ তখন্‌ আমাকে জ্বালাতন কর? তুমি কি মনে করেছ, আমি অন্ধ, বৃদ্ধ বলে পতিকে ঘৃণা কর্‌ব? ছি, তোমার এমন নীচ প্রবৃত্তি!

জগ। অন্বেষিতে মানিক রতনে সঁপি প্রাণ
অকাতরে। দেখে দর্পণের মাঝে তব

প্রতিবিম্ব, তবে ওঁৎসিছ আমারে। রে
প্রাণ রতন ! দোষীত তুমি, হয় যদি,
মোরে প্রকাশিতে বল, তোমা ধন লাগি ৷

গি, । তোমরা আমাকে অসহায়া বলে জান, তাতেই এই সকল কটুবাক্য বল্‌তে সাহস্ কর্‌ছ ? তুমি বল করে আমার ধর্ম্ম হরণ কর্‌বে ? আমার কেউ রক্ষক নাই ভেবেছ ? তুমি কি জান না, নিঃসহায়ার একজন নিত্য বন্ধু রয়েছেন ? (বিষ বাহির করিয়া) এই দেখ, তিনি আমার জন্য এইটী পাঠিয়েছেন (ভক্ষণ করিয়া) এখন, তোমরা যত পার বল প্রকাশ কর ?

জগ। (সচকিতে) কি ও ! কি সর্ব্বনাশ ! বিষ না কি ?

গি, । না, বিষ নয়, চিরদুঃখিনীর শীতল বারি !— ওগো ! বড় যা কেমন করে এল, তুমি দয়া করে একবার আমার স্বামিকে এইখানে নিয়ে এস। (ভূতলে শয়ন। আমার আর যাবার ক্ষমতা নাই)

জগ। সে কি ? সত্য না কি ? কেন তুমি বিষ্ খেলে ! আমি পাছে ধর্ম্ম নষ্ট করি বলে ? আহা ! কেন তুমি আমায় বিষ দেখ্‌য়ে ভয় দেখালে না ? হঠাৎ কেন তুমি এমন কাজ কর্‌লে !—আর, তোমাকেই বা কেন দোষী বলি ? আমিইত, আমি পাতকীই ত এর কারণ— ওঃ চিরকাল এই অনুতাপ অনলে দগ্ধ হবে ! কেন আমি সতীর ধর্ম্ম-রক্ষার ব্যাঘাৎ দিতে উদ্যত হয়েছিনু ? কেন আমার—

গিঃ। দেখ, সকলই আমার কপালে করেছে ; এখন আমার মৃত্যু কালের অনুরোধ, তুমি তাঁকে এক্‌বার নিয়ে এস। ওঃ বুকের ভিতর জ্বল্‌ছে !

জগ। আহা, হা ; কেন এমন কুকর্ম্মে আমার মতি হল ? আহা ! গৃহিণি ! পৃথিবীর মধ্যে তুমিই যথার্থ স্বর্গের অধিকারী, আর আমি, আমি অনন্ত নরকে অনন্তকাল যন্ত্রণা পাব। আহা ! আমার মনের মধ্যে এখন যে যাতনা হচ্‌চে এর তুলনায় বোধ হয় তোমার বিষের যন্ত্রণা অনায়াস সহ্য ! হায় !—

গিঃ। ওগো, আমি যা বল্‌লুম, শুন্‌লেনা ?

জগ। আচ্ছা, তুমি আগে আমায় বল, ' তোমায় ক্ষমা কর্‌লাম,

তুমি দোষী নও,—ওহো! তুমি মার্জ্জনা কর্‌লে কি হবে ; আমার ন্যায়পরতা যেন ভয়ঙ্কর ভাবে বল্‌ছে—'তোমার এ পাপের ক্ষমা নাই।' যাহগ্‌ আন্‌ছি আমি তোমার স্বামীকে।

(প্রস্থান)

গিঃ। আহা! নাথের আমার কত কষ্ট হবে? তা আমি কি কর্‌ব, জগদীশ্বর আছেন। কিন্তু পরমেশ্বর যেন আমার মৃত্যুর জন্য আমার পতিকে পাপভাগী না করেন, সেজন্য তাঁর নিকট কর যোড়ে প্রার্থনা করি।

অঃ পাঃ। (জগতের সহিত প্রবেশ করিয়া) এ, কৈ? কৈ আমার (বসে ভূমিস্পর্শ) কৈ, গিন্নি! তুমি না কি সর্ব্বনাশ করেছ?

জগ। একটু অগ্রসর হন। (নিকটে উপবেশন করাইয়া পার্শে মৌনভাবে দণ্ডায়মান)

অঃ পাঃ। (গায়ে হস্ত দিয়া) গিন্নি, কথা কও! আমার মাথা খাও! সত্যিই কি? ওরে বাপ্‌রে! ওগো কোথা গেলিগো! সত্যিই কি? বল, বল মিথ্যা কথা। বল, তোমায় শত্রুতে একথা মিছে তুলেছে?

গিঃ। নাথ! তোমার চরণে আমার এই শেষ প্রণাম। দেখুন, আমিত চল্‌লুম। আপনার যাতে দুঃখ না হয় তাই কর্‌বেন! আমি অধিক কথা বল্‌তে পারি না আমার জিহ্বা জড়িয়ে যাচ্চে।

অঃ পাঃ। তবেইত, তবেইত, আমি কি কর্‌ব? য়্যাঁ এমন ঔষধ নাই যে বিষের প্রতিকার হয়? হ্যাঁ, গা?

দ্বিঃ প্রঃ। আচ্ছা, আমি কবিরাজকে নিয়ে আসি? (প্রস্থান)

অঃ পাঃ। আহা! প্রাণ আমার, অন্ধের যষ্টি আমার, সর্ব্বস্বধন আমার, কেন তুমি একাষ কর্‌লে? আহা! আমি পাগল হয়েই তোমাকে মিথ্যা যন্ত্রণা দিয়েছি? আমি কি কুকর্ম্ম করেছি। আমি মূর্খ নরাধম! হায়, হায়, হায়, এখন কি হবে! ওগো আমার কি হবে? প্রাণ আমার, প্রাণ্‌টা বড্ড কেমন কর্‌ছে?

গিঃ। নাথ! তুমি নিকটে বসে আছ, আর আমার যাতনা নাই।

অঃ পাঃ। আহা! সতি, সাধ্বি, আমার গৃহিণি! আমার, ওগো, কোথা গেলে গো! (পপাত) ওমা, আমার কি হল গো! আমার কি হবে?

আমার কেউ নাই, পাড়ার কেউ এল না ? হায়, হায়, হায়, হায় !

গিঃ। নাথ ! পাড়ার কেউ পাছে এসে তোমাকে আমার সাক্ষাতে নিন্দা করে, তাতেই নির্জ্জন দেশে তোমাকে আম্বয়েছি।

অঃ পঃ। আহা ! সতী, সাধ্বী, হা, হা, হা, আমার কেন এমন কুপ্রবৃত্তি হয়ে ছিল ? কেন আমি তোমাকে মিছে যন্ত্রনা দিচ্ছিলাম ? হায় ! (মস্তকে আঘাত) এখন কে যেন আমায় বলে দিচ্ছে, তুমি বিনা দোষে 'সতীর প্রাণনাশ কর্‌লে।'

গিঃ। নাথ ! আপনি স্থির হন, আমার শেষ কথাগুলি শুনুন।

অঃ পঃ। ওগো, শেষ কথা শুনব, কি গো ? আহা হা হা !

গিঃ। আপনি আমার মায়ের কাছে গিয়ে থাক্‌বেন। নাথ ! আমি, আমি আর কথা কইতে পারি না, আপনার চরণধুলি দিন, আমি যদি কোন দোষী থাকি আমার মাপ কর্‌বেন। আর—

অ, প, । ও গো, তুমি কখনও দুষী নয় গো ! ও গো ! আমি তোমায় বৃথা কলঙ্কিনী করেছি গো ! হায়, হায়, হায়, গিন্নি ও গিন্নি ! (উঠিয়া স্পর্শ) সতি, সাবিত্রি, আমার দময়ন্তি, আমায় চিরদুঃখিনি ! (গৃহিনী পদধুলি লইয়া নিস্তব্ধ হইলে) আহা ! এখনও এই যে নড়্‌ছে গো ! ওগো আমার কি হবে ! কৈ কবিরাজ ত এখন এল না ?

(দ্বিতীয় প্রতিবাসী কবিরাজ সহিত প্রবেশ।)

জগ। এই যে মহাশয়, এই অমূল্যস্ত্রীরত্নটী বিষখেয়ে, ম্লেচ্ছকবলিত ভারতমাতারন্যায় প্রভাহীন হয়েছেন।

কবি। (হস্ত দেখিয়া) কই, মহাশয় জীবন ত নাই ? এখন আর কি হবে, ছি, বৃথা আমায় স্নান করালেন ? [প্রস্থান।

অঃ পঃ। এঁ আমার জীবন নাই কি, গো ! (উচ্চ রোদন)

জগ। (স্বগতঃ) উঃ, হৃদয়ের অগ্নি যে সহ্য হয় না ! সরোবরের পদ্মটীকে কি আমিই ছিড়্‌লাম ! ছি, আমার তুল্য নরাধম, যবন আর নাই, ওঃ এখানে আর থাকা যায় না ! [প্রস্থান।

অঃ পঃ। (গায়ে হস্ত দিয়া) ওগো, আর নেই যে গো ! আমার মাথার

বজ্রাঘাত হলো, গো, হায়, হায়, হায়, ওগো কি করি গো, ওগো আমায় কেউ বিষ এনে দেও না গো! হায়, হায়, কেন মরতে বিবাহ করেছিনু—আহা! প্রিয়ে, আমি চিরকাল তোমায় জ্বালাতন করনু! কখনও তোমায় সুখ দিলাম না, হা!—

(প্রতিবাসী তিনজনের প্রবেশ।)

১ম, প্র। আহা! কে এ স্বর্ণলতাটিকে ছিঁড়লে? কে রাক্ষস এমন সাবিত্রীর প্রাণটী হরণ করলে? আহা! নিষ্ঠুর যমেরও এক সময় সতীর প্রতি করুণা হয়েছিল!

অঃ পাঃ। ওগো! আমিই সেই রাক্ষস, নরাধম, নিষ্ঠুর, পাতকী গো ওগো এখন তোমরা কৃপা করে বিষ আমায় এনে দেও গো, ওহো, হো! ওগো, বুকের ভিতর জ্বলে মলুম, ওগো, আমায় যেমন করে হক্ মেরে ফেল গো, ওগো প্রতিবাসীরা, আমায় বাঁচাও গো, হোহো, ওগো, আমি মূর্খ, অন্ধ, হা হা, হা!

২য়। (অন্তরালে) দেখুন, (অন্যকে) এ মুখুয্যে মহাশয় যেমন নিষ্ঠুর, তার উপযুক্ত ফল দেওয়াই উচিৎ। আহা, বৃথা গঞ্জনা দিয়ে সতীর প্রাণ নাশ করলে? আমার এমনই রাগ হচ্চে?

তৃতীয়। চল, একে সহমরণে দেওয়া যাক্‌, গে?

১ম। উচিত বটে।

অঃ পাঃ। ওগো, এর উপর তোমরা মনে আর আমায় যন্ত্রণা দিও না গো, আমি স্বীকার আছি গো, তোমরা আমায় যেমন করে, পার, মেরে, ফেল, গো!

১ম, প্র। চল, ভাই এখন এক জন ওকে ধরে লও।

একজন অন্ধকে লইয়া প্রস্থান করিলে দুইজনে গৃহিণী হস্তে তুলিয়া লওন।

(জগতের গীত করিতে করিতে উন্মত্তবেশে প্রবেশ।)

জগ। কে ছিঁড়িল আমার হৃদয় কুসুমে। পাতকী রাক্ষস সেই দয়া নাই মনে। বড় সাধ ছিল মনে, আর এই প্রাণধনে, নিষ্ঠুর কাল শমনে, সাধিল বাদ— মরি, কোথা যাই, কি করি, কিসে নিবাই এ আগুনে।

[illegible]। কি হে, হরি, অমন উন্মত্তের মতন কেন?